কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

‘কারামত’

মূল

মুফতি ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

সংকলন ও বিন্যাস

আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ

Islamic Dawah & Education Academy (iDEA)

www.ideabd.org

লেখকের কথা ---------- ০৩
সংকলকের কথা ---------- ০৪
ভুমিকা ---------- ০৬
কারামত আসলে কী ? ---------- ০৮
কারামত অস্বীকার করে কারা ? ---------- ১০
কারামত স্বীকৃতি দেয় কারা ? ---------- ১৩
কারামত সম্পর্কে সালাফী আলেমদের বক্তব্য ---------- ১৬
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ---------- ১৭
কারামত অস্বীকার এবং কারামত থেকে কিভাবে কুফুরী শিরকী নির্ণয় করা হয় এর একটি উদাহরণ ---------- ২০
গায়েবের খবর জানা সম্পর্কিত কারামত ---------- ২৩
- গায়েব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ---------- ২৩
- গায়েবের খবর জানা সম্পর্কিত কারামতের দলিল সমূহ ---------- ২৭
- গায়েবের খবর জানা সম্পর্কিত ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর কিছু কারামত -------- ৩২

মৃত্যুর পর সংগঠিত কারামত ---------- ৪৫
- *মৃত্যুর পর দেহাংশ বা সম্পূর্ণ দেহ নাড়াচড়া করা বা কবর থেকে বের হয়ে আসা সম্পর্কিয় কারামত* ---------- ৪৭
  - শুধু হাত নয় পূর্ণ দেহ কবর থেকে বের হওয়ার ঘটনা হাদিসে রয়েছে --- ৪৯
  - সালাফদের বর্ণনায় কবরে নাড়াচড়া ---------- ৫১
  - ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ রাহঃ এর কিতাবে বর্ণিত এ ধরণের ৩টি ঘটনা ---------- ৫২
  - *কবরে নাড়াচড়া সম্পর্কে আক্বিদাগত কিছু মৌলিক কথা* ---------- ৫৪
  - ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় যে আল্লাহ চাইলে মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ মানুষও চলে আসতে পারে ---------- ৫৪
  - শহীদ হওয়ার তিন দিন পরে পিতার সাথে মুসাফাহা ---------- ৫৬
- *মৃত্যুর পর কথোপকথন সম্পর্কিত কারামত* ---------- ৫৭
- *মৃত্যুর পর হাসি সংক্রান্ত কারামত* ---------- ৬২
- মৃত্যুপরবর্তী কার্যক্রম ও দুনিয়াতে এর পতিক্রিয়া সংক্রান্ত কারামত ---------- ৬৪
- মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ সম্পর্কিত কারামত ---------- ৬৯
  মৃত ব্যাক্তির কবর থেকে আওয়াজ আসা সম্পর্কিত কারামত ---------- ৭৩
- মৃত্যুর পর বিভিন্ন আমল সম্পর্কিত কারামত ---------- ৭৬

- মৃত্যু পরবর্তী আমল সম্পর্কে আমাদের আকিদা ---------- ৭৬
- মৃত ব্যাক্তি একে-অপরের সাথে সাক্ষাত ---------- ৮৪
- কবরে বিভিন্ন নেয়ামত সংক্রান্ত কারামত ---------- ৮৫

অল্প সময়ে অধিক ইবাদাত সংক্রান্ত কারামত ---------- *৮৮*

- অল্প সময়ে অধিক আমল সম্পর্কিত কিছু মৌলিক আলোচনা ---------- ৮৮
- এক রাকায়াতে সম্পূর্ণ কোরআন খতম করা সংক্রান্ত কারামত ---------- ৯৩
- অল্প সময়ে অধিক কোরআন খতম সংক্রান্ত কারামত ---------- ৯৭

ইশার ওজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করা ---------- ১০৩

সারা রাত্রি ইবাদাত করা সংক্রান্ত সাহাবীদের কিছু রেওয়ায়েত ---------- ১০৭

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিতাবে বর্ণিত কিছু কারামত ---------- ১০৮

কারামত সম্পর্কে অসাধারণ একটি কথোপকথন (আমিন সফদর উকারবী রাহঃ এর সাথে ওহিদ সাহেবের কথোকপথন।) ---------- ১১৪

লেখকের কথা

ইসলামের স্বীকৃত বিষয়গুলো নিয়ে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত কোনটিই এই আক্রমণ থেকে মুক্ত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো, সন্দেহ তৈরির এ কাজটি করা হচ্ছে সংস্কার ও গবেষণার নামে। ইসলাম নিয়ে রিসার্চের নামে সাধারণ মানুষকে ভুল তথ্য দেয়া হচ্ছে। এভাবে ইসলামের মূল স্রোত থেকে আমরা দূরে সরে পড়ছি। সেই সাথে মূর্খদের হাস্যকর গবেষণার বেড়াজালে ইসলামের স্বীকৃত ও ঐকমতের বিষয়গুলোতেও সন্দেহ দানা বাঁধছে। গবেষণার নামে কৌশলে বিভিন্ন অপব্যাখ্যাকে ইসলাম হিসেবে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ইসলামের ঐকমতে র বিষয়গুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করার ক্ষেত্রে দু'টি জামাত অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ১. সালাফী ২.আহলে হাদীস। মৌলিকভাবে এদের চিন্তা-ধারা এক হলেও অনেক বিষয়ে তারা দ্বিমত রাখে। প্রায় দু'বছর আগে সংক্ষেপে এদের একটা পরিচয় লিখেছিলাম। *সালাফী অর্থ হলো, যার আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট হয়েছে। আর আহলে হাদীস মানে হলো, যার আকিদা ও ফিকহ দু'টোই নষ্ট হয়েছে।* বাস্তবতা হলো, অধিকাংশ সালাফী ফিকহী বিষয়ে বেশ উদার। ফিকহের ক্ষেত্রে মাজহাব অনুসরণ করলেও তাদের বিশেষ অসুবিধা নেই। কিন্তু আকিদার ক্ষেত্রে তারা তাদের ভ্রান্ত আকিদা প্রচারে সোচ্চার। আহলে হাদীসরা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। মাজহাব ও ফিকহী বিষয়ে কঠোর। সেই সাথে আকিদার ক্ষেত্রে তারা সালাফীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

আকিদা থেকে শুরু করে বিভিন্ন আমলের ক্ষেত্রে বর্তমানের সালাফী ও আহলে হাদীসগণ সাধারণ মানুষকে সংশয়ে ফেলে দিচ্ছে। স্বীকৃত বিষয়গুলো প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিভিন্ন অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। অবাক করার বিষয় হলো, বর্তমানের সালাফীরা অনেক ক্ষেত্রে তাদের পূর্বসূরী ইমামদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। তাদের অনুসরণীয় ইমামগণ অনেক বিষয়ের স্বীকৃতি দিলেও তারা নির্দ্বিধায় অস্বীকার করে।

বুজুর্গদের কারামত বা অলৌকিক বিষয়ে আহলে সুন্নতের সকলেই একমত। কারামাতুল আউলিয়া হাক্কুন। ওলীদের কারামত সত্য। এটি আহলে সুন্নতের সর্বজন স্বীকৃত একটি মূলনীতি। আহলে হাদীস সালাফীদের অনুসরণীয় আলেমগণ এটির স্বীকৃতি দিলেও বর্তমানের সালাফীরা এই মূলনীতি থেকে যোজন-যোজন দূরে। তারা শুধু কারামত অস্বীকার করেই ক্ষ্যান্ত হয়নি। কারামতে যেহেতু অলৌকিক বিষয় থাকে। একারণে কারামতকেই শিরক বানিয়ে দিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ।

এদের এই ধৃষ্টতাপূর্ণ ভ্রান্তির উপর বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। সময়ের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় ইন্টারনেটে এ বিষয়ে কিছু লেখা-লেখি করেছিলাম। আমাদের প্রিয় ইঞ্জিনিয়ার আহনাফ ভাই লেখাগুলি এক জায়গা করেছেন। অনেক মেহনত করে বিন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তাকে সর্বোত্তম

প্রতিদান দান করুন। সালাফী ও আহলে হাদীসরা সাধারণ মানুষকে একটা বিষয়ে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। তারা বলে, কুরআন-হাদীসে কারামত থাকলে মানবো। অন্য কোথাও থাকলে মানবো না। এটি তাদের নিজস্ব বানানো মূলনীতি। আমরা জানি না, তারা এই ভ্রান্ত মূলনীতি কোথায় পেয়েছে। এই মূলনীতি কে বানিয়েছে আল্লাহ ভালো জানেন। তাদের এই ভূল মূলনীতিকে সামনে রেখেই কারামতগুলো আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন এবং রাসূল স. এর হাদীসে অসংখ্য কারামত রয়েছে। পরবতর্ী সংস্করণে ইনশা আল্লাহ সেগুলো সংযুক্ত করে দেয়ার চেষ্টা করবো।

অবশেষে দুয়া করি, আল্লাহ তায়ালা এক্ষুদ্র খেদমতকে কবুল করেন। যারা সাধারণ মানুষের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে সংশয়-সন্দেহে ফেলে দিচ্ছে, তাদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমাদের সকলকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর অটল-অবিচল রাখুন। সাহাবায়ে-কেরাম ও সালাফে-সালেহীনের পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে মুসলমানদের জামাতের সাথে একতাবদ্ধ থাকার তৌফিক দান করুন। বিচ্ছিন্নতা ও মুসলমানদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি থেকে হেফাজত করুন।

আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

- ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

সংকলকের কথা

বাংলা ভাষায় ‘কারামত’ সম্পর্কে একটি সতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ কিতাবের প্রয়োজন অনেক আগের থেকেই ছিলো। বিশেষ করে বর্তমানে সহীহ আক্বীদার নাম দিয়ে যখন পরক্ষ ভাবে কারামতকে অস্বিকার করে আল্লাহ ওয়ালাদের কারমতকে শির্কি ফতোয়া দেওয়া হচ্ছিলো তখনতো এ ধরণের কিতাবের প্রয়োজন গ্রীষ্মের দুপুরে এক গ্লাস ঠান্ডা পানির মত।

আল্লাহ তায়ালা বাংলাদেশের তরুন মেধাবী আলেম শায়খ ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী হাফিযাহুল্লাহ এর এলমের মধ্যে বরকতকে বাড়িয়ে দিন। তার লেখা কারামত সম্পর্কিত বিভিন্ন নোটে কারামতের মৌলিক আলোচনাগুলো দালিলিক ভাবে এসে পড়েছে। এগুলোকে বিন্যস্থ করে সংকলন করায় সংকলনটি একটি কিতাবে রুপ নেয়। এরপর শায়েখের অনুমতি ক্রমে আরো কিছু দালায়িল সংযোজন করা হয়েছে কিতাবটিতে।

এ কিতাবটির সামনের সংস্করণে কারামতের আরো কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং প্রতিটি বিষয়কে আরো দলিল সমৃদ্ধ করা হবে ইনশাআল্লাহ।

- আহ্নাফ বিন আলী আহ্মাদ

ভূমিকাঃ

আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় বান্দাদেরকে তার অসংখ্য নিয়ামত অবলোকন করান। কখনও সেগুলো সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশিত হয়, কখনও গোপন থাকে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যেসব অলৌকিক ঘটনা বা অপ্রাকৃতিক বিষয় প্রকাশ করেন, সেগুলোকে কারামত বলা হয়। কারামত কখনও বান্দার নিজস্ব ক্ষমতা বা ইচ্ছায় সংঘঠিত হয় না। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও তার ক্ষমতায় বান্দার হাতে কারামত প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে বান্দা উপলক্ষ মাত্র। মূল ক্ষমতা ও ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার। কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃত অর্থে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়, এবং তার থেকে অস্বাভাবিক কোন কারামত প্রকাশিত হয়, তবে এটা অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে বর্ণিত কারামতের সত্যতা যাচাই করাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে সংগঠিত কারামত হোক, কিংবা ঐতিহাসিক সূত্রে বর্ণিত হোক, কারামতে বিশ্বাস স্থাপন আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মৌলিক আকিদার একটি অংশ। কেউ যদি বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী হয়ে কারামত অস্বীকার করে তাহলে সে শুধু আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত থেকে বের হবে না, সেই সাথে ইমানহারা হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহে অসংখ্য কারামত বর্ণিত হয়েছে। মৌলিকভাবে কারামত অস্বীকারের অর্থ হল কুরআন ও হাদীসের এসব ঘটনা অস্বীকার করা। কারামত থেকে শিরক অনুসন্ধানের চেষ্টাও একটি ইমান বিধ্বংসী প্রয়াস।

সাধারণ কারামতকে শিরক আখ্যা দিয়ে কাউকে মুশরিক বললেই বিষয়টি শেষ হয় না, হুবহু একই পর্যায়ের ঘটনা বা এর চেয়েও অস্বাভাবিক ঘটনা কুরআন ও হাদীসে থাকতে পারে। একজন সাধারণ বুজুর্গের একটি করামতকে শিরক আখ্যা দিয়ে তাকে যদি মুশরিক বলেন, তাহলে এর চেয়েও অস্বাভাবিক যেসব ঘটনা কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে কেন শিরক বলেন না? একজন সাধারণ বুজুর্গের কারামত কোন কিতাবে উল্লেখ করাকে কেন্দ্র করে যদি উক্ত কিতাবের লেখককে শিরকের অপবাদ দেন, কারামত চর্চার অপবাদ দেন, তাহলে কুরআন ও হাদীস কীভাবে এই অপবাদ থেকে মুক্ত থাকে? কোন সুনির্দিষ্ট কিতাবে কারামত উল্লেখের কারণে সেটাকে যদি শিরকের উৎস বলা হয়, তাহলে এর চেয়ে অস্বাভাবিক কারামত যেই কুরআন ও হাদীসে রয়েছে, সেটা কি তাদের শিরকের অপবাদ থেকে মুক্ত থাকে? নাউযুবিল্লাহ, কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব বিশ্লেষণ করতে গিয়েও আমাদের গা শিউরে উঠে। অনেকেই হয়ত প্রশ্ন কররবেন, দেওয়ানবাগী বা আটরশির ভন্ডপীরের নামেও তো অনেক কারামতের কথা শোনা যায়, এগুলোও কি বিশ্বাস করতে হবে?এর উত্তর আল্লামা আমিন সফদর রহ. এর ভাষায় শুনুন: "ওহিদ সাহেব বললেন, মানুষ বুযুর্গদের নামে বিভিন্ন মিথ্যা ও মনগড়া ঘটনা তৈরি করে থাকে। এগুলো কী গ্রহণযোগ্যতা আছে?আমি বললাম, কোথায় মিথ্যা বানানো হয়নি? মানুষ মিথ্যা খোদা বানিয়েছে।মিথ্যা নবি বানিয়েছে। মিথ্যা হাদিস তৈরি করেছে। বাজারে জাল টাকা বানিয়েছে। আপনি

কি শুধু মিথ্যা খোদাকেই অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য খোদাকেও? শুধু মিথ্যা নবীকে অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য নবীকেও? শুধু জাল হাদিস থেকে বেঁচে থাকবেন না কি সহিহ হাদিস থেকেও। জাল নোট থেকে বাঁচতে গিয়ে আসল নোট ব্যবহারও ছেড়ে দিবেন? কারামতের ক্ষেত্রেও আপনাকে মিথ্যা ঘটনা মানতে কে বলেছে? মিথ্যা ঘটনা থাকার কারণে সত্য ঘটনাও অস্বীকার করবেন কোন যুক্তিতে?"

কোন কিতাবে প্রসিদ্ধ কোন বুজুর্গের কারামত বর্ণিত হলে সেটাকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দেয়ার অর্থ হল কুরআন ও হাদীসকেও কুফুরী শিরকের উৎস বলা। হ্যা, কারামত বর্ণিত হলে সেটার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, কিন্তু কারামতে গায়েবের কোন বিষয়, অস্বাভাবিক ক্ষমতা প্রকাশ ইত্যাদির কারণে অমুক গায়েব জানার দাবী করেছে বলে তাকে শিরকের অপবাদ মূর্খতা ছাড়া কিছুই নয়। কারণ কারামত অর্থই হল অলৌকিক ঘটনা। যেসব বিষয় সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত সেগুলোই কারামত। সুতরাং অস্বাভাবিক ঘটনা হলেই সর্বশক্তিমান, বা গায়েব জানার দাবী করেছে বলে অপবাদ দেয়া হলে সকল কারামতই শিরক হবে। কেননা প্রত্যেক কারামতের মাঝেই অস্বাভিবক কুদরত বা গায়েব সংশ্লিষ্ট বিষয় থাকে। কারামত অস্বীকারকারীদের এই মনস্তত্ব অনুযায়ী সকল কারামতই শিরক হতে বাধ্য।

কারামতকে যারা শিরক আখ্যা দেয়, তাদের মনস্তত্ব অনুযায়ী সকল কারামতই শিরক। নাউযুবিল্লাহ। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত কারামত ও অন্যন্য কিতাবে বর্ণিত কারামতের মাঝে তাদের নিকট পার্থক্য এটুকু যে কুরআন ও হাদীসের কারামতকে মুখ ফুটে সরাসরি শিরক আখ্যা দেয় না, কিন্তু অন্যান্য কিতাবের কারামতকে অবলীলায় শিরক আখ্যা দেয়। এছাড়া শিরকের কারণ বর্ণনার ক্ষেত্রে এদুয়ের মাঝে তাদের নিকট কোন পার্থক্য নেই। মোটকথা, তথাকথিত সালাফী ও আহলে হাদীসদের যারা কারামতকে শিরক আখ্যা দেয়, তাদের মনস্তত্ব অনুযায়ী সকল কারামতই শিরক। সেটি কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হোক, কিংবা অন্য কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণিত হোক। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ঐতিহাসিক গ্রন্থে বর্ণিত কারামতকে সরাসরি শিরক বলে কিন্তু সাধারণ মানুষের ভয়ে কুরআন-হাদীসের কারামতকে শিরক বলা থেকে বিরত থাকে। আল্লাহ এসকল কারামত অস্বীকারকারীদেরকে হেদায়াত দান করুন। আমিন।

বর্তমান সময়ে সহীহ আকিদার নামে সমাজে বিভিন্ন ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব ফেতনার মৌলিক একটি বৈশিষ্ট্য হল, এরা কারামত অস্বীকার করে থাকে। কারামত দেখলেই এর মাঝে শিরক খুজতে শুরু করে। বিভিন্ন কৌশলে কারামতকে শিরক হিসেবে চালিয়ে দিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করাই এদের অন্যতম লক্ষ। বিশেষভাবে যার থেকে কারামত প্রকাশিত হয়েছে তাকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দেয়া এদের কাছে খুবই সাধারণ বিষয়। সেই সাথে পরবর্তী কেউ যদি এধরনের কারামত তার কিতাবে লেখে কিংবা তা বর্ণনা করে, তাকেও তারা কুফুরী শিরকের অপবাদ দেয়।

এভাবে কারামতকে কেন্দ্র করে ইসলামের বিখ্যাত ওলী-বুজুর্গকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দিয়ে থাকে।

সহীহ আকিদার ধোয়া তুলে সর্বপ্রথম কারামত অস্বীকার করেছে মোতাজিলা সম্প্রদায়। তাদের অন্যতম একটি আকিদা হল, কোন উম্মত থেকে কখনও কারামত প্রকাশিত হতে পারে না। বাস্তবে মোতাজিলাদের মাঝে এমন কোন ওলী-বুজুর্গ ছিল না যার থেকে কারামত প্রকাশিত হতে পারে। তাদের কারামত অস্বীকারের মৌলিক কারণ ছিল এটি। বর্তমানে মোতাজিলাদের অনুসারী হিসেবে যারা কারামত অস্বীকার করে থাকেন, তাদের বাস্তবতাও এরুপ। হয়ত তাদের মাঝে কারাম প্রকাশিত হওয়ার মত কোন ওলী-বুজুর্গ হয় না, একারণে তারা কারামত দেখলেই সেটার মাঝে কুফুরী-শিরক গন্ধ পায়। মোতাজিলাদের কারামতঅস্বীকারের মনস্তত্ব এবং তথাকথিত সালাফী আহলে হাদীসদের কারামত অস্বীকারের মনস্তত্ব একই।

কারামত আসলে কী?

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা যেসব অলৌকিক ঘটনা বা অপ্রাকৃতিক বিষয় প্রকাশ করেন, সেগুলোকে কারামত বলা হয়। কারামত কখনও বান্দার নিজস্ব ক্ষমতা বা ইচ্ছায় সংঘঠিত হয় না। একমাত্র আল্লাহর ইচ্ছা ও তার ক্ষমতায় বান্দার হাতে কারামত প্রকাশিত হয়। এক্ষেত্রে বান্দা উপলক্ষ মাত্র। মূল ক্ষমতা ও ইচ্ছা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার।

কারামতের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে ইবনে তাইমিয়া রহ. একটা কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম হলো, কাইদাতুন ফিল মু'জিযাত ওয়াল কারামত। এখান থেকে কিছু বিষয় উল্লেখ করছি।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم، والقدرة، والغنى، وإن شئت أن تقول: العلم، والقدرة. والقدرة إما على الفعل وهو التأثير، وإما على الترك وهو الغني، والأول أجود. وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده، فإنه الذي أحاط بكل شيء علما، وهو على كل شيء قدير، وهو غني عن العالمين.

পূর্ণতার গুণটি মূলত: তিনটি বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ১. ইলম, ২. কুদরত (ক্ষমতা) ও ৩. অমুখাপেক্ষিতা। বিষয়টিকে এভাবেও বলা যায়, পূর্ণতা ইলম ও কুদরতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কুদরত দুই প্রকার। কোন একটি কাজ করার ক্ষমতাকে তা'সীর বলে। কোন কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষমতাকে অমুখাপেক্ষিতা বলে। তবে প্রথম শ্রেণি বিভাগটি উত্তম। এই তিনটি গুণ পরিপূর্ণভাবে একমাত্র

আল্লাহ তায়ালার মাঝেই বিদ্যমান। তিনি তাঁর ইলম দ্বারা সমস্ত সৃষ্টিকে বেষ্টন করেছেন, তিনি সব কিছুর উপর সবর্ ক্ষমতার অধিকারী এবং তিনি সমস্ত সৃষ্টি থেকে অমুখাপেক্ষী।

ক্বাইদাতুন ফিল মু'জিযাত ওয়াল কারামত, পৃ.৮

এখানে পরিপূর্ণ ক্ষমতা, জ্ঞান ও অমুখাপেক্ষিতা আল্লাহ তায়ালার জন্য। যাদের হাতে কারামত প্রকাশিত হয়, তাদের কেউ এই বিষয়গুলোর উপর পরিপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী নয়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় কেবল ওলীর হাতে কোন কারামাত প্রকাশিত হতে পারে। কারামত ওলীর নিজস্ব ইচ্ছাধীন কোন বিষয় নয়। সে নিজের ক্ষমতায় কারামত দেখায় না, বরং আল্লাহর ইচ্ছায়, আল্লাহর ক্ষমতায় কারাত প্রকাশিত হয়। সুতরাং ওলীদের কারামত কখনও ইলমের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে। যেমন, কোন ওলী অদৃশ্য কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত হলো। আবার কখনও কারামত ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হতে পারে। যেমন, কোন ওলী অস্বাভাবিক কিছু করলেন, যা অন্যরা করতে পারে না। কারামতের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. আলোচনা করেছেন। আমরা এখানে তাঁর বক্তব্য উল্লেখ করছি।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন-

فَمَا كَانَ مِنْ الْخَوَارِقِ مِنْ " بَابِ الْعِلْمِ " فَتَارَةً بِأَنْ يُسْمِعَ الْعَبْدَ مَا لَا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ . وَتَارَةً بِأَنْ يَرَى مَا لَا يَرَاهُ غَيْرُهُ يَقَظَةً وَمَنَامًا . وَتَارَةً بِأَنْ يَعْلَمَ مَا لَا يَعْلَمُ غَيْرُهُ وَحْيًا وَإِلْهَامًا أَوْ إنْزَالُ عِلْمٍ ضَرُورِيٍّ أَوْ فِرَاسَةٍ صَادِقَةٍ وَيُسَمَّى كَشْفًا وَمُشَاهَدَاتٍ وَمُكَاشَفَاتٍ وَمُخَاطَبَاتٍ : فَالسَّمَاعُ مُخَاطَبَاتٌ وَالرُّؤْيَةُ مُشَاهَدَاتٌ وَالْعِلْمُ مُكَاشَفَةٌ وَيُسَمَّى ذَلِكَ كُلُّهُ " كَشْفًا " وَ " مُكَاشَفَةً " أَيْ كَشَفَ لَهُ عَنْهُ

"ইলমের সাথে সংশ্লষ্টি কারামত হলো সসেমস্ত অস্বাভাবিক বিষয় যা বভিন্নি সময় প্রকাশিত হয় যেমন, কখনও কোন কোন বান্দা এমন কিছু শ্রবণ করে যা অন্যরা করে না, কিংবা কখনও স্বপ্নে বা জাগ্রত অবস্থায় এমন জিনিস দেখে, যা অন্যরা দেখে না, অথবা ওহী বা ইলহামের মাধ্যমে কখনও এমন জিনিস অবগত হয়, যা অন্যরা জানে না, অথবা তার উপর আবশকীয় ইলম অবতীর্ণ হয়, অথবা সত্য ফিরাসাত যাকে কাশফ ও মোশাহাদা বলা হয়, সমষ্টিগতভাবে এগুলোকে কাশফ ও মুকাশাফা বলে অর্থাৎ তার নিকট উন্মোচিত করা হয়েছে"

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-৩১৩]

কুদরত বা ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট কারামত সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وما كان من باب القدرة فهو التأثير، وقد يكون همة وصدقًا ودعوة مجابة، وقد يكون من فعل الله الذي لا تأثير له فيه بحال،

ক্ষমতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারামত হলো, সৃষ্টির মাঝে ক্ষমতা প্রদর্শন। এটি কখনও ওলীর ইচ্ছাপূরণ, কথা সত্য প্রমাণিত হওয়া বা দুয়া কবুলের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। কখনও এটি এমনভাবে প্রকাশিত হয় যে, সেখানে ওলীর নিজস্ব কোন ক্ষমতা বা হাত থাকে না। যেমন, ওলীর শত্রু মারা গেল।

মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.১১, পৃ.৩১৩।

কাশফ ও ইলম সংক্রান্ত কারামতের উদাহরণ দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فمثل قول عمر في قصة سارية، وإخبار أبي بكر بأن ببطن زوجته أنثى، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلًا، وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام

নবীগণ ব্যতীত অন্যদের জন্য কাশফ ও ইলমের ক্ষেত্রে কারামতের উদাহরণ হলো, হযরত উমর রা. হযরত যারিয়া ইবনে হাযাম রা. কে দূর থেকে সম্বোধন, হযরত আবু বকর রা. সন্তান জন্মের পূর্বে বলেন যে, তাঁর স্ত্রীর পেটে কন্যা সন্তান, হযরত উমর রা. বলেন, তার পরবর্তী বংশধর একজন ন্যায়পরায়ণ হবে এবং হযরত মুসা আ. এর সঙ্গে হযরত খিযির আ. এর ঘটনা।

ক্বাইদাতুন ফিল মু'জিযাত ওয়াল কারামাত, পৃ.১৯

কারামত অস্বীকার করে কারা?

১. সালাফীদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فقالت طائفة: لا تخرق العادة إلا لنبي، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة، والكهان، وبكرامات الصالحين، وهذه طريقة أكثر المعتزلة، وغيرهم كأبي محمد بن حزم، وغيره

একদল বলেছে কোন নবী ব্যতীত অন্যদের হাতে অপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটবে না। তারা যাদুকর, গণক ও নেককার বুযুর্গদের হাতে সংগঠিত সকল অপ্রাকৃতিক ঘটনা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। এটি অধিকাংশ মু'তাজিলা, ইবনে হাজাম যাহেরী ও অন্য কিছু লোকের মতবাদ।

দেখুন, আন-নুবুয়াত, পৃ.৫, মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.১৩, পৃ.৯০

নিচের স্ক্রিন শটটি লক্ষ করুন।

خوارق السحرة والكهان، وبكرامات الصالحين.

وهذه طريقة أكثر المعتزلة[1]، وغيرهم؛ كأبي محمد بن حزم[2]، وغيره[3].

---

(١) المعتزلة: سموا بذلك لاعتزال رئيسهم واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري. وقيل: لاعتزالهم قول الأمة في دعواهم أنَّ الفاسق من أمة الإسلام لا مؤمن ولا كافر. والأول أرجح.

ولهم أصول خمسة اشتهروا بها، هي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر المعروف والنهي عن المنكر.

انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: ص٢٠، ١١٤، و«الملل والنحل» للشهرستاني: (١/ ٤٣)، و«خطط المقريزي»: (٢/ ٣٤٥)، و«البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان»: ص٤٩.

(٢) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسيّ الأصل، الأموي مولاهم، القرطبي الظاهري. قال عنه الذهبي: (الإمام الأوحد، البحر ذو الفنون والمعارف، أبو محمد). وُلد بقرطبة في سنة ٣٨٤هـ، وتوفي سنة ٤٥٦هـ.

انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي: (١٨/ ١٨٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد: (٣/ ٢٩٩).

ولأبي محمد بن حزم قول في أنَّ الخوارق لا تظهر على يد غير الأنبياء.

يقول: (... وأنَّ المعجزات لا يأتي بها أحدٌ إلا الأنبياء ﷺ. قال عزَّ وجل: ﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [غافر: ٧٨]...). «المحلى» لابن حزم: (١/ ٣٦).

وانظر: «الفصل» له: (٥/ ٢ ـ ٤، ٨)، و«الدر فيما يجب اعتقاده» له: ص١٩٢.

(٣) مثل أبي عبد الله الحليمي. انظر: «المواقف في علم الكلام» للإيجي: ص٣٧٠، و«لوامع الأنوار» للسفاريني: (٢/ ٣٩٤).

وقال الإيجي في «المواقف» عن الكرامات: (وهي جائزة عندنا خلافًا للأستاذ أبي إسحاق، والحليمي منّا، وغير أبي الحسين من المعتزلة).

وأبو إسحاق الإستراباذي من أصحاب الشافعي. انظر: «تفسير القرطبي»: (٧/ ٣٢).

وأبو منصور الماتريدي. انظر: «كتاب السحر بين الحقيقة والخيال» لناصر بن محمد الحمد: ص٣٨.

١٣٠

ইমাম আব্দুল গাহের বাগদাদী রহ. বলেন,

وأنكرت القدرية كرامات الأولياء لأنهم لم يجدوا في أهل بدعتهم ذا كرامة

কাদেরিয়া ফেরকা ওলীদের কারামত অস্বীকার করেছে। কেননা এই বেদয়াতীরা নিজেদের মধ্যে কারামতের অধিকারী কাউকে দেখেনি।

উসুলুদিদ্দীন, পৃ.১৭৫

আব্দুল কাহের বাগদাদী রহ. এর এ বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে কাদেরিয়া ফেরকার মধ্যে কোন বুযুর্গ ছিল না, এবং তারা কেউ কারামতের অধিকারী হয়নি বলেই তারা এগুলো অস্বীকার করে থাকে। আমাদের আহলে হাদীস ও সালাফী ভাইদেরও বোধ হয় একই অবস্থা। এদের মধ্যে হয়তো কোন দিন কেউ বুযুর্গের স্তরেই উন্নীত হয়নি, এজন্যই এরা কারামতকে অস্বীকার করে। শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহ. শুরুর দিকে সালাফী মতবাদে প্রভাবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন আফগান জিহাদে এসে কারামত প্রত্যক্ষ করেন, তিনি রীতিমত কারামতের উপর একটি বই লিখেছেন। আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, আফগান মুজাহিদগণের কারামত সম্বলিত একটি কিতাব।

৩. ইবনে হাজার আল-হাইতামী মক্কী রহ. বলেন,

كرامات الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة خلافاً للمخاذيل المعتزلة والزيدية

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের নিকট ওলীদের কারামত সত্য। মু'তাজিলা ও যায়দী শিয়াদের মতবাদ হলো এরা কারামত অস্বীকার করে।

আল-ফাতাওয়াল হাদিসিয়্যা, পৃ.১০৭-১০৮। দারুল মা'রেফা, বৈরুত।

আমাদের দেশে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বহির্ভূত একদল বস্তুবাদীদের আবির্ভাব হয়েছে, যারা কুরআন-হাদীস অনুসরণের ছদ্মবেশে কারামতকে কুফুরী-শিরকী হওয়ার মতো জঘন্য বিষয় সমাজে প্রচার করছে। এরা নিজেদেরকে আহলে হাদীস ও সালাফী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকে। কারামত অস্বীকারকারী এই বস্তুবাদী দলটি বিভিন্ন সময়ে তাদের খোলস পরিবর্তন করেছে। কারামত বিষয়ে বর্তমানের সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইয়েরা তাদের অসুরর্ণীয় আলেমদের থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করেছে। এরা নিজেদেরকে ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ. ও মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর অনুসারী হিসেবে প্রকাশ করে থাকে। অথচ কারামত বিষয়ে এদের থেকে মুক্ত হয়ে অনেক ক্ষেত্রে এসব শায়খদেরকেও কুফুরী-শিরকের অপবাদ দিচ্ছে। বস্তুপূজারী এই ভয়ংকর ফেতনাটি এতটা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে, আফগান মুজাহিদদের বিশ্বস্ত

কারামতকেও এরা হাশি-তামাশার বস্তু বানিয়েছে। এদের এই অবস্থানটি বস্তুবাদ ও নাস্তিকতার পূর্বলক্ষণ। কেননা, যেসব ঘটনাকে তারা কুফুরী-শিরকী আখ্যা দিচ্ছে, হুবহু একই ধরনের ঘটনা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে। সুতরাং এসব ঘটনাকে কুফুরী শিরকী বলার অর্থ কুরআন ও হাদীসকে পরোক্ষভাবে কুফুরী শিরকী বলা। যেটা পরোক্ষ নাস্তিকতার একটি অংশ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. একটি কারামত উল্লেখ করেছেন। এক ব্যক্তির গাধা মৃত্যুবরণ করলে সে আল্লাহর কাছে দুয়া করার পর সেটি আল্লাহ তায়ালা জীবিত করে দেন। এখন আমাদের এই আহলে হাদীস ভাইদের নিকট এটি কুফুরী। এটি যদি কুফুরী হয়, তাহলে পবিত্র কুরআনে হযরত উযাইর রা. এর গাধা জীবিত হওয়ার ঘটনা কুফুরী নয় কেন? উভয়ের মাঝে পার্থক্যটা কী?

এর দ্বারা বোঝা গেল, যায়দী শিয়া, মু'তাজেলা ও কাদেরিয়া ফেরকারা কারামত অস্বীকার করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তথাকথিত তাউহীদবাদী আহলে হাদীস ও সালাফী। আসুন এবার জেনে নেই কারামত স্বীকার করে কারা।

কারামতের স্বীকৃতি দেয় কারা?

১. ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء ، ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سائر الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذ ه الأمة من االصحابة و التابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلي يوم القيامة

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের একটি মূলনীতি হলো, তারা ওলীদের কারামত সত্যায়ন করে। এই কারামতগুলো আল্লাহ তায়ালা অস্বাভাবিক বিষয় হিসেবে ওলীদের মাধ্যমে সংগঠিত করেন। কারামতগুলো বিভিন্নধরনের ইলম, কাশফ, অস্বাভাবিক ক্ষমতা ও প্রভাব ইত্যাদি আকারে প্রকাশিত হয়। এটি পূর্ববর্তী সকল উম্মত থেকেও বর্ণিত। যেমন সূরা কাহাফ ও অন্যান্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে।মুহাম্মাদ স. এর উম্মতের মাঝে যারা প্রথম যুগের রয়েছেন তাদের থেকেও অনেক কারামত বর্ণিত হয়েছেন। সাহাবা, তাবেয়ীন ও পরবর্তী সকল যুগ। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহের মাঝে কারামত সংগঠিত হতে থাকবে।

মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.৩ পৃ.১৫৬

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন,

ومن نظر فى سيرة القوم بعلم وبصيرة ، وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقيناً أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ، لا كان ولا يكون مثلهم ، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة ، التى هى خير الأمم وأكرمها على الله تعالى .

ومن أصول أهل السنة والجماعة : التصديق بكرامات الأولياء ، وما يجرى الله على أيديهم من خوارق العادات ، فى أنواع العلوم والمكاشفات ، وأنواع القدرة والتأثيرات ، كالمأثور عن سالف الأمم فى سورة الكهف وغيرها ، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة ، وهى موجودة فيها إلى يوم القيامة .

١٥٦

ইবনে তাইমিয়া রহ. আরও বলেন,

فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ هُمْ الْمُقْتَدُونَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ بِهِ وَيَنْتَهُونَ عَمَّا عَنْهُ زَجَرَ ؛ وَيَقْتَدُونَ بِهِ فِيمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوهُ فِيهِ فَيُؤَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَتِهِ وَرُوحٍ مِنْهُ وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِ وَلَهُمْ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقِينَ . وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كَرَامَاتُهُمْ لِحُجَّةِ فِي الدِّينِ أَوْ لِحَاجَةِ بِالْمُسْلِمِينَ كَمَا كَانَتْ مُعْجِزَاتُ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهُ إنَّمَا حَصَلَتْ بِبَرَكَةِ اتِّبَاعِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"মুত্তাকী ওয়ালী আল্লাহগণ যারা রাসূল (সঃ) এর একনিষ্ঠ অনুসারী, রাসূল (সঃ) যা আদেশ করেছেন, তা পালন করে এবং রাসূল (সঃ) যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে, এবং তাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ে আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন সেসমস্ত বিষয়ে আনুগত্য করে, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেন, এবং তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা নূর দান করেন। তাদের বিভিন্ন কারামত রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুত্তাকী ওলীদেরকে সম্মানিত করেন। শ্রেষ্ঠ ওলী আল্লাহদের কারামত দ্বীনের জন্য হুজ্জত কিংবা মুসলমানদের প্রয়োজনে প্রকাশিত হয়, যেমন নবীদের মু'জিযা প্রকাশিত হয়। ওলী আল্লাহদের কারামত মূলতঃ নবী কারীম (সঃ) এর অনুসরণের বরকতে হাসিল হয়"

[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২৭৪]

২. জামালুদ্দিন গজনভী হানাফী রহ. বলেন,

ظهور كرامات الأولياء على طريق نقض العادة وخرقها جائز ، لأنه في قدرة الله تعالى ممكن ، وليس فيه وجه من وجوه الاستحالة ، ويجوز أنْ الله تعالى أكرم ولياً بكل آية يخصه ، بذلك ثبت بالكتاب والسنة

স্বাভাবিক নিয়মের বাইরে অপ্রাকৃতিক কোন কারামত সংগঠিত হওয়া সম্ভব। এগুলো আল্লাহর ক্ষমতায় সংগঠিত হয় বিধায় তা ঘটা সম্ভব।কারামত সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে অসম্ভব কোন কারণ নেই। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক ওলীকেই স্বতন্ত্র কারামত দ্বারা সম্মানিত করতে পারেন। কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা বিষয়টি এমনই প্রমাণিত হয়েছে।

উসুলুদ্দিন, পৃ.১৬২-১৬৩, দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়া, বয়রুত, লেবানন।

৩. ইমাম শাতবী রহ. আল-মুয়াফাকাতে লিখেছেন,

إنّ جميع ما أعطيته هذه الأمة من المزايا والكرامات والمكاشفات والتأييدات وغيرها من الفضائل ، إنما هي مقتبسة من مشكاة نبينا

আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, কারামত, কাশফ ও অদৃশ্যভাবে সাহায্য ইত্যাদি ফযিলত দান করেছেন। এগুলো সব মূলত: রাসূল স. এর নবুওয়াতের আলো থেকে গৃহীত।

আল-মুয়াফাকাত, খ.২, পৃ.১৯৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বয়রুত।

৪. ইমাম নববী রহ. বলেন,

ومنها إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্যতম আক্বিদা হলো ওলীদের কারামতের সত্যায়ন করা। এটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের মাযহাব। মু'তাজেলারা এর বিপরীত মতবাদ পোষণ করে।

শরহু মুসলিম, খ.১১, পৃ.১০৮

কারামত সম্পর্কে সালাফী আলেমদের বক্তব্য:

বর্তমান সময়ের সালাফীরা কথায় কথায় অন্যদেরকে কাফের মুশরিকের ট্যাগ লাগালেও তাদের অনুসরণীয় আলেমরা কিন্তু কারামত চর্চা করে থাকেন। পরবর্তী আলোচনায় সালাফীদের অনুসরণীয় আলেমদের দু'একটি কারামত উল্লেখ করবো। আসুন এবার দেখা যাক সালাফী আলেমরা কারামত সম্পর্কে কী বলেন।

১. সালাফীদের ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী বলেন,

وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله - تعالى - شيئاً ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله

আমি ওলীদের কারামত ও কাশফ স্বীকার করি। তবে তারা একমাত্র আল্লাহর কোন হক্বের অধিকারী হবে না। তাদের কাছে এমন কিছু চাওয়া যাবে না যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সম্ভব।

মাজমুউ মুয়াল্লাফাতিশ শায়খ, খ.৫, পৃ.১০

তিনি ওলী ও বুযুর্গদের হক আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

الواجب عليهم حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال

তাদের উপর কর্তব্য হলো তারা নেককার বুযুর্গদের মহব্বত করবে, তাদের অনুসরণ করবে, তাদের কারামতের স্বীকৃতি প্রদান করবে। বেদয়াতী ও পথভ্রষ্টরাই কেবল ওলীদের কারামত অস্বীকার করে।

মাজমুয়াতু মুয়াল্লাফাতিশ শাইখ, খ.৪, পৃ.২৮২।

২. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ বলেন,

ولا ننكر كرامات الأولياء، ونعترف لهم بالحق وأنهم على هدى من ربهم مهما ساروا على الطريق الشرعية والقوانين المرعية

আমরা ওলীদের কারামত অস্বীকার করি না। আমরা তাদের কারামতকে সত্য বলে স্বীকার করি। আমরা বিশ্বাস করি তারা যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়তের বিধি-বিধান ও নিয়মের মাঝে থাকবেন, তারা আল্লাহর প্রেরিত হেদায়াতের উপর রয়েছেন।

আদ-দুরারুস সুন্নিয়া, খ.১, পৃ.১২৮।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ঃ

আলোচনার পূর্বে একটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে, শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী ব্যক্তিই কেবল আল্লাহর ওলী হতে পারে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে যারা রাসূল স. এর সুন্নাহের অনুসারী এবং শরীয়তের বিধি-বিধান পুংখানু পুংখরূপে পালন করে কেবল তারাই বুযুর্গ ও ওলী হতে পারে। বে-শরা পীর, ফকির, মাজারপূজারী, কবরপূজারী, গাজাখোর, ও বিভিন্ন মাজারের বাবারা কখনও পীর নয়। এরা ইসলাম ও মুসলমানদের মাঝে ওলীর ছদ্মবেশে শয়তানী কাজ-কর্ম পরিচালনা করছে। সুতরাং এদেরকে ওলী মনে করে নিজের দীনকে জলাঞ্জলি দিবেন না। আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ ভন্ডদের তালিকায় রয়েছে, মাইজভান্ডারী, তরিকত ফেডারেশন, আটরশি, এনায়েতপুরী, চন্দ্রপাড়া, সুরেশ্বরী, রাজারবাগ, কুতুববাগ ও আনাচে-কানাচে গজিয়ে মাজার ব্যবসায়ী বাবারা। এদের অধিকাংশের বিশ্বাস ও কর্ম এতটা জঘণ্য যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা ইসলাম থেকে বের হয়ে মুশরিক হয়ে যায়। সুতরাং এই যামানার ভন্ড, বেশরা পীর ফকিরদের দিয়ে পৃকত ওলীদেরকে মাপবেন না। বরং প্রকৃত আল্লাহর ওলীরা জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে রাসূল স. এর সুন্নত ও শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসরণ করে। যে যতো বেশি শরীয়তের অনুসারী করে সে তত বড় পীর। শরীয়তের

বাইরে কোন পীর নেই, কোন ওলী। রাসূল স. এর সুন্নাহের বাইরে কোন বুযুর্গী নেই। যারা শরীয়ত ও সুন্নত না মেনে পীর-বুযুর্গ হওয়ার দাবী করে, তারা কখনও ওলী নয়, ওলী হতেও পারে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলঃ

অনেক ভন্ড লোকও তো কারামতের দাবী করে? সত্য ও ভন্ডদের কারামতের মাঝে পার্থক্য কীভাবে করব?

উত্তর: অস্বাভাবিক ঘটনা যে কারও হাতেই ঘটতে পারে। এমনকি দাজ্জালের হাতেও অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটবে। সে মৃতকে জীবিত করবে। একইভাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান এদের হাতেও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে পারে। অনেকেই জীন বশীভূত করে এধরনের ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। অনেক ভন্ড যেমন, দেওয়ানবাগী, সুরেশ্বরী, আটরশি, চন্দ্রপাড়া, মাইজভান্ডারীরা অনেক করামাতের দাবী করে। কোনটি কারামত আর কোন ভেল্কিবাজী ও শয়তানের কর্মকান্ড, সেটা বোঝার মানদন্ড হল, যে ব্যক্তি থেকে কারামত প্রকাশিত হচ্ছে, সে কুরআন-সুন্নাহের অনুসারী কি না? সে যদি শরীয়তের পরিপূর্ণ অনুসারী হয়,তাহলে তার নিকট থেকে প্রকাশিত কারামতকে কারামত গণ্য করা হবে।

এ বিষয়ে ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন,

" خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء ، كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام ، وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة "

অর্থ: কখনও যিন্দিক বা ধর্মদ্রোহীদের থেকে ভেল্কিবাজীর মাধ্যমে বিভন্ন অপ্রাকৃতিক বিষয় প্রকাশিত হতে পারে। একইভাবে সত্যবাদী বুজুর্গদের থেকে কারামত প্রকাশিত হয়। তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য করা হয় কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণ দ্বারা। (অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহের অনুসারী হলে, সেটি কারামত, নতুবা সেটি পরিত্যাজ্য)

[ফাতহুল বারী, খ.১২, ৩৮৫]

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

" تجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله : أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور ، أو بعض التصرفات الخارقة للعادة ، مثل أن يشير إلى شخص فيموت ؛ أو يطير في الهواء إلى مكة ، أو غيرها ، أو يمشي على الماء أحيانا ؛ أو يملأ إبريقا من الهواء ؛ أو ينفق بعض الأوقات من الغيب ، أو أن يختفي أحيانا عن أعين الناس ؛ أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته ؛ أو يخبر الناس بما سرق لهم ؛ أو بحال غائب لهم ، أو مريض ، أو نحو ذلك من الأمور .

وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله . بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ، أو مشى على الماء ، لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وموافقته لأمره ونهيه .

وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور ؛ وهذه الأمور الخارقة للعادة - وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله - فقد يكون عدوا لله ؛ فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين ، وتكون لأهل البدع ، وتكون من الشياطين .

فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله ؛ بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة ، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن ، وبحقائق الإيمان الباطنة ، وشرائع الإسلام الظاهرة " .

অর্থ: অনেককে দেখতে পাবে, তাদের নিকট কেউ ওলী বা বুজুর্গ হওয়ার মানদন্ড হল, তাদের কাছ থেকে কিছু কাশফ প্রকাশিত হওয়া। অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনা সংঘঠিত হওয়া। যেমন, কারও দিকে ইঙ্গিত করলে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করা। অথবা বাতাসে উড়ে মক্কায় বা অন্য কোথাও যাওয়া । অথবা কখনও পানির উপর হাটা। বাতাস থেকে পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করা। অদৃশ্য থেকে টাকা-পয়সা এনে খরচ করা। অথবা হঠাৎ মানুষের চোখ থেকে অদৃশ্য হওয়া। **অথাব তার অনুপস্থিতে কিংবা তার মৃত্যুর পরে তাকে কেউ ডাক দিলে উপস্থিত হওয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রয়োজন পুরণ করা। মানুষের চুরি হয়ে যাওয়া জিনিসের সংবাদ বলে দেয়া।** অদৃশ্য কোন বিষয়ের বর্ণনা দেয়া। অসুস্থ কারও সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। ইত্যাদি।

এগুলোর কোনটি সংগঠিত হওয়া কখনও এটা প্রমাণ করে না যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর ওলী। বরং সমস্ত ওলী-বুজুর্গ এ বিষয়ে একমত যে, কেউ যদি বাতাসে উড়ে, পানির উপর চলে তাহলে দেখতে হবে, সে রাসূল স. এর প্রকৃত অনুসারী কি না? শরীয়তের প্রকাশ্য বিধি-বিধান সে অনুসরণ করছে কি না? যদি এগুলো না থাকে তাহলে তার মাধ্যমে ধোকায় পড়া যাবে না। ***ওলীদের কারামত এসব বিষয় থেকে অনেক বড়।*** এধরনের অস্বাভাবিক বিষয় যার থেকে প্রকাশিত হয়, সে কখনও আল্লাহর ওলী হতে পারে, আবার আল্লাহর শত্রুও হতে পারে। কেননা এধরনে বিষয় অনেক কাফের, মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুনাফিক থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অনেক বিদয়াতী থেকে এগুলো প্রকাশিত হয়। কখনও এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

সুতরাং এই ধারণা করা সমীচিন নয় যে, এধরনের কোন ঘটনা কারও থেকে প্রকাশিত হলেই সে আল্লাহর ওলী। বরং কোন ব্যক্তিকে তার গুণাবলী, কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণের দ্বারা আল্লাহর ওলী গণ্য করা হবে। ইমানের নূর ও কুরআনের নূর দ্বারা তাদেরকে চেনা সম্ভব। এবং বাতেনী ইমানের

হাকিকত দ্বারা তাদের বাস্তবতা অনুধাবন করা হয়। সেই সাথে প্রকাশ্য শরীয়তের বিধি-বিধান ওলী হওয়ার অপরিহার্য অংশ।

[মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া, খ.১১, পৃ.২১৩]

আমাদের দেশের যেসব বিদয়াতীরা কারামতের দাবী করে, তাদের সকলেই প্রকাশ্য শরীয়ত বিরোধী হারাম ও গর্হিত কাজে লিপ্ত । সুতরাং এদের থেকে বাস্তবে কোন অস্বাভাবিক কাজ প্রকাশিত হলেও এরা ভন্ড। কখনও এরা বুজুর্গ নয়। এদের থেকে প্রকাশিত অস্বাভাবিক বিষয় কখনও কারামতের মর্যাদা পাবে না।

কারামত অস্বীকার এবং কারামত থেকে কিভাবে কুফুরী শিরকী নির্ণয় করা হয় এর একটি উদাহরণঃ

কারামত অস্বীকার এবং কারামত থেকে কিভাবে কুফুরী শিরকী নির্ণয় করা হয় এর একটি উদাহরণ আমরা আলোচনা করব। হযরত সুলাইমান আ. এর দরবারে বিলকিস আ. এর আগমনের ঘটনা সবারই জানা রয়েছে। হযরত বিলকিস আ. যখন তার রাজত্ব থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, তখন তিনি তার মণি-মুক্ত খচিত অতি মূল্যবান সিংহাসনটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করেন। হযরত সুলাইমান আ. এক মজলিসে তার সভাসদবর্গের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন,

بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي

হে সভাসদ, তাদের অনুগত হয়ে আগমনের পূর্বে তোমাদের মাঝে কে বিলকিসের সিংহাসন এখানে উপস্থিত করতে পারবে?

উত্তরে কু'জন নামের একটি দুষ্ট জিন বলল,

تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن

অর্থ: আপনি বসা থেকে দন্ডায়মান হওয়ার পূর্বে অথবা আপনার সভাসদ শেষ হওয়ার পূর্বে আমি সিংহাসন উপস্থিত করতে পারব। এ কাজে আমি শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত।

সুলাইমান আ. এর একজন বুজুর্গ উম্মত ছিল। অধিকাংশ মুফাসসির তার নাম লিখেছেন, আসিফ ইবনে বারখিয়া। তিনি ছিলেন সিদ্দিকীনদের অন্তর্ভূক্ত। তিনি বললেন,

هَٰذَا مِن فَضْلِ رَبِّي يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن قَالَ

অর্থ: তাদের মাঝে যার কাছে কিতাবের ইলম রয়েছে, সে বলল, আমি আপনার নিকট চোখের পলকে সিংহাসন উপস্থিত করতে পারব।অত:পর, সুলাইমান আ. যখন তার সম্মুখে সিংহাস উপস্থিত পেলেন, তিনি বললেন, এটি আমার প্রভূর বিশেষ অনুগ্রহ। [সূরা নামল, ৩৮-৪০]

এই অস্বাভাবিক ঘটনা বা কারামতটি সুলাইমান আ. এর এক উম্মত আসিফ ইবনে বারখিয়ার হাতে প্রকাশিত হয়েছে। কারামতটিতে হাজার মাইল দূরে একটি রাজ সিংহাসন চোখের পলকে তিনি সুলাইমান আ. এর সামনে উপস্থিত করেছেন। একজন কারামতে বিস্বাসী মু'মিন যখন এধরনের অপ্রাকৃতিক(অসাভাবিক) অলৌকিক ঘটনা অবলোকন করেন, তিনি সুলাইমান আ. এর মত স্বত:স্ফূর্তভাবে স্বীকার করেন, 'এটি আমার প্রভূর অনুগ্রহে সংঘঠিত হয়েছে'। অথচ একজন কারামত অস্বীকারকারী এখানে শিরকের গন্ধ পেতে শুরু করে। আসুন দেখা যাক, কারামত অস্বীকাকারীরা কীভাবে এই কারামত থেকে শিরক নির্ণয় করে। পবিত্র কুরআনের এই ঘটনাটি আমরা যেভাবে বিশ্লেষণ করেছি, হুবহু একই ধরনের বিশ্লেষণ ও মনস্তত্ব খুজে পাবেন তথাকথিত সালাফী ও আহলে হাদীসদের বইয়ে। সুতরাং আমাদের এই বিশ্লেষণে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। উদাহরণ হিসেবে মুরাদ বিন আমজাদের লেখা সহীহ আকিদার মানদন্ডে তাবলিগী জামাত বইটি দেখতে পারেন। সেখানে এধরনের অসংখ্য বিশ্লেষণ দেখতে পাবেন। উক্ত কারামত থেকে অস্বীকার কারীদের শিরক অনুসন্ধানের একটি নমুনা:

১. সুলাইমান আ. এর দরবারে বসা আসিফ ইবনে বারখিয়া হাজার মাইল দূরে অবস্থিত বিলকিস আ. এর সিংহাসন কোথায় সংরক্ষিত আছে কীভাবে জানলেন? তিনি কি গায়েব জানেন? পবিত্র কুরআনে রয়েছে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা গায়েব জানেন। সুতরাং এই ঘটনায় আসিফ ইবনে বারখিয়া চোখের পলকে সিংহাসন এনে দেয়ার যে কথাটি বলেছেন, এটি মূলত: গায়েব জানার দাবী করা। সুতরাং এখানে তিনি গায়েব জানার দাবী করে শিরক করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)।

২. হাজার মাইল দূরের এত বড় সিংহাসন চোখের পলকে কীভাবে আনা সম্ভব? একজন মানুষ এত বড় জিনিস এত দূর থেকে এক মুহূর্তে কীভাবে আনতে পারে? এধরণের অসম্ভব ঘটনা ঘটাতে পারেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা। সুতরাং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা ছাড়া এটা কেউ ঘটাতে পারে না। অথচ আসিফ ইবনে বারখিয়া এধরনের ঘটনা ঘটিয়ে নিজেকে সর্বশক্তিমান দাবী করে শিরক করেছে (নাউযুবিল্লা)।

ঠিক এধরনের একটি বিশ্লেষণ দেখতে পাবেন, মতিউর রমহমান মাদানীর দেওবন্দী আকিদা নামক লেকচারে। ইবনে বতুতা ও শাহজালাল রহ. এর একটি কারামত দেলোওয়ার হোসেন সাইদী সাহেব তার ওয়াজে বলেছিলেন। সেই কারামত থেকেও এভাবে শিরক বের করেছিলেন তথাকথিত শায়খ মতিউর রহমান মাদানী।

৩. আসিফ ইবনে বারখিয়া সিংহাসনটি চোখের পলকে এনেছিলেন। হাজার মাইল দূরের জিনিস কীভাবে চোখের পলকে আনা সম্ভব? হয়ত সময় দীর্ঘায়িত হয়েছিল নতুবা স্থান সংকুচিত হয়েছিল। আসিফ ইবনে বারখিয়ার পক্ষে এদু'টির কোনটিই করা সম্ভব নয়। সুতরাং তিনি কীভাবে এধরনের অসম্ভব কাজ করার দাবী করলেন?

কোন বুজুর্গ থেকে যদি এধরণের কোন ঘটনা বর্ণিত হয় যে, তিনি আসর থেকে মাগরিবের মাঝে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করেছেন অথবা মুহূর্তে এক জায়গা থেকে হাজার মাইল দূরের কোথাও চলে গিয়েছেন, তাহলে সেটাকে নিয়ে আমাদের সহীহ আকিদার ভাইয়ের যারপর নাই তামাশা করে তাকে শিরক আখ্যা দিয়ে থাকেন। একই ঘটনা পবিত্র কুরআনে সুলাইমান আ. এর উম্মতের হাতে প্রকাশিত হয়েছে, এটা সম্পর্কেও হয়ত তারা একই ধরনের বিশ্লেষণ করে থাকেন। আল্লাহ ভাল জানেন।

৪. অনেক সময় অনেক বুজুর্গ থেকে এমন কিছু কারামত প্রকাশিত হয়েছে যেগুলো সাহাবীদের থেকেও প্রকাশিত হয়নি। তথাকথিত সালাফী-আহলে হাদীস ভাইয়েরা খুব জোর দিয়ে আপনার দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিবে, যে কারামত সাহাবীদের থেকে প্রকাশিত হল না, সেটা ওলী-বুজুর্গ থেকে কীভাবে প্রকাশিত হতে পারে? তাদের এই মনস্তত্ব থেকে উক্ত ঘটনাকে আমরা এভাবে বিশ্লেষণ করতে পারি,"হযরত সুলাইমান আ. আল্লাহর নবী ছিলেন। আসিফ ইবনে বারখিয়া তার উম্মত ছিল। যেই কারামত নবী থেকে প্রকাশিত হল না, সেটা একজন উম্মত থেকে কীভাবে প্রকাশিত হতে পারে? তাহলে কি নবীর চেয়ে উম্মতের সম্মান বেশি?"

এধরনের আরও অনেক বিশ্লেষণ খুজে পাবেন অস্বীকারকারীদের বই ও লেকচারে। কারামত অস্বীকারের এই ফেতনা যদি শুধু অস্বীকারের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে এটাকে মোতাজিলাদের সমপর্যায়ে বলা যেত। কিন্তু বর্তমানের এই ফেতনা মোতাজিলাদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমানের ফেতনাবাজরা শুধু কারামত অস্বীকার করেই ক্ষ্যান্ত হয় না, সেই সাথে যার থেকে কারামত প্রকাশিত হয়, তাকে কুফুরী শিরকের অপবাদ দিয়ে থাকে। তাদের এই মনস্তত্ব সাধার ওলী বুজুর্গদের কারামতের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কারামত সম্পর্কেও তারা একই ধরনের ধ্যান-ধারণা রাখে। যেহেতু সকল কারামতের মাঝে কিছু সাধারণ বিষয় থাকে। সাধারণ কারামত এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কারামতের তেমন পার্থক্য নেই। ওলী-বুজুর্গদের কারামত যদি কুফুরী শিরকী হয়, তাহলে এদের মনস্তত্ব অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে বর্ণিত কারামতও কুফুরী-শিরকী হবে। নাউযুবিল্লাহ। আমরা আল্লাহর কাছে এধরনের ইমান বিধ্বংসী মনস্তত্ব থেকে আশ্রয় চাই।

(নিচে আমরা কারামাতের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে শরঈ আলোচনা পেশ করবো ইনশাআল্লাহ)

গায়েবের খবর জানা সম্পর্কিত কারামতঃ

আমাদের সালাফী ভাইয়েরা গায়েব সংক্রান্ত কোন কারামত দেখলেই শিরকের ট্যাগ লাগাতে অভ্যস্ত। এটা তারা তাদের শায়খদের কাছ থেকে শিখেছে। মতি মাদানী, তাউসিফুর রহমান রাশেদী, মুরাদ বিন আমজাদ, মিরাজ রব্বানীসহ সব ডক্টর বা ডাক্তাররা তাদেরকে এই সবক দিয়েছে। ফলে তারা শিরকের ট্যাগ লাগানোর জন্য মহা উৎসবের আয়োজন করেছে। আমাদের সাধারণ ভাইদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হওয়ার জন্য গায়েব বিষয়ে ছোট একটা আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেছি।

গায়েব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা:

কারামতের সাথে সম্পর্কিত একটি বিষয় হলো কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে অদৃশ্যের কিছু বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বিদা হলো, আল্লাহর ওলীদের জন্য কাশফ ও ইলহাম সত্য। এটি কুরআন ও সুন্নাহের সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা প্রমাণিত। মূল আলোচনা শুরুর পূবের্ গায়েবের পরিচয় ও এর প্রকারভেদ আলোচনা করা জরুরি।

গায়েব শব্দের অর্থ হলো অদৃশ্য, যা চোখের সামনে নয়। মানুষের চোখের সামনে উপস্থিত নয় এমন জিনিসকে গায়েব বলে।

গায়েব প্রথমত দুই প্রকার।

১. গায়েবে মুতলাক।
২. গায়েবে মুকায়্যাদ।

প্রত্যেকটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। এভাবে গায়েব মোট চার প্রকার।

গায়েবে মুতলাক এর পরিচয়:

وهو الذي ليس للإنسان سبيل إلى العلم به عبر وسائل إدراكه أو حواسه

এমন অদৃশ্য বিষয় যে সম্পর্কে মানুষ তার ইন্দ্রিয় শক্তি বা অন্য কোন মাধ্যম ব্যবহার করে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম নয়।

গায়েবে মুতলাক আবার দু'প্রকার।

১.১ এমন কিছু বিষয় যা আল্লাহ তায়ালা মানুষ, ফেরেশতা বা জিনকে ওহী বা অন্য কোন ভাবে জানিয়ে দেন।

যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا

হে নবী আপনি বলুন, আমার নিকট ওহী এসেছে যে একদল জিন পবিত্র কুরআন শুনেছে এবং তারা বলেছে নিশ্চয় আমরা আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি। [সূরা জিন, আয়াত নং ১, সুরা নং ৭২]

এখানে জিনদের কুরআন শোনার বিষয়টি রাসূল স. ওহীর মাধ্যমে জেনেছেন। আল্লাহ তায়ালা এই অদৃশ্যের বিষয়টি রাসূল স. কে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন। মানুষের কাছে বিদ্যমান উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে এটা জানা সম্ভব নয়।

১.২. এমন অদৃশ্য বিষয় যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন, কোন সৃষ্টি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত নয়। যেমন, কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কে কেউ জানে না। এসম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ

আর তার নিকটই গায়েবের চাবিকাঠি। একমাত্র তিনিই এসম্পর্কে অবগত।

[সূরা আনয়াম, আয়াত নং ৫৯]

সূরা নামালে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

হে নবী আপনি বলুন, আসমান যমিনের কেউ গায়েব জানে না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই গায়েব জানেন। [সূরা নমল, আয়াত নং ৬৫]

এখানে দু'টি বিষয় স্মরণ রাখা জরুরি:

ক. গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন। অন্য কেউ গায়েবের বিষয়ে অবগত নয়। তবে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে, নবী-রাসূলগণ ওহীর মাধ্যমে ও ওলীদেরকে কাশফ ও ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন অদৃশ্যের বিষয় জানিয়ে দেন। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জানানোর মাধ্যমেই অন্যরা এসম্পর্কে জানতে পারে। সরাসরি অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। এমনকি কোন ফেরেশতাও নয়। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী মাখলুককে অদৃশ্য সম্পর্কে জানান। যেমন জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে ফেরেশতাদের জ্ঞান থাকলেও মানুষ এসম্পর্কে কিছু জানত না। আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে মানুষকে জানিয়েছেন। আবার কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার মুহূর্ত সম্পর্কে কোন সৃষ্টিই অবগত নয়।

খ. দ্বিতীয় বিষয় হলো, গায়েব বা অদৃশ্য শব্দটি আপেক্ষিক। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট কোন জিনিস গায়েব অদৃশ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা প্রতি-মুহূর্তে সব কিছু সম্পর্কে অবগত, একমাত্র তার ক্ষমতায় সব কিছুই আবর্তিত। সুতরাং অদৃশ্য গায়েব দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৃষ্টির তুলনায় এটি অদৃশ্য। আল্লাহ তায়ালার নিকট এটি এই অর্থে গায়েব বলা হয় না।

২. গায়েবে মুকায়্যাদ এর পরিচয়:

وهو ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه . فهذا إنما هو غيب لمن غاب عنه ، وأما من شهده فلا يعد عنده غيبا

এমন অদৃশ্য বিষয় যা সম্পর্কে কিছু মাখলুক বা সৃষ্টি অবগত। যেমন, ফেরেশতা, জিন, অথবা মানুষ যারা সরাসরি তা প্রত্যক্ষ করেছে। এই জাতীয় অদৃশ্য বিষয় কেবল তাদের ক্ষেত্রেই গায়েব হিসেবে প্রযোজ্য যারা বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেনি। কিন্তু যারা সরাসরি বিষয়টি প্রত্যক্ষ করছে তাদের জন্য এটি গায়েব নয়।

যেমন বর্তমানে মদীনায় কী হচ্ছে সেটা আমি জানি না। এজন্য মদীনার বর্তমান অবস্থা আমার জন্য একটি অদৃশ্য বিষয়। কিন্তু যারা মদীনায় অবস্থান করছে, তাদের কাছে মদীনার অবস্থা গায়েব বা অদৃশ্য নয়। এজন্য দ্বিতীয় প্রকার গায়েবকে আপেক্ষিক গায়েব বলে। এই দ্বিতীয় প্রকার গায়েব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা জানেন, একথা বলা হয় না। বরং বিষয়গুলো মানুষ, জিন ও ফেরেশতাও জানেন। এগুলো আপাত গায়েব হলেও প্রকৃত গায়েব নয়।

গায়েবে মুকায়্যাদ আবার দু'প্রকার:

২.১. নাসাবী, গায়েবে নাসাবী হলো যে গায়েব ব্যক্তিকেন্দ্রিক আপেক্ষিক। অর্থাৎ কিছু লোকের নিকট গায়েব হলেও অন্যদের নিকট তা গায়েব নয়। যেমন ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ। যাদের সামনে ঘটনাগুলো ঘটেছে তারা বিষয়গুলো জানে কিন্তু আমাদের সামনে না ঘটায় আমরা তা জানি না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ ۖ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا

এগুলো গায়েবের সংবাদ, যা আপনার নিকট আমি ওহীরূপে প্রেরণ করেছি। আপনি ও আপনার সম্প্রদায় ইতোপূর্বে এসম্পর্কে অবগত ছিলেন না। [সূরা হুদ, আয়াত নং ৪৯]

২.২. মুকায়্যাদ গাইরে নাসাবী: যে গায়েব সময় ও স্থানের সঙ্গে আপেক্ষিক তাকে গায়েবে গাইরে মুকায়্যাদ নাসাবী বলে। যেমন, পবিত্র কুরআনে হযরত সুলাইমান আ: এর মৃত্যুর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে,

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ

অত:পর আমি যখন তার উপর মৃত্যুর ফয়সালা করলাম, তারা তার মৃত্যু সম্পর্কে অনবহিত রইল। তবে মাটির পোকা এটা জেনে তার লাঠি খেতে শুরু করলো। এরপর যখন সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তখন জিন জাতি বুঝতে পারলো যে, তারা গায়েব জানে না। ড়ড়ড়ড়[সূরা সাবা, আয়াত নং ১৪]

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন, তিনিই একমাত্র গায়েব জানেন। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের কোথাও এই কথা বলা নেই যে, তিনি গায়েবের বিষয়গুলো অন্য কাউকে জানাবেন না। তিনিই একমাত্র গায়েব জানেন এটা যেমন সত্য, তেমনি আল্লাহ তায়ালা গায়েবের অনেক বিষয় মাখলুককেও জানান, সেটাও সত্য। অর্থাৎ গায়েবের বিষয়ে মাখলুকের কোন স্বাধীন জ্ঞান নেই। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তিনি কাকে, কখন, কোথায় কোন গায়েব সম্পর্কে জানাবেন একমাত্র তিনিই ভালো জানেন। কেউ যদি বলে যে, আল্লাহ তায়ালা

কাউকেই গায়েব সম্পর্কে জানাবেন না, জানাতে পারেন না, তবে এটি সম্পূর্ণ কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কথা। আমাদের আজকের আলোচনায় এই বিষয়টি দলিল প্রমাণের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

গায়েবের খবর জানা সম্পর্কিত কারামতের দলিল সমূহ

পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট দলিল:

দলিল - ১

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে হযরত মারইয়াম আ. এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন,

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

সে বলল, নিশ্চয় আমি তোমার প্রভূর প্রেরিত দূত। আমি তোমাকে পবিত্র একটি ছেলে দেয়ার জন্য এসেছি। [সূরা মারইয়াম, আয়াত নং ১৯]

সর্বজন বিদিত একটি বিষয় হলো, হযরত মারইয়াম আ. আল্লাহর নবী বা রাসূল ছিলেন না। তিনি একজন সত্যবাদী বিদূষী বুযুর্গ নারী ছিলেন। সুতরাং তিনি যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, সেটি জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জানিয়েছেন।

দলিল - ২

হযরত মুসা আ. এর মায়ের ঘটনা প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

"আমি মুসার মায়ের কাছে ওহী পাঠালাম যে, তুমি তাকে দুধ পান করাতে থাকো। যখন তুমি তার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তাকে সাগরে নিক্ষেপ করবে, আর তুমি কোন চিন্তা ও ভয় করবে না। নিশ্চয় আমিই তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং তাকে আমার রাসূলদের অন্তর্ভূক্ত করবো।"

হযরত মুসা আ. এর মা নবী ছিলেন না। তার নিকট আল্লাহ তায়ালা যে সংবাদ পাঠিয়েছেন এটিও একটি গায়েবের সংবাদ। অর্থাৎ আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভূক্ত করবো, এটি নিরেট গায়েবের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আ. এর মাকে এটি পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন।

দলিল - ৩

আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফে হযরত খাজির আ. এর সম্পর্কে বলেছেন,

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

অত:পর তারা উভয়ে আমার একজন নেককার বান্দার দেখা পেল, যাকে আমি আমার রহমত দান করেছি এবং আমার পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম দান করেছি।[সূরা কাহাফ, আয়াত নং ৬৫]

হযরত মুসা আ. ও হযরত খাজির আ. এর ঘটনা সবারই জানা রয়েছে। হযরত খাজির আ. অনেকগুলো ঘটনা ঘটান, যেগুলো সব ছিলো গায়েবের সাথে সম্পর্কিত। এই গায়েবগুলো আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ জানত না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সূরা কাহাফের ৬৫ নং আয়াতে বলেছেন, আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে বিশেষ ইলম দান করেছি। এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গায়েবের ইলম উদ্দেশ্য।

এ আয়াতের তাফসীরে সকলেই উল্লেখ করেছেন এখানে বিশেষ ইলম দ্বারা গায়েবের ইলম উদ্দেশ্য। কাযী শাওকানী ফাতহুল কাদীরে বলেন,

علمه سبحانه اشياء من علم الغيب الذى استاثر به

আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়েছেন যা একমাত্র তিনিই জানেন। [ফাতহুল কাদীর, পৃ.৩৯০, বিন্যাস, ড. সুলাইমান আল-আশরক, প্রকাশনায়, দারুস সালাম রিয়াদ]

ইমাম বাগাভী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

وعلمناه من لدنا علما أي: علم الباطن إلهاما ولم يكن الخضر نبيا عند أكثر أهل العلم

আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে বিশেষ ইলম শিখিয়েছি অর্থাৎ ইলহামের মাধ্যমে কিছু বাতেনী ইলম শিখিয়েছি। আর খাজির আ. অধিকাংশ আলেমের মতে নবী ছিলেন না।

[মায়ালিমুত তানজীল, খ.৩, পৃ.৫৮৪]

এ আয়াতের তাফসীরে সব মুফাসসির একই কথা বলেছেন।

দলিল-৪:

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

يعلم ما بين ايديهم و ما خلفهم و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

তিনি তাদের অগ্র ও পশ্চাত সম্পর্কে অবগত।তার ইলমের কোন অংশ কেউ অবগত হতে পারে না তবে যাকে তিনি ইচ্ছা করেন অবগত করান।

[সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৫৫]

ইমাম বাইহাকী রহ. এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي لا يعلمون من علمه إلا ما شاء أن يعلمهم إياه بتعليمه

তার ইলমের কোন অংশ কেউ জানে না, তবে যাকে ইচ্ছা তিনি তা জানান অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষ ইলম শিক্ষা দেন।

[আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ইমাম বাইহাকী রহ. পৃ.১৪৩]

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

وقوله : (ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء) أي : لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه

অর্থাৎ আল্লাহর ইলমের ব্যাপারে কেউ অবগত হতে পারে না, তবে আল্লাহ তায়ালা কাউকে যদি অবহিত করেন তাহলে সে অবগত হতে পারে।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতের তাফসীর]

দলিল নং-৫:

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا

অর্থাৎ তিনিই অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত। অতএব তিনি তার গায়েবী বিষয় সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন না। তবে তার মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেক্ষেত্রে তিনি তার সামনে ও পেছনে প্রহরী নিয়োজিত করেন।

[সূরা জিন, আয়াত নং ২৬-২৭]

এ আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসীর রহ. বলেন,

وهكذا قال هاهنا: إنه يعلم الغيب والشهادة، وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه

এখানে তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু জানেন। কোন সৃষ্টি তার কোন ইলম সম্পর্কে জানতে পারে না তবে যাকে তিনি জানান, কেবল সেই জানতে পারে।

[তাফসীরে ইবনে কাসীর, খ.৬, পৃ.২৮৪]

ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

قال علماؤنا: أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غيرما آية من كتابه إلا من أصطفى من عباده....فالله تعالى عنده علم الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هو : فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه , ومن شاء حجبه عنها حجبه

আমাদের আলেমগণ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কুরআনের অনেক আয়াতে গায়েব সম্পর্কিত জ্ঞানকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন, তবে তার নির্বাচিত বান্দাদেরকে কিছু গায়েবের সংবাদ দিয়ে থাকেন। সুতরাং একমাত্র আল্লাহর নিকটই গায়েবের ইলম রয়েছে। গায়েবের ইলম পর্যন্ত পৌছার রাস্তা সম্পর্কে তিনিই পরিজ্ঞাত। তবে তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন, যাকে ইচ্ছা তার থেকে গোপন রাখেন। [তাফসীরে কুরতুবী খ.৭, পৃ.২]

ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারীতে লিখেছেন,

وأما ما ثبت بنص القرآن أن عيسى عليه السلام قال أنه يخبرهم بما يأكلون وما يدخرون وأن يوسف قال إنه ينبئهم بتأويل الطعام قبل أن يأتي ذلك مما ظهر من المعجزات والكرامات : فكل ذلك يمكن أن يستفاد من الاستثناء في قوله تعالى (إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ) ,فإنه يقتضي إطلاع الرسول على بعض الغيب , والولي التابع للرسول عن الرسول يأخذ وبه يكرم , والفرق بينهما أن الرسول يطلع على ذلك بأنواع الوحي كلها , والولي لا يطلع على ذلك الا بمنام أو إلهام , والله اعلم

কুরআনের স্পষ্ট নস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে হযরত ইসা আ. তারা কী খায় ও সন্চয় করে সে সম্পর্কে বলেছেন এবং হযরত ইউসুফ আ. তাদের খাদ্যের ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন, গায়েব সংক্রান্ত এ বিষয়গুলো অবহিত হওয়ার বিষয়টি পবিত্র কুরআনের এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, " তিনিই গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তিনি কারও সম্মুখে গায়েব প্রকাশ করেন না, তবে তার নির্বাচিত রাসূল ব্যতীত।" কেননা, এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, রাসূলগণ কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত। আর রাসূলের অনুসারী ওলীগণ তাদের কারণেই কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাদের মাধ্যমেই সম্মানিত হন। রাসূল ও ওলীর কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে পার্থক্য হলো, রাসূল ওহী পাঠানোর সবগুলো পদ্ধতির মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন, আর ওলী শুধু স্বপ্ন বা ইলহামের মাধ্যমে গায়েব সম্পর্কে অবহিত হন।" [ফাতহুল বারী, খ.৮, পৃ.৫১৪]

কাযী শাওকানী তাফসীরে ফাতহুল কাদীরে লিখেছেন,

إن الله سبحانه قد يطلع بعض عبيده على بعض غيبه

আল্লাহ তায়ালা কোন কোন বান্দাকে কিছু কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত করে থাকেন।[ফাতহুল কাদীর, কাযী শাওকানী, খ.৩, পৃ.২০, শামেলা]

يخصص الرسول بالملك في اطلاعه على الغيب، والأولياء يقع لهم ذلك بالإلهام

ফেরেশতাদের মাধ্যমে গায়েব অবহিত হওয়ার বিষয়টি রাসুলগণের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ওলীগণ কিছু কিছু গায়েব সম্পর্কে অবহিত হয়ে থাকেন ইলহামের মাধ্যমে।

[তাফসীরে বায়যাবী, খ.১৩, পৃ.৩৬৪]

গায়েব সম্পর্কিত কারামতের সংক্ষিপ্ত কথা হলো, গায়েবের চাবি-কাঠি একমাত্র আল্লাহর নিকট। তিনি ছাড়া কেউ গায়েব জানে না। তবে, ফেরেশতা, নবী-রাসূল, ওলী ও অন্যান্যদেরকে যদি আল্লাহ তায়ালা গায়েব সম্পর্কে অবহিত করান, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যতটুকু জানান, তারা কেবনল ততটুকুই জানে।

গায়েবের খবর জানা সম্পর্কিত ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর কিছু কারামতঃ

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর জীবনী আলোচনা করেছেন তার বিশিষ্ট ছাত্র ইবনুল কাইয়্যিম রহ। তার পৃথক জীবনী লিখেছেন ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিশিষ্ট দুই ছাত্র। একজন হলেন, হাফেজ আবু হাফস উমর ইবনে আলি আল-বাযযার (মৃত:৭৪৯ হি:) তিনি আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. আরেক ছাত্র ইবনে আব্দুল হাদী রহ. (মৃত: ৭৪৪ হি:) আরেকটি জীবনী লিখেছেন। তার লিখিত জীবনীর নাম আল-উকুদুল দুররিয়া মিন মানাকিবি শাইখিল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া।

আমি এখানে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বিশিষ্ট ছাত্রদের বর্ণনায় তার কিছু উল্লেখযোগ্য কারামত উল্লেখ করবো। তবে কারামত সমূহ উল্লেখের পূর্বে তথাকথিত তাউহীদবাদী ভাইদের চিন্তার খোরাক হিসেবে কিছু প্রশ্ন ও প্রস্তাব।

নিচে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কারামত সম্পর্কে যে ঘটনাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো যদি হুবহু ফাযায়েলে আমলে থাকতো, তবে তথাকথিত তাউহীদবাদী ভাইয়েরা কী কী মন্তব্য করতেন ? ফাযায়েলে আমলের বিভিন্ন কারামতের ঘটনা নিয়ে এসকল তথাকথিত তাউহীদবাদী ভাইয়েরা যে ধরণের বিশ্লেষণ করে থাকেন নিম্নে বর্ণিত ইবনে তাইমিয়া রাহঃ সম্পর্কিত ঘটনায়ওকি সে ধ্রণের বিশ্লেষন করতে পারবেন ?আশা করবো তারা প্রত্যেকটা ঘটনার আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ করবে এবং এগুলোর মাঝে তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কী কী কুফুরী-শিরকী বক্তব্য আছে সেটা উল্লেখ করবে। ইবনে তাইমিয়া রহ. এসব কারামতের কারণে তার প্রতি কতোবার কুফুরী-শিরকের ট্যাগ লাগানো যায় সেটাও দেখতে চাই। আর বর্তমান সালাফী শায়খরা যেমন ড.সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ তার জীবনী বিষয়ে আবু হাফস আল-বাযযার এর কিতাবটা তাহকীক করে প্রকাশ করেছেন এবং অন্যান্য শায়খরা এগুলো প্রচার করে থাকেন, মানুষকে এগুলো পড়ার দাওয়াত দিয়ে থাকেন, তাদের সম্পর্কেও আপনাদের মতামত জানতে চাই। যেসব সউদি শায়খরা ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এসব কুফুরী কথা প্রচার করে তাদের সম্পর্কে আপনাদের স্পষ্ট বক্তব্য চাই। দয়া করে কেউ এড়িয়ে যাবেন না। ফাযায়েলে আমলের ক্ষেত্রে যদি সোনা মাপার দাড়ি পাল্লা ব্যবহার করে থাকেন তবে ইবনে তাইমিয়া ও সউদী শায়খদের ক্ষেত্রে সেই দাড়িপাল্লা যেন পাহাড় মাপার দাঁড়িপাল্লা না হয়।

কারামত-১:

লওহে মাহফুজ দেখে বিজয়ের সংবাদ:

গায়েব সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কারামত:

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) "মাদারিজুস সালিকিন শরহু মানাযিলিস সাঈরিন" নামক কিতাবে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন-

أخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام : أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمين وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا فيقال له : قل إن شاء الله فيقول : إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا وسمعته يقول ذلك قال : فلما أكثروا علي قلت : لا تكثروا كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ : أنهم مهزومون في هذه الكرة وأن النصر لجيوش الإسلام

"তাতারীরা যখন মুসলিম উম্মাহের বিভিন্ন অঞ্চলে সেনা অভিযান পরিচালনা করে এবং শামে আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন ৭০২ হিঃ সনে শায়েখ (রহঃ) সাধারণ মানুষ এবং আমীর-উমারাদেরকে সংবাদ দিলেন যে, "তাতারীরা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয় ও সাহায্য লাভ করবে।"। তিনি তাঁর কথার উপর সত্তরটিরও বেশি কসম খেয়েছেন। তাঁকে বলা হল, আপনি ইনশাআল্লাহ বলুন! অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চিতভাবে ইনশাআল্লাহ বলছি, সম্ভাবনা হিসেবে নয়। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, যখন তারা আমার উপর পীড়াপীড়ি করল, আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা পীড়াপীড়ি কর না, আল্লাহ তায়ালা লউহে মাহফুজে লিখে রেখেছেন যে, তারা পরাজিত হবে এবং মুসলমানরা বিজয়ী হবে।

[মাদারিজুস সালিকিন, খ--২, পৃষ্ঠা-৪৮৯]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) আরও অনেক কারামতের কথা উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্দুল হাদী মুকাদ্দেসী (রহঃ) এবং আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)। বিস্তারিত জানার জন্য আগ্রহী পাঠক, মাদারিজুস সালিকীন ও আ'লামুল আলিয়্যা গ্রন্থদ্বয় দেখতে পারেন।

কারামত-২:

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ভবিষ্যৎবাণী:

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর বিশেষ ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) লিখেছেন -

وأخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني وأخبرني ببعض حوادث كبار تجري في المستقبل ولم يعين أوقاتها وقد رأيت بعضها وأنا أنتظر بقيتها وما شاهده كبار أصحابه من ذلك أضعاف أضعاف ما شاهدته والله أعلم

"তিনি আমাকে অনেকবার অনেক বাতেনি বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন। তিনি শুধু আমাকে এগুলো বলেছেন এবং এ বিষয় সম্পর্কে আমি কাউকে কিছু বলি নি। তিনি আমাকে ভবিষ্যতের অনেক ঘটনার সংবাদ দিয়েছেন কিন্তু তিনি সময় নির্দিষ্ট করে দেননি। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণীর কিছু কিছু আমি ঘটতে দেখেছি এবং অবশিষ্টগুলো সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষায় আছি। তাঁর বড় বড় সাগরেদগণ আমি যা দেখেছি, তার চেয়ে বহু বহু গুণ বেশি দেখেছেন"

[মাদারিজুস সালিকিন, খ--২, পৃষ্ঠা-৪৯০]

কারামত-৩:

অন্তরের বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া:

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ছাত্র আবু হাফস উমর আল-বাযযার বলেন,

"أنه جرى بيني وبين بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل وطال كلامنا فيها وجعلنا نقطع الكلام في كل مسألة بأن نرجع إلى الشيخ وما يرجحه من القول فيها

ثم أن الشيخ رضي الله عنه حضر فلما هممنا بسؤاله عن ذلك سبقنا هو وشرع يذكر لنا مسألة مسألة كما كنا فيه وجعل يذكر غالب ما أوردناه في كل مسأله ويذكر أقوال العلماء ثم يرجح منها ما يرجحه الدليل حتى أتى على آخر ما أردنا أن نسأله عنه وبين لنا ما قصدنا أن نستعلمه منه فبقيت أنا وصاحبي ومن حضرنا أولا مبهوتين متعجبين مما كاشفنا به وأظهره الله عليه مما كان في خواطرنا."

অর্থাৎ আমার সাথে একজন সম্মানিত আলেমের কয়েকটি মাসআলা নিয়ে বিতর্ক হলো। এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা অনেক দীঘর্ হলো। প্রত্যেক মাসআলায় আমরা এভাবে কথা শেষ করলাম যে, মাসআলার সমাধান ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কাছ থেকে জেনে নিবো।

এরপর শায়খ রহ. আমাদের নিকট উপস্থিত হলেন। আমরা যখন মাসআলাগুলো সম্পর্কে শায়খকে জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা করলাম তিনি আমাদের জিজ্ঞাসার পূর্বেই আলোচনা শুরু করলেন। তিনি আমাদের আলোচনা অনুযায়ী একের পর এক মাসআলার সমাধান বলতেছিলেন। প্রত্যেক মাসআলায় আমাদের কাঙ্খিত উত্তর প্রদান করছিলেন। এভাবে তিনি প্রত্যেকটি মাসআলায় উলামায়ে কেরামের বক্তব্য এবং দলিল অনুযায়ী প্রাধান্য পাওয়া মাসআলাটি উল্লেখ করছিলেন। অবশেষে তিনি আমাদের আলোচিত সর্বশেষ মাসআলাটির সমাধান প্রদান করলেন। আমাদের অন্তরের বিষয়গুলো আল্লাহ তায়ালা এভাবে সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করায় উপস্থিত লোকজন, আমার সঙ্গী ও আমি আশ্চর্যন্বিত ও বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

[আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৩, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

নিচের স্ক্রিনশট দেখুন,

الأعلام العلية

في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية

تأليف

الحافظ أبي حفص عمر بن علي البزار

المتوفى سنة ٧٤٩ هـ

ويليه ذيل في

اسماء أصحاب الشيخ وأعوانه ومحبيه

وأعدائه والمعترضين عليه

حققه

الدكتور صلاح الدين المنجد

دار الكتاب الجديد

بيروت • لبنان

الفصل التاسع

في ذكر بعض كرامته وفراسته

أخبرني غير واحد من الثقات ببعض ما شاهده من كراماته . وأنا أذكرُ بعضها على سبيل الاختصار . وأبدأ من ذلك ببعض ما شاهدتُه .

فمنها أنّه[1] جرى بيني وبين بعض الفضلاء مُنازعة في عدّة مسائل ، وطال كلامُنا فيها ، وجعلنا نقطع الكلام في كلّ مسألة بأن[2] نرجع الى الشيخ وما يُرجِّحُه من القوْل فيها . ثم إنّ الشيخ رضي الله عنه حَضَرَ . فلما هَمَمْنا بسؤاله عن ذلك سَبَقَنَا هو وشَرَع يذكرُ لنا مسألةً مسألةً كما كنّا فيه . وجعل يذكرُ غالب ما أوردناه في كلّ مسألة ، ويذكر أقوالَ العلماء ، ثم يُرَجِّحُ منها ما يُرجِّحُه الدليلُ حتى أتى على آخر ما أردْنا أنْ نسألَ عنه ، وبيَّن لنا ما قَصَدْنا أن نستعمله منه . فبقيتُ أنا وصاحبي ومَنْ حَضَرَنا[3] مبهوتين متعجّبين ممّا كاشَفَنا به وأظهره الله عليه ممّا كان في خواطرنا .

وكنتُ في خِلال الأيّام التي صحبتُه فيها إذا بحث مسألةٌ يحضُرُ لي إيرادٌ ، فَمَا يستَتِمُّ خاطري به حتى يشرعَ فيوردُه ويذكر الجواب

(١) ل : « أنني » .
(٢) ل : « بأنا » .
(٣) في « ل » زيادة : « حضرنا أولا مبهوتين » .

٥٣

এছাড়া আবু হাফস আল-বাযযার অন্তরের বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অবগত হওয়া সম্পর্কে আরও বলেন,

و كنت في خلال الأيام التي صحبته فيها إذا بحث مسألة يحضر لي إيراد فما يستتم خاطري به حتي يشرع فيرده و يذكر الجواب من عدة وجوه

অর্থাৎ আমি যখন যেসময়ে তার সংস্পর্শে ছিলাম, তখন আমার মনে কোন বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সঙ্গে তিনি এর জওয়াব দিতে শুরু করতেন এবং কয়েকভাবে এর উত্তর প্রদান করতেন।

[আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৩, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

কারামত-৪:

অন্যের সাহায্য

"وحدثني الشيخ الصالح المقريء أحمد بن الحريمي أنه سافر إلى دمشق قال فاتفق أنى لما قدمتها لم يكن معي شئ من النفقة البتة وأنا لا اعرف أحدا من أهلها فجعلت أمشي في زقاق منها كالحائر فإذا بشيخ قد أقبل نحوي مسرعا فسلم وهش في وجهي ووضع في يدي صرة فيها دراهم صالحة وقال لي انفق هذه الآن وخلي خاطرك مما أنت فيه فإن الله لا يضيعك ثم رد على أثره كأنه ما جاء إلا من أجلي فدعوت له وفرحت بذلك، وقلت لبعض من رأيته من الناس من هذا الشيخ؟ فقال وكأنك لا تعرفه هذا ابن تيمية

আমার নিকট শায়খ সালেহ আল -মুকরী বর্ণনা করেন, তিনি দামেশকের উদ্দেশে সফর করেন। তিনি বলেন, ঘটনাক্রমে ঐ সফরে আমার সঙ্গে কোন চলার মতো কোন খাবার বা অর্থ ছিলো না। আমি ওখানকার কাউকে চিনতাম না। এ অবস্থায় আমি উদভ্রান্তের মতো দামেশকের অলি-গলিতে ঘুরছিলাম। হঠাৎ একজন শায়খ আমার দিকে দ্রুত গতিতে হেঁটে এলেন। তিনি হাস্যোজ্জল মুখে সালাম দিলেন। তিনি আমার হাতে একটা থলি দিলেন যাতে কিছু খাটি দিরহাম ছিলো। এরপর বললেন, " এগুলো ব্যবহার করো। তোমার অন্তরে যেই পেরেশানী আছে এগুলো ঝেড়ে ফেলো। আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ধ্বংস করবেন না।" একথা বলে তিনি একই পথে ফিরে গেলেন। তিনি যেন শুধু আমার কাছেই এসেছিলেন। আমি তার জন্য দুয়া করলাম এবং এতে আনন্দি হলাম। আমি অন্যান্য মানুষকে জিজ্ঞেস করলাম, এই শায়খ কে? তারা বললো, তুমি মনে হয় শায়খকে চেনো না, তিনি হলেন ইবনে তাইমিয়া।

[আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৪, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

من عِدّة وجوه .

■ وحدّثني الشيخُ الصالحُ المقريءُ أحمد بن الحريمي أنّه سافر الى دمشق . قال : فاتفق أنّي لمّا قدمتُها لم يكن معي شيءٌ من النفقة البتّةَ ، وأنا لا أعرفُ أحداً من أهلها . فجعلتُ أمشي في زُقاق منها كالحائر ، فإذا بشيخ قد أقبل نحوي مُسْرعاً فسلّم . وهَشَّ في وجهي ، ووضع في يدي صُرّةً فيها دراهم صالحة ، وقال لي : انْفِقْ هذه الآن فيما[1] أنتَ فيه ، فإنّ الله لا يضيّعُكَ . ثم رُدَّ على أثره كأنّه ما جاء إلاّ من أجلي . فدعَوْتُ له وفَرِحتُ بذلك ، وقلتُ لبعض مَنْ رأيتُه من الناس : مَنْ هذا / الشيخ ؟ فقال : وكأنّك لا تعرفُه ، هذا ابنُ تيمية ، لي مدّة طويلة لم أرَه اجتاز بهذا الدرْب . وكان جلُّ قَصْدي من سَفري الى دمشق لقاءه . فتحقّقْتُ أنّ الله أظهره عليّ وعلى حالي ، فما احتجتُ بعدها الى أحدٍ مدّة إقامتي بدمشق ، بل فتح الله عليّ من حيثُ لا أحتسِب . واستدْلَلْتُ فيما بعد عليه وقَصَدْتُ زيارته والسلام عليه ، فكان يُكرمُني ويسألُني عن حالي ، فأحمد الله تعالى اليه .

(١ ب)

وحدّثني الشيخُ العالم المقريء تقيّ الدين عبدالله ابن الشيخ الصالح المقريء أحمد بن سعيد قال : سافرتُ الى مصر حين كان الشيخُ مقيماً بها . فاتّفقَ أنّي قدمتُها ليْلاً وأنا مُثْقَلٌ مريض . فأُنْزِلْتُ في بعض الأمكنة ، فلم ألبث أنْ سمعتُ مَنْ يُنادي باسمي وكُنيتي . فأجبتُه وأنا ضعيف . فدخل إليّ جماعةٌ من أصحاب الشيخ ممّن كنتُ قد اجتمعْتُ ببعضهم في دمشق . فقلتُ : كيْفَ عَرَفتُم بقدومي ، وأنا قدمتُ هذه الساعة ؟ فذكروا أنّ الشيخ أخبرنا أنّك قدمتَ وأنتَ مريض . وأمَرَنا أن نُسْرع بنقلِك . وما رأينا أحداً جاء ، ولا أخبرنا بشيء . فعلمتُ أنّ ذلك من

(١) ل : « مما » .

٥٤

কারামত-৫:

وحدثني الشيخ العالم المقريء تقي الدين عبد الله ابن الشيخ الصالح المقريء احمد بن سعيد قال سافرت إلى مصر حين كان الشيخ مقيما بها فاتفق أني قدمتها ليلا وأنا مثقل مريض فأنزلت في بعض الأمكنة فلم ألبث أن سمعت من ينادي باسمي

وكنيتي فأجبته وأنا ضعيف فدخل إلي جماعة من أصحاب الشيخ ممن كنت قد اجتمعت ببعضهم في دمشق فقلت كيف عرفتم بقدومي وأنا قدمت هذه الساعة فذكروا أن الشيخ أخبرنا بأنك قدمت وأنت مريض وأمرنا أن نسرع بنقلك وما رأينا أحدا جاء ولا أخبرنا بشيء، فعلمت أن ذلك من كرامات الشيخ رضي الله عنه."

শায়খ সালেহ আল-মুকরী এর ছেলে শায়খ তাকিউদ্দীন আব্দুল্লাহ আল-মুকরী আমাকে বলেছেন, শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. যখন মিশরে ছিলেন তখন আমি মিশরে সফর করি। আমি রাতে মিশরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন আমার কাছে ভারী বোঝা ছিল আর আমি অসুস্থ ছিলাম। আমি এক জায়গায় গিয়ে বাহন থেকে নামলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে শুনতে পেলাম এক ব্যক্তি আমার নাম ও উপনাম ধরে ডাকছে। আমি দুর্বল শরীরে তার ডাকে সাড়া দিলাম। তখন শায়খ ইবনে তাইমিয়ার একদল ছাত্র আমার নিকট এলো। তাদের সাথে আমি পূর্বে দামেশকে সাক্ষাৎ করেছিলাম। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা আমার আগমন সম্পর্কে কীভাবে জানলে; অথচ আমি মাত্র এলাম? তারা বলল, শায়খ ইবনে তাইমিয়া তাদেরকে বলেছে যে, আপনি এসেছেন এবং আপনার শরীর অসুস্থ। আমাদেরকে দ্রুত আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন। আমরা কাউকে আসতেও দেখিনি এবং আপনার সম্পর্কে কেউ পূর্বে সংবাদও দেয়নি। আমি তখন বুঝলাম এটি শায়খের কারামত।

[আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৪, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

কারামত-৬

"وحدثني أيضا قال مرضت بدمشق إذ كنت فيها مرضة شديدة منعتني حتى من الجلوس فلم اشعر إلا والشيخ عند رأسي وأنا مثقل مشتد بالحمى والمرض فدعا لي وقال جاءت العافية، فما هو إلا أن فارقني وجاءت العافية وشفيت من وقتي"

শায়খ সালেহ আল-মুকরী এর ছেলে শায়খ তাকিউদ্দীন আব্দুল্লাহ আল-মুকরী আরও বলেন, আমি দামেশকে কঠিন রোগে আক্রান্ত হলাম। এমনকি আমি বসতেও পারতাম না। হঠাৎ আমার মাথার নিকট শায়খকে দেখতে পেলাম।তখন আমি মারাত্মক জ্বর ও রোগে আক্রান্ত ছিলাম।তিনি আমার জন্য দুয়া করলেন এবং বললেন, সুস্থতা চলে এসেছে।তিনি আমার কাছ থেকে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।

[আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৫, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

كرامات الشيخ رضي الله عنه .

وحدّثني أيضاً قال : مَرِضْتُ بدمشق إذْ كنتُ بها مَرْضَةً شديدة منعتْني حتى من الجلوس ، فلم أشعر إلاّ والشيخُ عند رأسي وأنا مُثْقَلٌ بالحُمّى والمَرَض . فدعا لي وقال : جاءت العافية . فما هو إلاّ أنْ فارقني وجاءت العافيةُ وشُفيت من وقتي .

وحدّثني أيضاً : قد كنتُ استكتب شعراً لبعض مَن انحرفَ عن الشيخ قد تنقّصه[1] فيه . وكان سبب قوله ذلك الشعر أنّه نُسِبَ الى قائله شعرٌ وكلامٌ يدلُّ على الرفْض . فأُخذ الرجلُ وأُثبتَ ذلكَ عليه في وجهه عند حاكم من حُكّام الشرع المُطَهّر . فأمر به فشُهّر حاله بين الناس ، فتوهّم أنّ الذي كان سبب ذلك الشيخ . فحمله / ذلك على أنْ قال فيه ذلك الشعر . وبقي عندي . وكنتُ ربما أورد بعضه في بعض الأحيان ، فوقعتُ في عدّة أشياء من المكروه[2] والخوف متواترة . ولولا لطفُ الله تعالى بي فيها لأتَتْ على نفسي . فنظَرْتُ من أين دُهِيتُ . فلم أرَ لذلك سبباً إلا إيرادي لبعض ذلك الشعر . فعاهدتُ الله أن لا أنوه بشيء منه . فزال عني أكثر ما كنتُ فيه من المكاره ، وبقيَ بعضُه . وكان ذلك الشعرُ عندي ، فأخذتُه وحرقتُه وغسلتُه ، حتى لم يَبْقَ له أثر ، واستغفرْتُ الله تعالى من ذلك ، فأذهب الله عني جميع ما كنتُ فيه من المكروه والخوف ، وأبدلني الله به عكسه . ولم أزلْ بعد ذلك في خَيْرٍ وعافية . ورأيتُ ذلك حالاً من أحوال الشيخ ومن كرامته على الله .

وحدّثني أيضاً قال : أخبرني الشيخُ ابن عماد الدين المقرىء المطرّز

(١) ل : « قد ينقصه » .
(٢) ل : « المكررة » .

কারামত-৭:

"وحدثني أيضا قال أخبرني الشيخ ابن عماد الدين المقرئ المطرز قال قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقة فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وأدناني ولم يسألني هل معك نفقة أم لا، فلما كان بعد أيام ونفدت نفقتي أردت أن اخرج من مجلسه بعد أن صليت مع الناس وراءه فمنعني وأجلسني دونهم فلما خلا المجلس دفع إلي جملة دراهم وقال أنت الآن بغير نفقة فارتفق بهذه فعجبت من ذلك وعلمت أن الله كشفه على حالي أولا لما كان معي نفقة وآخرا لما نفدت واحتجت إلى نفقة."

আমার নিকট তিনি আরও বর্ণনা করেছেন, আমার নিকট শায়খ ইবনে ইমাদুদ্দিন আল-মুকরী আল-মুতাররায বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি একবার শায়খের নিকট আগমন করলাম। তখন আমার কাছে খরচের টাকা-পয়সা ছিলো। আমি তাকে সালাম দিলাম, তিনি উত্তর দিলেন এবং আমাকে স্বাগত জানালেন। আমাকে তিনি তার নিকটে বসালেন। এবার তিনি আমার জীবিকা নির্বাহের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন না। কিছুদিন পর আমার খরচের উপকরণ শেষ হয়ে গেল। তখন আমি তার পিছে নামায আদায় করে তার মজলিশ থেকে বের হতে উদ্যত হলাম। তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বসতে বললেন। এরপর যখন মজলিশ শেষ হলো, তখন তিনি আমাকে কিছু দিরহাম দিয়ে বললেন, এখন তোমার কোন খরচের টাকা-পয়সা নেই। এগুলো ব্যবহার করতে থাকে। এ ঘটনায় আমি বিস্মিত হলাম। বুঝলাম যে আল্লাহ তায়ালা আমার পূর্বের ও বর্তমান অবস্থা শায়খের নিকট প্রকাশ করে দিয়েছেন।

[আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৬, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

কারামত-৮:

মৃত সম্পর্কে সংবাদ:

"وحدثني من لا أتهمه أن الشيخ رضي الله عنه حين نزل المغل بالشام لأخذ دمشق وغيرها رجف أهلها وخافوا خوفا شديدا، وجاء إليه جماعة منهم وسألوه الدعاء للمسلمين فتوجه إلى الله ثم قال أبشروا فإن الله يأتيكم بالنصر في اليوم الفلاني بعد ثالثة حتى ترون الرؤوس معبأة بعضها فوق بعض.قال الذي حدثني فوالذي نفسي بيده أو كما حلف ما مضى إلا ثلاث مثل قوله حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ على ظاهر دمشق معبأة بعضها فوق بعض."

আমার নিকট বিশ্বস্ত এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, যখন মোগলরা দামেশক ও অন্যান্য অন্চল দখলের জন্য শামে আক্রমণ করলো, দামেশকের অধিবাসীরা খুবই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এসময় একদল মুসলমান শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিকট আগমন করলেন এবং তাকে মুসলমানদের জন্য

দুয়া করার অনুরোধ করলেন। তিনি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলেন। এরপর বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তিন দিন পর তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এমনকি তোমরা দেখবে যে একটার উপর আরেকটা মাথা স্তুপ হয়ে থাকবে। ঘটনার বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ, তৃতীয় দিন দামেশকের প্রবেশ মুখে শত্রুদের মাথাগুলো একটার উপর আরেকটা স্তুপ হয়েছিলো যেমন শায়খ বলেছিলেন।

[আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৬, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

قال : قدمتُ على الشيخ ومعي حينئذٍ نَفَقَة . فسلّمتُ عليه ، فردّ عليّ ورحّب بي ، وأدناني ولم يسألني هل معك نفقة أم لا . فلما كان بعد أيّام وقد نفدت نفقتي / أردتُ أنْ أخرجَ من مجلسه بعد أنْ صَلّيْت مع الناس وراءه ، فمنعني[1] وأجلسني دونهم . فلما خلا المجلس[2] دفع اليَّ جملة دراهم ، وقال : أنتَ الآن بغير نفقة ، فارتفِقْ بهذه . فعجبتُ من ذلك ، وعلمتُ أنّ الله كَشَفَه على حالي أوّلاً لمّا كان معي نفقة ، وآخراً لمّا نَفَدَتْ واحتجت الى نَفَقَة .

وحدّثني مَنْ لا أتّهمُه أنّ الشيخ رضيَ الله عنه حين نَزَل المُغْل بالشام لأخذ دمشق وغيرها[3] . رجف[4] أهلُها وخافوا خَوْفاً شديداً . وجاء اليه جماعةٌ منهم وسألوه الدُعاء للمسلمين . فتوجّه الى الله ، ثم قال : أبشروا . فإنّ الله يأتيكم بالنّصْر في اليوم الفُلاني بعد ثالثة ، حتى ترون الرؤوس معبّأة بعضُها فوقَ بعض . قال الذي حدّثني : فوالذي نفسي بيده ، أو كما حلفَ ، ما مضى إلاّ ثلاثٌ مثل قوله حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ / ، على ظاهر دمشق ، معبّأة بعضُها فوقَ بعض[5] . ١٠ ب)

وحدّثني الشيخ الصالح الوَرِعُ عثمان بن احمد بن[6] عيسى النسّاج أنّ الشيخ رضي الله عنه كان يعود المرضى بالبيمارستان[7] بدمشق ،

(١) ل : « منعني » .
(٢) ل : « رفع » .
(٣) كان ذلك في سنة ٦٩٩هـ. انظر تفاصيل مجيء التتار الى دمشق في البداية لابن كثير ١٤ ـ ٧ وما بعدها .
(٤) ل : « رجفوا » .
(٥) لم أجد أحداً من المؤرخين ذكر ذلك .
(٦) ساقطة من ل .
(٧) هو بيمارستان نور الدين محمود بن زنكي بدمشق . مرّ ذكره في الصفحة ٤٠ .

٥٦

কারামত-৯:

"وحدثني الشيخ الصالح الورع عثمان بن احمد بن عيسى النساج أن الشيخ رضي الله عنه كان يعود المرضى بالبيمارستان بدمشق في كل أسبوع فجاء على عادته فعادهم فوصل إلى شاب منهم فدعا له فشفي سريعا وجاء إلى الشيخ يقصد السلام عليه فلما رآه هش له وأدناه ثم دفع إليه نفقة وقال قد شفاك الله فعاهد الله أن تعجل الرجوع إلى بلدك أيجوز أن تترك زوجتك وبناتك أربعا ضيعة وتقيم هاهنا؟ فقبل يده وقال يا سيدي أنا تائب إلى الله على يدك وقال الفتى وعجبت مما كاشفني به وكنت قد تركتهم بلا نفقة ولم يكن قد عرف بحالي أحد من أهل دمشق."

শায়খ উসমান ইবনে আহমাদ ইবনে ইসা আন-নাসসাজ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, শায়খ ইবনে তাইমিয়া রহ. দামেশকের বিমারিস্তান নামক জায়গায় প্রত্যেক সপ্তাহে রোগীদের দেখতে আসতেন। অভ্যাস অনুযায়ী তিনি রোগী দেখতে এলেন। তাদের মধ্যে এক যুবককে তিনি দেখলেন এবং তার জন্য দুয়া করলেন। সে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠল। যুবকটি শায়খকে সালাম দেয়ার জন্য এলো। তাকে দেখে শায়খ হাসিমুখে নিকটে বসালেন। তার কাছে কিছু খরচের টাকা-পয়সা দিলেন এবং বলেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে সুস্থ করেছেন। সুতরাং তুমি আল্লাহর কাছে ওয়াদা করো যে তুমি দ্রুত পরিবারের কাছে ফিরে যাবে। তোমার জন্য কখনও বৈধ হবে যে তোমার স্ত্রী ও চার কন্যাকে ধ্বংসের মুখে রেখে এখানে অবস্থান করবে? যুবকটি বলল, আমি তার হাতে চুমু দিলাম এবং বললাম, শায়খ, আমি আল্লাহর নিকট আপনার হাতে তওবা করছি।

আমি তার কাশফ দেখে বিস্মিত হলাম। বাস্তবেই আমি আমার পরিবারকে সহায়-সম্বলহীন রেখে এসেছিলাম।দামেশকের কেউ আমার পরিবার সম্পর্কে অবগত ছিলো না।

[আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৬, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

এই কারামতগুলো লিখে আবু হাফস আল-বাযযার রহ. লিখেছেন,

و كرامات الشيخ رضي الله عنه كثيرة جدا لا يليق بهذا المختصر أكثر من ذكر هذا القدر منها . ومن أظهر كراماته أنه ما سمع بأحد عاداه أو غض عنه إلا و أبتلي بعدة بلايا غالبها في دينه وهذا ظاهر مشهور لا يحتاج فيه إلي شرح صفته

শায়খ রহ. অনেক কারামত রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত বইয়ে সেগুলো উল্লেখ করা সঙ্গত নয়। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ করামত হলো যে কেউ শায়খের বিরোধীতা করেছে বা তার সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক রয়েছে, সে বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসীবতে নিপতিত হয়েছে। বেশিরভাগ মুসীবত দীন সম্পর্কীয়। বিষয়গুলো স্পষ্ট ও প্রকাশিত। এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা অনাবশ্যক।

[আল-আ'লামুল আলিয়্যা ফি মানাকিবি ইবনে তাইমিয়া, পৃ.৫৮, তাহকীক, সালাহুদ্দীন আল-মুনজিদ, প্রকাশকাল, ১৯৭৬ ইং, দারুল কিতাবিল জাদীদ, বয়রুত, লেবানন]

কাশফ ও ইলহাম সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর অনেক কারামত রয়েছে। এ বিষয়ে তার অনেক বক্তব্যও আছে। এগুলোর কিছু কিছু ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দৃষ্টিতে তাসাউফ বইয়ে উল্লেখ করেছি।

মৃত্যুর পর সংগঠিত কারামতঃ

কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব হল, যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে কারামত সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয। তাদের মতে মৃত্যুপরবর্তী কারামতে বিশ্বাস কুফুরী। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। তার কবর থেকে সালামের উত্তর শোনা সম্ভব নয়। এটা ভ্রান্ত ও কুফুরী। তাকে কবরের মাঝে সরাসরি দেখতে পাওয়া অথবা কবর থেকে তার হাত বের হতে পারে, এধরনের বিশ্বাস রাখা শিরক। কারামত অস্বীকারকারীরা এগুলোকে কুফুরী ও শিরকী আকিদা বলে থাকেন। বিশেষভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দুনিয়াতে যে কোন ধরনের ঘটনা প্রকাশিত হওয়া তাদের নিকট কুফুরী ও শিরক। এটা হল, তাদের মৌলিক বিশ্বাস।

আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত বিশ্বাস করি, ওলীদের থেকে মৃত্যুর পূর্বে যেমন কারামত প্রকাশিত হতে পারে, তাদের মৃত্যুর পরেও কারামত প্রকাশিত হতে পারে। এটিই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। কেউ মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তায়ালা তার রুহ, দেহ বা প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে যে কোন কারামত প্রকাশ করতে সক্ষম। এমনকি কোন মৃত ব্যক্তি থেকে দুনিয়াতে কোন কারামত প্রকাশিত হলে এটি সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত। বিকৃত মস্তিষ্কের কারামত অস্বীকারকারীই কেবল এধরনের কারামতকে অস্বীকার করতে পারে। নতুবা কুরআন-হাদীস ও সালাফ থেকে এধরনের অসংখ্য ঘটনা বর্ণিত আছে। মৃত্যুর পরে কারামত প্রকাশিত হবে না, বা হওয়া অসম্ভব, এজাতীয় ধ্যান-ধারণা রাখা কুরআন ও সুন্নাহের বড় একটি অংশ অস্বীকারের নামান্তর। একইভাবে নবীদের থেকে তাদের জীবদ্দশায় যেমন মু'জিযা প্রকাশিত হতে পারে, তাদের ইন্তেকালের পরেও প্রকাশিত হতে পারে।

কারণ কারামত একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় সংঘঠিত হয়। এতে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছার কোন প্রভাব নেই। আল্লাহ কখন কার মাধ্যমে কোন কারামতের প্রকাশ ঘটাবেন তিনিই ভালো

জানেন। এক্ষেত্রে বান্দা শুধুমাত্র উপলক্ষ। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেও যেমন আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় কারামত প্রকাশিত হয়, তেমনি মৃত্যুর পরেও আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় কারামত প্রকাশিত হতে পারে।

আমরা মৃত্যুপরবর্তী বিভিন্ন ধরণের কারামতসমূহ বিশুদ্ধ উৎস থেকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। সালাফে-সালেহীন ও মুহাদ্দিসগণের কিতাব থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করবো। বিশেষভাবে ইবনে কাসীর রহ. এর আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া থেকে, ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাব থেকে, ইবনে তাইমিয়া রহ. , বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. এর কিতাব থেকে এগুলো উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

এধরণের ঘটনা তাদের কিতাবে উল্লেখ করার অর্থই হল, তারা এটাকে কোনভাবেই শরীয়ত বিরোধী মনে করেন না। এগুলো ঘটা সম্ভব এবং আহলে সুন্নতের আকিদার অনুগামী, এজন্যই তারা এগুলো উল্লেখ করেছেন। এগুলো কুফুরী-শিরকী হওয়া তো অকল্পনীয়। সুতরাং এগুলো যদি শরীয়ত বিরোধী বা কুফুরী-শিরকী হতো, তাহলে তারা কখনও স্বেচ্ছায় এধরনের কুফুরী-শিরকী কাজে লিপ্ত হতেন না। বিশেষভাবে যুগ যুগ ধরে বিখ্যাত ইমামগণ একের পর এক এগুলো কখনও তাদের কিতাবে বর্ণনা করতেন না। সুতরাং এসব ঘটনা যদি, কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে যারা এগুলো উল্লেখ করেছেন, তাদের উপর যেমন কুফুরী-শিরকের অপবাদ দেয়া হয়, তেমনি পরবর্তী যেসব আলেম এসব থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন, তারা কুফুরী-শিরকীতে লিপ্ত হয়েছেন। অথচ এটি একটি অকল্পনীয় বিষয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. (২০৮-২৮১ হি:) একটি বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম, মান আশা বা'দাল মাউত (মৃত্যুর পরে যারা জীবিত হয়েছেন)। এই কিতাবটি একজন বিখ্যাত সালাফের। যিনি মুহাদ্দিস হিসেবে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। পরবর্তীতে ইমাম বাইহাকী, ইবনে কাসীর, জালালুদ্দীন সূয়ূতী, ইবনে রজব হাম্বলীসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস ও আলেম তার কিতাব থেকে বিভিন্ন ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং মৃত্যুপরবর্তী কারামতে বিশ্বাস স্থাপন যেমন সালাফের মানহাজ, তেমন পরবর্তী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

মৃত্যুর পর দেহাংশ বা সম্পূর্ণ দেহ নাড়াচড়া করা বা কবর থেকে বের হয়ে আসা সম্পর্কিয় কারামতঃ

ওলীদের থেকে মৃত্যুর পূর্বে যেমন কারামত প্রকাশিত হতে পারে, তাদের মৃত্যুর পরেও কারামত প্রকাশিত হতে পারে। কেউ মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তায়ালা তার রুহ, দেহ বা প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে যে কোন কারামত প্রকাশ করতে সক্ষম। মৃত্যুর পর দেহাংশ বা সম্পূর্ণ দেহ নাড়াচড়া করা বা কবর থেকে বের হয়ে আসাও কারামত হিসেবে সম্ভব। তবে এটা একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় সংঘঠিত হবে। এতে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছার কোন প্রভাব নেই। আল্লাহ কখন কার মাধ্যমে কোন কারামতের প্রকাশ ঘটাবেন তিনিই ভালো জানেন।

কিন্তু সালাফী বা আহলে হাদীসদের আক্বিদা হল , মৃতের পক্ষে নড়া-চড়া সম্ভব নয়। সে নবী হোক বা অন্য কেউ। উদাহারণ হিসেবে **সৌদি ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া** উল্লেখ করছি - " মৃতব্যাক্তি সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, নবী-রাসুল বা সাধারণ মুসলিম যেই হোন না কেন, তিনি তাঁর কবরে নড়া-চড়া করতে পারেন না।" (ফতোয়া নং ২১৪১২)

ফতোয়ায় সাক্ষর করেছেন, ড.বকর আবু যায়েদ,সালেহ আল-ফাউজান,আব্দুল আজিজ বিন আব্দুল্লাহ আলুশ শায়খ,আব্দুল্লাহ গাদইয়ান

ফতোয়াটির লিঙ্ক নিচে দেওয়া হলঃ

আরবি ফতোয়ার লিঙ্কঃ http://tinyurl.com/zl3qp7h

ইংলিশ অনুবাদের লিঙ্কঃ http://tinyurl.com/zp9h8og

বাংলা অনুবাদের লিঙ্কঃ http://preview.tinyurl.com/h9damnn

আমরা বলবো সৌদি ফতোয়া বোর্ডের এ কথা হুজ্জতের সাথে সাংঘর্ষিক। এ ফতোয়া প্রদানে যে শায়খগণ ছিলেন তাদের নিকট কিছু প্রশ্ন করতে চাই, রাসূল স. মিরাজের রাতে মুসা আ.কে তার কবরে 'দাড়িয়ে' নামাজ পড়তে দেখেছেন।

মুসলিম শরীফসহ বহু হাদীসের কিতাবে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি নিম্নরুপ -

مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الأَحْمِرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেনঃ-

যেই রাতে আমাকে মি'রাজে নেয়া হলো সেই রাতে যখন আমি মূসা (আ.) এর নিকট এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি লাল বালুকাস্তুপের নিকট স্বীয় কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। (দেখুনঃ- সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৯৮১ । মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১২৫০৪ । সুনানে নাসায়ী, হাদীস নং ১৬৩১ ।)

শুধু মুসা আঃ নয় , নামাযের ব্যাপারে সকল নবীকে এ সম্মানে সম্মানিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

يُصَلُّون قُبُورِهِمْ فِي أَحْيَاءٌ الأَنْبِيَاءُ.
'নবীগণ কবরে জীবিত, নামায আদায় করেন'।

-মুসনাদে আবু ইয়ালা, হাদীস ৩৪২৫; হায়াতুল আম্বিয়া লিল বাইহাকী, হাদীস ১-৪

যারা এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন:
১. ইমাম বাইহাকী রাহ. (হায়াতুল আম্বিয়া, পৃ. ৫)
২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (ফাতহুল বারী ৬/৬০৫)
৩. হাফেজ ইবনুল মুলাক্কিন রাহ. (আল-বাদরুল মুনীর ৫/২৮৫)
৪. হাফেজ নূরুদ্দীন হাইসামী রাহ. [এর বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত] (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/২১১, হাদীস ১৩৮১২)
৫. আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. (ইম্বাউল আযকিয়া বিহায়াতিল আম্বিয়া, আল-হাবী, পৃ. ৫৫৫)
৬. আল্লামা মুনাবী রাহ. (ফায়জুল কাদীর, হাদীস ৩০৮৯)
৭. শাওকানী রাহ. (তুহফাতুয যাকিরীন পৃ. ২৮; নাইলুল আউতার, ৩/২৪৭)
৮. শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী রাহ., সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস ৬২১; সহীহুল জামিইস সাগীর; আলজানাইয; আত-তাওয়াসসুল ইত্যাদি)

এবার প্রশ্নগুলো উল্লেখ করছি। মুসা আ. যে তার কবরে দাড়িয়ে নামাজ পড়ছিলেন, এটা কি আপনারা বিশ্বাস করেন, না কি অস্বীকার করেন? এটা কে সম্ভব বলেন না কি অসম্ভব বলেন? এছাড়াও মিরাজের রাতে সমস্ত নবী বাইতুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হলেন এবং বোখারী মুসলিম সহ প্রায় সকল হাদীসের কিতাবে বিভিন্ন আসমানে নবীদের সাথে রাসূল স. এর কথোপকথন রয়েছে। এটিকে কি কুসংস্কার বলে ছুড়ে ফেলার ফতোয়া দেন? এখানেতো কবরে নামায পড়ার

ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে,আর নামায পড়লে হাত-পা তো অবশ্যই নড়বে। তাহলে আপনাদের কথা অনুযায়ি এধরনের ঘটনা বিশ্বাস করলে তার পিছে নামায হবে না। রাসূল স. মুসা আ. এর কবরে নামাযের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, রাসূল স. এর পিছে কি সাহাবাদের নামায হয়েছে? এধরনের ঘটনা বর্ণনা করে হাদীসের কিতাবগুলো কি উম্মতের মাঝে কুসংস্কার ছড়িয়েছে? হাদীসের কিতাব কি তাহলে উম্মতের আকিদা নষ্ট করেছে? আপনারা ফতোয়া দিয়েছেন, যেসব কিতাবে এই জাতীয় ঘটনা থাকবে সেগুলো পড়া জায়েজ নয়। তাহলে মুসলিম,মুসনাদে আহ্‌মাদ,সুনানে নাসায়ী পড়া কি বৈধ? আপনাদের ফতোয়াটি শুধু আহমাদ রিফায়ী রহ. এর ঘটনা সংশ্লিষ্ট নয়, আপনারা স্পষ্ট লিখেছেন, যেসব কিতাবে এজাতীয় ঘটনা থাকবে সেগুলো মসজিদে বা অন্য কোথাও পড়া জায়েয নয়।

শুধু হাত নয় পূর্ণ দেহ কবর থেকে বের হওয়ার ঘটনা হাদিসে রয়েছে

ফাজায়েলে হজ্বেতো শুধুমাত্র হাত বের হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামতো কবর থেকে সম্পূর্ণ দেহ বের হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি নিম্নরুপ -

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেন,

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ , عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَعْدٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَإِنَّهُ كَانَتْ فِيهِمُ الأَعَاجِيبُ ، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ ، قَالَ : خَرَجَتْ رُفْقَةٌ مَرَّةً يَسِيرُونَ فِي الأَرْضِ فَمَرُّوا بِمَقْبَرَةٍ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : لَوْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَوْنَا اللَّهَ لَعَلَّهُ يُخْرِجُ لَنَا بَعْضَ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقْبَرَةِ فَيُخْبِرُنَا عَنِ الْمَوْتِ ، قَالَ : فَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَوْا ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ خِلاسِيٍّ قَدْ خَرَجَ مِنْ قَبْرٍ يَنْفُضُ رَأْسَهُ ، بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودِ ، فَقَالَ : يَا هَؤُلاءِ مَا أَرَدْتُمْ إِلَى هَذَا ؟ لَقَدْ مِتُّ مُنْذُ مِائَةِ سَنَةٍ فَمَا سَكَنَتْ عَنِّي حَرَارَةُ الْمَوْتِ إِلَى السَّاعَةِ ، فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُعِيدَنِي كَمَا كُنْتُ " .

"তোমরা বনী ইসরাইলদের ঘটনা বর্ণনা করো। কেননা তাদের মাঝে অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এরপর রাসূল স. একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন,

একদা বনী ইসরাইলের কয়েকজন বন্ধু ভ্রমণে বের হল। তারা একটি কবরস্থান দিয়ে অতিক্রম করছিল । তারা একে -অপরকে বলল, "আমর যদি, দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে

দুয়া করি, তাহলে আল্লাহ তায়ালা হয়তো কবরের কোন ব্যক্তিকে আমাদের সামনে উপস্থিত করবেন। সে মৃত্যু সম্পর্কে আমাদেরকে বলবে।

তারা দু'রাকাত নামায আদায় করল। এরপর আল্লাহর কাছে দুয়া করল। **হঠাৎ এক ব্যক্তি মাথা থেকে মাটি পরিষ্কার করতে করতে কবর থেকে বের হয়ে এল**। তার কপালে সিজদার চিহ্ন ছিল। সে বলল, তোমরা কী চাও? আমি একশ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছি। এখনও আমার দেহ থেকে মৃত্যুর যন্ত্রনা উপশমিত হয়নি। আল্লাহর কাছে দুয়া করো, যেন তিনি আমাকে পূর্বের স্থানে (কবরে) ফেরত পাঠিয়ে দেন"

যেসব বিখ্যাত মুহাদ্দিস হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

১. ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ., মান আশা বা'দাল মাউত। হাদীস নং ৫৮
২. মুসনাদে আব্দ ইবনে হুমাইদ, হাদীস নং ১১৬৪
৩.ফাওয়াইদু তামাম আর-রাজী, হাদীস নং ২১৭
৪. আল-জামে লি আখলাকির রাবী, খতীব বাগদাদী, হাদীস নং ১৩৭৮
৫. আল-বা'স, ইবনে আবি দাউদ, হা.৫
৬.আজ-জুহদ, ইমাম ওকী ইবনুল জাররাহ, হাদীস নং৮৮
৭. আজ-জুহদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.
৮. মাজালিস মিন আমালি ইবনে মান্দাহ, ইবনে মান্দাহ, হাদীস নং ৩৯৩
৯. আল-মাতালিবুল আলিয়া, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হাদীস নং ৮০৭
১০. ফুনুনুল আজাইব, হা.১৯
১১. শরহুস সুদুর, জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. পৃ.৪২-৪৩

ঘটনাটি বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত। তামাম আর-রাজী এটি সরাসরি রাসূল স. থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. হযরত জাবির রা. থেকে মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যেটি মরফু এর হুকুমে। সুতরাং ঘটনার প্রামাণ্যতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

এবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম সম্পর্কে সৌদি ফতোয়াবোর্ড কি ফতোয়া দিবে ??? সকল ক্ষেত্রেই সৌদি আরবের ফতোয়া চোখ বন্ধ করে গ্রহণ করে নিতে হবে ???!!!!

এ ঘটনার ক্ষেত্রে সৌদি ফতোয়া বোর্ডের কাছে কিছু প্রশ্নঃ

রাসূল স. এধরনের ঘটনা বর্ণনা করে উম্মতকে কুফুরী শিক্ষা দিয়েছেন? মুহাদ্দিসগণ ঘটনাটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করে কুফুরী প্রচার করেছেন? বিখ্যাত ইমামগণ এই ঘটনার মূল বিষয় তথা কবর থেকে কেউ বের হয়ে কথা বলার উপর কোন আপত্তি করেননি। এটি অসম্ভব কিংবা এটি কুফুরী-শিরকী বলা তো দূরের বিষয়। সুতরাং নতুনভাবে এটাকে কুফুরী -শিরকী বলে সেসব ইমামদেরকে কেন অভিযুক্ত করছেন? ঘটনাটি যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে যেসব মুহাদ্দিস এই ঘটনা তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন, এবং এর উপর কোন অভিযোগ করেননি, তারা সকলেই কি কুফুরী-শিরকী করেছেন? মূল ঘটনা যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে এর সনদ দেখার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা, কুফুরী বিষয় বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হলেও কুফুরী, দুর্বল সনদে রর্ণিত হলেও কুফুরী। সুতরাং মূল ঘটনা যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে উপর্যুক্ত ইমাম ও মুহাদ্দিসগণ সম্পর্কে আপনাদের ফতোয়া জানতে চাই।

সালাফদের বর্ণনায় কবরে নাড়াচড়া

শুধুমাত্র হাদীস নয় এ ধরণের ঘটনা (কবরের মধ্যে নামায পড়া-নড়াচড়া করা) পরবর্তিতে সালাফগনও বর্ণনা করেছেন। যেমন -

আল্লামা আবু নুয়াইম নিজ সনদে ইয়াসার ইবনে হুবাইশ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন,

عن يسار بن حبيش عن أبيه قال أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابت البناني في لحده ومعي حميد ورجل غيره فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنه فإذا به يصلي في قبره فقلت للذي معي ألا تراه قال اسكت فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا لها ما كان عمل ثابت قال وما رأيتم فأخبرناها فقالت كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السحر قال في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطينها فما كان الله ليرد ذلك الدعاء

অর্থ: একমাত্র ইলাহ আল্লাহ তায়ালার শপথ, আমি, হুমাইদ ও আরেক ব্যক্তি সাবেত আল-বুনানীকে দাফন করার উদ্দেশ্যে তার কবরে অবতরণ করি। আমরা যখন দাফন সমাধা করে কবরে ইট বিছিয়ে দিলাম। উপর থেকে একটি ইট সরে গেল। আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে সে কবরে নামায আদায় করছে। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, তুমি তাকে দেখছো? সে বলল, চুপ করো। আমরা সঠিকভাবে দাফন সম্পন্ন করে তার মেয়ের নিকট এলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাবেতের আমল কী ছিল? আমরা যা দেখেছি, তার কাছে বলা হল। সে বলল, সে পঞ্চাশ বছর যাবৎ রাত জেগে নামায আদায় করতো। ফজর হলে সে দুয়া করতো, হে আল্লাহ, আপনি যদি কবরে কাউকে নামায পড়ার সুযোগ দেন, তাহলে আমাকে সেই সুযোগ দিন। সুতরাং আল্লাহ তার দুয়া প্রত্যাখ্যান করেননি।

-আহওয়ালুল কুবুর, পৃ.৭০
-শরহুস সুদুর, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, পৃ.১৮৮ ।
-মুখতাসারু সাফওয়াতিস সাফওয়া, খ.১, পৃ.২৯৬।
আশ্চর্যের বিষয় হল, সালাফীদের অনুসরণীয় শায়খ **মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী** তার 'আহকামু তামান্নিল মাউত' কিতাবে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আহকামু তামান্নিল মাউত শায়খ জদীর নিজের হাতের লেখা। এটি তাহকীক করেছে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ সাদহান ও শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে জিবরীন। এর ৪০ পৃষ্ঠায় এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ এর কিতাবে বর্ণিত এ ধরণের ৩টি ঘটনাঃ

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ (রাহঃ) শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর খাছ শাগরেদ ছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশের আহলে হাদীসদের কাছেও অনেক মান্যবর একজন আলেম। আমরা এখন দেখাবো যে ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ ও কবর থেকে সম্পূর্ণ মানুষ বের হওয়ার বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যার কিছু রাসূল স. থেকে বর্ণনা করা হয়েছে কিছু সাহাবী থেকে এবং কিছু সালাফদের থেকে।

১ম ঘটনাঃ

ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ কিতাবুল কুবুর এর রেফারেন্সে তার কিতাবুর রুহ এ লেখেন -

এক ব্যাক্তির চাক্ষুষ ঘটনাঃ

আল্লামা শা'বী রাহঃ এক ব্যাক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে,তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামকে বললেন, (হে আল্লাহর রাসূল!) আমি বদরের পাশদিয়ে অতিক্রম করছিলাম। এমন সময় দেখতে পেলাম এক ব্যাক্তি মাটি ভেদ করে বের হচ্ছে এবং এক ব্যাক্তি হাতে হাতুরী দিয়ে আঘাত করছে।পিটুনি খেতে খেতে সে মাটিতে ধুকে পড়ছে। আবার বের হচ্ছে , আবার ঢুকছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম বললেন এ হল আবু জাহল । কিয়ামত পর্যন্ত তাকে এরুপে শাস্তি প্রদান করা হবে। (কিতাবুর রুহ, পৃ-১০০)।

২য় ঘটনা

ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ ইবনে আবদ দুনিয়ার রেফারেন্সে তার কিতাবুর রুহঃ কিতাবে ইবনে ওমর রাযিঃ এর একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন -

ইবনে ওমর রাঃ এর ঘটনাঃ

ইবনে ওমর রাযিঃ বলেন একবার আমি মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তি স্থানে সওয়ারীতে আরোহন করে যাচ্ছিলাম। আমার পিছনে আসবাব পত্র বাঁধা ছিলো। পথিমধ্যে এক কবর স্থানের পাশ দিয়ে গমনকালে হঠাত ভয়ানক দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্তিত হয়ে গেলাম। এক ব্যাক্তি কবর থেকে বের হল, যার সমস্ত শরীরে আগুন এবং গলায় শিকল। এ অবস্থায় তাকে হেচরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমাকে দেখে ওই ব্যাক্তি বলছে, হে আব্দুল্লাহ্! আমার উপর পানি ছিটিয়ে দাও। আমি বলতে পারবো না সে আমাকে চিনে, না এমনিতেই আব্দুল্লাহ(আল্লাহর বান্দা) বলে ডাকছে। ইত্যবসরে অপর এক ব্যাক্তি বেরিয়ে এসে আমাকে বললো, হে আব্দুল্লাহ! তার উপর পানি ছিটাবে না। অতঃপর তার জিঞ্জির ধরে হেঁচড়িয়ে কবরে নিয়ে গেল। (কিতাবুর রুহ, পৃ-১০০)

৩য় ঘটনাঃ

ইবনুল কাইয়্যিম রাহঃ তার কিতাবুর রুক কিতাবে বর্ণনা করেন-

আবুত তাইয়াহ(রহ) বর্ণনা করেন,মুতাররাফ (রহ) প্রতিদিন প্রত্যুষে কবর যিয়ারাত করতেন। কিন্তু শুক্রবার রজনীর একাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর অন্ধকারে কবর যিয়ারাত করতেন। বলা হয় যে, তাঁর চাবুকটি রাতের আঁধারে জ্বল-জ্বল করত। একরাতে তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে গোরস্তানে পৌঁছে দেখতে পেলেন,প্রত্যেক কবরবাসী স্ব স্ব কবরে উপবিষ্ট। তাঁকে দেখে সবাই সমস্বরে বলে উঠল,ইনি মুতররাফ যিনি প্রতি শুক্রবার আমাদের কাছে আসেন। আমি (বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম,তোমরাও কি শুক্রবার সম্পর্কে জানতে পার? তারা বলল,হ্যাঁ, ঐ দিন পাখিরা যাকিছু বলে,তাও শুনতে পাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম, পাখিরা কি বলে? তারা বলল, পাখিরা বলেঃ সালাম,সালাম। (কিতাবুর রূহ, পৃঃ ৩)

এরকম আরো অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. (২০৮-২৮১ হি:)। তিনি একটি বিখ্যাত কিতাব লিখেছেন। কিতাবের নাম, মান আশা বা'দাল মাউত (মৃত্যুর পরে যারা জীবিত হয়েছেন)।পরবর্তীতে ইমাম বাইহাকী, ইবনে কাসীর, জালালুদ্দীন সূয়ূতী, ইবলিন কাইয়্যিম, ইবনে রজব হাম্বলীসহ অসংখ্য মুহাদ্দিস ও আলেম তার কিতাব থেকে বিভিন্ন

ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন। সুতরাং এ ধরণের কারামতে বিশ্বাস স্থাপন যেমন সালাফের মানহাজ, তেমন পরবর্তী আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।

কবরে নাড়াচড়া সম্পর্কে আক্বিদাগত কিছু মৌলিক কথাঃ

আমরা বিশ্বাস করি, ওলীদের থেকে মৃত্যুর পূর্বে যেমন কারামত প্রকাশিত হতে পারে, তাদের মৃত্যুর পরেও কারামত প্রকাশিত হতে পারে। এটিই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা। মৃত্যুর পরে কারামত প্রকাশিত হবে না, বা হওয়া অসম্ভব, এজাতীয় ধ্যান-ধারণা রাখা কুরআন ও সুন্নাহের বড় একটি অংশ অস্বীকারের নামান্তর। একইভাবে নবীদের থেকে তাদের জীবদ্দশায় যেমন মু'জিযা প্রকাশিত হতে পারে, তাদের ইন্তেকালের পরেও প্রকাশিত হতে পারে। কারণ কারামত একমাত্র আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় সংঘঠিত হয়। এতে বান্দার ক্ষমতা ও ইচ্ছার কোন প্রভাব নেই। আল্লাহ কখন কার মাধ্যমে কোন কারামতের প্রকাশ ঘটাবেন তিনিই ভালো জানেন। এক্ষেত্রে বান্দা শুধুমাত্র উপলক্ষ। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বেও যেমন আল্লাহর ক্ষমতা ও ইচ্ছায় কারামত প্রকাশিত হয়, তেমনি মৃত্যুর পরেও আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় কারামত প্রকাশিত হতে পারে। ***আল্লাহ তায়ালা চাইলে মৃত্যুর পরও রুহ,দেহ বা প্রতিচ্ছবির মাধ্যমে কারামত সংগঠিত হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ চাইলে মৃত্যুর পরও কবর থেকে কারো হাত বা সম্পূর্ণ দেহও বের হয়ে আসতে পারে।এটা কারামত হিসেবেও করতে পারেন আবার কোন কিছুর নিদর্শণ হিসেবেও করতে পারেন।এর বেশ কিছু উদাহারণ পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো অসম্ভব মনে করা মূলত হাদীসে বর্ণিত এ ধরণের রেওয়েতকে অসম্ভব মনে করারই নামান্তর।***

ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এর বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় যে আল্লাহ চাইলে মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ মানুষও চলে আসতে পারেঃ

ইবনে তাইমিয়া রাহঃ বলেন -

অনেককে দেখতে পাবে, তাদের নিকট কেউ ওলী বা বুজুর্গ হওয়ার মানদন্ড হল, তাদের কাছ থেকে কিছু কাশফ প্রকাশিত হওয়া। অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক ঘটনা সংঘঠিত হওয়া। যেমন, কারও দিকে ইঙ্গিত করলে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করা। অথবা বাতাসে উড়ে মক্কায় বা অন্য কোথাও যাওয়া । অথবা কখনও পানির উপর হাটা। বাতাস থেকে পাত্র পানি দ্বারা পূর্ণ করা। অদৃশ্য থেকে টাকা-পয়সা এনে খরচ করা। অথবা হঠাৎ মানুষের চোখ থেকে অদৃশ্য হওয়া। **অথাব তার অনুপস্থিতে**

কিংবা তার মৃত্যুর পরে তাকে কেউ ডাক দিলে উপস্থিত হওয়া এবং ঐ ব্যক্তির প্রয়োজন পুরণ করা। মানুষের চুরি হয়ে যাওয়া জিনিসের সংবাদ বলে দেয়া। অদৃশ্য কোন বিষয়ের বর্ণনা দেয়া। অসুস্থ কারও সম্পর্কে সংবাদ দেয়া। ইত্যাদি।

এগুলোর কোনটি সংগঠিত হওয়া কখনও এটা প্রমাণ করে না যে, এ ব্যক্তি আল্লাহর ওলী। বরং সমস্ত ওলী-বুজুর্গ এ বিষয়ে একমত যে, কেউ যদি বাতাসে উড়ে, পানির উপর চলে তাহলে দেখতে হবে, সে রাসূল স. এর প্রকৃত অনুসারী কি না? শরীয়তের প্রকাশ্য বিধি-বিধান সে অনুসরণ করছে কি না? যদি এগুলো না থাকে তাহলে তার মাধ্যমে ধোকায় পড়া যাবে না। ***ওলীদের কারামত এসব বিষয় থেকে অনেক বড়।*** এধরনের অস্বাভাবিক বিষয় যার থেকে প্রকাশিত হয়, সে কখনও আল্লাহর ওলী হতে পারে, আবার আল্লাহর শত্রুও হতে পারে। কেননা এধরনে বিষয় অনেক কাফের, মুশরিক, আহলে কিতাব ও মুনাফিক থেকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অনেক বিদয়াতী থেকে এগুলো প্রকাশিত হয়। কখনও এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

সুতরাং এই ধারণা করা সমীচিন নয় যে, এধরনের কোন ঘটনা কারও থেকে প্রকাশিত হলেই সে আল্লাহর ওলী। বরং কোন ব্যক্তিকে তার গুণাবলী, কুরআন-সুন্নাহের অনুসরণের দ্বারা আল্লাহর ওলী গণ্য করা হবে। ইমানের নূর ও কুরআনের নূর দ্বারা তাদেরকে চেনা সম্ভব। এবং বাতেনী ইমানের হাকিকত দ্বারা তাদের বাস্তবতা অনুধাবন করা হয়। সেই সাথে প্রকাশ্য শরীয়তের বিধি-বিধান ওলী হওয়ার অপরিহার্য অংশ।

[মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া, খ.১১, পৃ.২১৩]

ইবনে তাইমিয়া রহ. কিছু অস্বাভাবিক ঘটনার উদাহরণ দিয়েছেন, যেগুলো অপ্রাকৃতিক ঘটনা হিসেবে ঘটতে পারে। তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন, ওলীদের কারামত এসব উদাহরণ থেকেও অনেক বড়। ইবনে তাইমিয়া রহ. যেসব উদাহরণ দিয়েছেন, এর মাঝে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি উদাহরণ রয়েছে। সেটি হল, কোন মৃত ব্যক্তি উপস্থিত হওয়া। একজন মৃতব্যক্তি কারও সামনে উপস্থিত হওয়াটা সম্ভব। এটি কারামত হিসেবে যে কোন ওলীর ক্ষেত্রে ঘটতে পারে। এধরনের কারামত প্রকাশিত হওয়া শরীয়তে অসম্ভব নয়। বরং এর চেয়ে বড় কারামত সংঘঠিত হতে পারে। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর বক্তব্য থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট।

এবার নিকট অতিতের এ ধরণের একটি কারামত বর্ণনা করছি।

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম রহ. তার আয়াতুর রহমান কিতাবের ১০২ নং পৃষ্ঠায় একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

শহীদ হওয়ার তিন দিন পরে পিতার সাথে মুসাফাহা

ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ,

"আমার নিটক বিশিষ্ট মুজাহিদ ওমর হানিফ বর্ণনা করেছে, ১৯৮০ সালে রাশিয়া আফগানিস্তানে একটি বড় সেনাদল পাঠায়। তাদের সাথে সত্তরটি ট্যাং ছিল। সাথে বিপুল পরিমাণ অন্যান্য সমরাস্ত্র ছিল। এ সেনাদলকে বারটি হেলিকপ্টার নিরাপত্তা দিচ্ছিল। তাদের মোকাবেলায় ১১৫ জনের একটি মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হয়। কাফেরদের সাথে প্রচন্ড লড়াই হয়। অবশেষে শত্রু পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। মুজাহিদ বাহিনী তাদের ১৩ টি ট্যাং ধ্বংস করে। মুজাহিদদের মাঝে ৪ জন শাহাদাৎ বরণ করে। এদের মাঝে ইবনে জান্নাত গুল নামে এক ভাই ছিলেন। আমরা তাকে যুদ্ধের ময়দানে দাফন করে আসি। তিন দিন পরে আমরা সেখানে গিয়ে তাকে তার পিতার কবরস্থানে দাফনের জন্য স্থানান্তর করি। তার পিতা জান্নাত গুল এসে ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, " প্রিয় ছেলে !, তুমি যদি শহীদ হয়ে থাকো, তাহলে আমাকে তোমার শাহাদাতের একটি নিদর্শন দেখাও? হঠাৎ শহীদ ছেলেটি হাত বাড়িয়ে তার পিতার সাথে মুসাফাহা করল এবং তাকে সালাম দিল। এমনকি মুসাফাহা করে পনের মিনিট যাবৎ পিতার হাত ধরে রাখল। এরপর হাত তার ক্ষতস্থানে রাখল। শহীদের পিতা পরে বলেছেন, ছেলে মুসাহাফা করার সময় এতো জোরে চাপ দিচ্ছিল যে আমার হাত ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা হচ্ছিল। উমর হানিফ বলেন, এই ঘটনা আমি নিজের চোখে দেখেছি। [সূত্র : আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, পৃ. ১০২-১০৩]

এ কিতাবটিতে কারামত সম্পর্কে আলোচনা ও কিতাবে কারামত উল্লেখ করাকে যারা কুসংস্কার ও বিদয়াত প্রচারের কারণ বলে মনে করেন, তাদের অভিযোগ খন্ডন করে ড. আব্দুল্লাহ আজজাম লিখেছেন, -

" এই কিতাবের উপর চতুর্থ অভিযোগ হল, এধরনের ঘটনা প্রচারের মাধ্যমে মানুষের মাঝে কুসংস্কার ও বিদয়াত প্রসারিত হবে। আমি বলব, সন্দেহ নেই, কুসংস্কারাচ্ছন্ন কেউ হয়ত একে কুসংস্কারের উৎস বানিয়ে এর দ্বারা ব্যাবসা করবে, কিংবা তার কুসংস্কারে ভরা চেতনার খোরাক যোগাবে, কিন্তু বাস্তবতা হল, সাহাবায়ে কেরাম রা. তাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বদর প্রান্তে অবতীর্ণ ফেরেশতাদের কথা আলোচনা করতেন; তাদের আকিদায় তো কুসংস্কার বাসা বাধেনি? তাদের আকিদা তো ভ্রষ্ট হয়নি। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিশেষভাবে ঐতিহাসিকদের মাঝে যারা মুহাদ্দিস ছিলেন যেমন ইবনে কাসীর তার আল-বিদায়াতে এবং ইবনুল আসীরসহ অন্যরা তাদের কিতাবে অসংখ্য কারামত উল্লেখ করেছেন। হাদীসের এমন কোন কিতাব নেই যে কিতাবে সাহাবায়ে কেরামের ফজীলত ও মর্যাদা, তাদের কারামত ও বৈশিষ্ট উল্লেখ করা হয়নি। এগুলোকি পরবর্তী প্রজন্মের আকিদায় কোন প্রভাব ফেলেছে? এগুলোর কারণে কি মুসলিম উম্মাহের মাঝে বিদয়াত ছড়িয়ে পড়েছে? আমরা আমাদের এসব সালাফের (পূর্ববর্তীগণ) উত্তরসূরী। এক্ষেত্রে আমরা নতুন

কিছুর অবতারণা করিনি, আমরা কেবল তাদের অনুসারী।" [সূত্র: আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান, শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম, পৃ.৩৬]

এই কিতাবের(আয়াতুর রহমান ফি জিহাদিল আফগান) ভূমিকায় শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম কারামত অস্বীকারকারীদের মনস্তত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। বিশেষভাবে আফগান মুজাহিদ আব্দে রব্বির রাসূল সাইয়্যাফ এই কিতাবের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। কিতাবের ভূমিকায় তিনি বলেন,

فأنا لا ألومهم لأنهم غارقون في نظراتهم المادية بعيدون عن واقع وأما الذين يشككون في هذه الكرامات الجهاد

অর্থ: "যারা এসব কারামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে, আমি তাদেরকে ভর্সৎসনা করি না। কেননা তারা তাদের "বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণায়" নিমজ্জিত আছে। তারা জিহাদের বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে। "

কিতাবটির ডাউনলোড লিংক: http://ia600508.us.archive.org/32/items/waq38881/38881.pdf

মৃত্যুর পর কথোপকথন সম্পর্কিত কারামত

কারামত হিসেবে মৃত্যুর পর কথা বলা বিশ্বাস করা ইমানের দাবি। কেননা কোরআন ও হাদীসে এ ধরণের বেশ কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল -

ঘটনা - ১

ইমাম বাইহাকী রহ. হযরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, হযরত উসমান রা. এর সময় যায়েদ ইবনে খারিজা আল-আনসারী রা. ইন্তেকাল করেন। তাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। পরবর্তীতে তিনি কথা বলে উঠেন। এবং বলেন, রাসূল স. এর কথা পূর্ববতী আসমানী কিতাবে রয়েছে। আবু বকর সত্য বলেছেন। উমর সত্য বলেছেন। উসমান সত্য বলেছেন।

ঘটনার সনদ বা সূত্র বিশুদ্ধ। দেখুন,

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর রহ. খ.৬, পৃ.২৯৩
২.দালাইলুন নুবুওয়াহ, ইমাম বাইহাকী রহ.। হাদীস নং ২৩০৫

৩.আল-ইস্তেয়াব, ইবনে আব্দুল বার রহ. বর্ণনা নং ৮৪৪ ।
৪. ত্ববরানী ফিল কাবীর, বর্ণনা নং ৫১৪৪
৬.তাহজীবুল কামাল।
৭. আস-সিকাত, ইবনে হিব্বান রহ.।
৮. ইমাম আবু হাতিম, মাশাহিরু উলামায়িল আমসার।

এছাড়াও বহুগ্রন্থে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনার সনদ সহীহ। কারামত অস্বীকারকারীদের মতে এটি অসম্ভব। কারামত অস্বীকারকারীরা ফাজায়েলে আমলের এজাতীয় দু'একটি ঘটনা উল্লেখ করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। এধরনের ঘটনার কারণে তারা সমাজে জঘন্য অপপ্রচার চালিয়েছে, ফাজায়েলে আমলে কুফুরী-শিরকী বিষয় রয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। নিজেদের বস্তুবাদী বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে তারা সাধারণ মানুষকে কারামতে অবিশ্বাসী হওয়ার দাওয়াত দিচ্ছে। অথচ পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারাতে মৃত্যুর পরে কথোপকথনের স্পষ্ট ঘটনা রয়েছে। কারামত হিসেবে মৃত্যুর পর কথা বলাতে বিশ্বাস করা যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে তাদের দাবী অনুযায়ী পবিত্র কুরআনে কুফুরী-শিরকী বিষয় রয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। একই বিষয় ফাজায়েলে আমলে থাকলে যদি শিরক হয়, তাহলে কুরআনে থাকলে শিরক নয় কেন?

কারামত অস্বীকারকারীরা কি বলতে চায়, কুরআন মানুষকে শিরক শিখিয়েছে? নাউযুবিল্লাহ। তাদের আরেকটি যুক্তি হল, ঘটনার সত্যতা কি? ঘটনা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সাথে কুফুরী শিরকীর কী সম্পর্ক? বিশুদ্ধ সনদে কুফুরী-শিরকী বর্ণনা করা সঠিক আর দুর্বল সনদে কুফুরী শিরকী বর্ণনা অন্যায়? তাদের দাবী কি এটাই? তারা বলে, কুরআন-হাদীসে থাকলে ঠিক আছে। কিন্তু একই জিনিস ফাজায়েলে আমলে থাকলে শিরক। এরা আসলে পরোক্ষভাবে কুরআন ও হাদীসে কারামত থাকার কারণে কুরআন-হাদীসকে কুফুরী-শিরকের উৎস বলতে চায়। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভয়ে সেটা প্রকাশ করতে পারে না। নতুবা হুবহু একই বিষয়কে কুফুরী-শিরকের বলার তাৎপর্যটা কী?

ইবনে আব্দুল বার রহ. উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার লিখেছেন,

وهو الذي تكلم بعد الموت لا يختلفون في ذلك

যায়েদ ইবনে খারিজা রা. যিনি মৃত্যুর পর কথা বলেছেন। এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ মতবিরোধ করেননি।

ঘটনা-২:

ইমাম বাইহাকী রহ. দালাইলুন নুবুওয়াহতে বর্ণনা করেছেন, হযরত রিবয়ী ইবনে খিরাশ বলেন,

"আমার এক ভাই মৃত্যুবরণ করল। সে আমাদের মাঝে সবচেয়ে দীর্ঘ নামায আদায় করতো। ঘরমের দিনে সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতো। আমরা তাকে কাপড় আবৃত করলাম। সকলে তার পাশে বসে ছিলাম। হঠাৎ সে চেহারার কাপড় সরিয়ে দিয়ে বলল, আস-সালামু আলাইকুম। আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ, মৃত্যুর পরেও? সে বলল, আমি আমার প্রভূর সাথে সাক্ষাৎ করেছি। দয়াময় প্রভূ আমাকে জান্নাত দান করেছেন। তিনি আমার প্রতি রাগান্বিত নন। তিনি আমাকে মণি-মুক্তা খচিত কাপড় পরিধান করিয়েছেন। তোমরা খুব দ্রুত আমাকে রাসূল স. এর কাছে পৌছে দেও। কেননা তিনি আল্লাহর শপথ করেছেন, আমি তার কাছে না পৌছা পর্যন্ত তিনি স্থান ত্যাগ করবেন না। "

ঘটনাটি বিশুদ্ধ সূত্রে রর্ণিত। ঘটনাটি যেসব বিখ্যাতু মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন,

১. ইমাম বাইহাকী, দালাইলুন নুবওয়াহ, খ.৬, পৃ.৪৫৪
২.ইবনে সায়াদ, আত-ত্ববাকাত, খ.৬, পৃ.১৬০।
৩.আল-ইস্তেয়াব, ইবনে আব্দিল বার, যায়েদ ইবনে খারিজা এর জীবনী।
৪.ইবনে আবিদ দুনিয়া, মান আশা বা'দাল মাউত, বর্ণনা নং ৯ ।
৫. ইবনে হিব্বান, আস-সিকাত, খ.৪, পৃ.৩২৬

উক্ত ঘটনাটি খুবই আশ্চর্যজনক। এধরনের কোন ঘটনা ফাজায়েলে আমল কিংবা দেওবন্দী কোন আলেমের কিতাবে থাকলে এটা অবশ্যই শিরক হতো। এবং এটা নিয়ে যারপর নাই হাশি-তামাশা করতো কারামত অস্বীকারকারী সালাফী ও আহলে হাদীস। আহলে সুন্নত বহির্ভূত বিকৃত মানসিকতার কিছু শায়খ যেমন, তাউসীফুর রহমান রাশেদী, উমর সিদ্দিক, আবু যায়েদ জমীর, তলিবুর রহমান, মতিউর রহমান মাদানী, মুরাদ বিন আমজাদ, আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালামসহ সালাফী মানহাজ থেকে বিচ্যুত লোকেরা সাধারণ মানুষকে কারামত বিদ্বেষী করছে। আর এভাবেই কুরআন-হাদীস ও সালাফে-সালেহীনের কারামতকে হাশি-তামাশার বস্তু বানিয়েছে। নাউযুবিল্লাহ। এরা হকপন্থী আলেমদের উপর কুফুরী-শিরকের যতগুলো অপবাদ দিয়েছে, এর অধিকাংশ এজাতীয় কারামত। কারামতকে কুফুরী শিরকী আখ্যা দেয়ার পাশাপাশি এরা কারামতকে উপহাস করে মূলত: কুরআন-সুন্নাহ নিয়ে উপহাস করেছে। কারণ যেসব কারামত নিয়ে এরা উপহাস করেছে, হুবহু একই ধরনের কারামত কুরআন-হাদীসে রয়েছে। সুতরাং একটিকে নিয়ে

উপহাসের অর্থ একই ধরনের অপরটিকেও উপহাসের পাত্র বানানো। এজন্যই আমরা দেখতে পাই, এদের সামনে কিংবা এদের অনুসারীদের সামনে যখন বিশুদ্ধ সূত্রে এজাতীয় কারামত উল্লেখ করা হয়, তখন নির্দ্বিধায় সেগুলো অস্বীকার করে।

কারামত অস্বীকারের ক্ষেত্রে আহলে সুন্নত ও সালাফী মানহাজ বহির্ভূত নব্য মু'তাজিলীদের বাস্তবতা দেখতে এদের লেখা যে কোন বই দেখতে পারেন। বিশেষভাবে আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম সম্পাদিত তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দীগণ, মুরাদ বিন আমজাদের লেখা সহীহ আকিদার মানদন্ডে তাবলীগি নেসাব । কারামত অস্বীকার, এগুলো নিয়ে হাশি-তামাশা, একে কুফুরী -শিরকী আখ্যা দেয়ার মাধ্যমে এরা মূলত: বিভ্রান্ত ফেরকা মু'তাজেলাদের ভ্রান্ত মতবাদ সমাজে প্রচার করছে। পশ্চিমাদের বস্তুবাদে প্রভাবিত তথাকথিত এসব শায়খদের কিতাব প্রমাণ করছে, পূর্ববর্তী আলেমগণ ও সালাফের অধিকাংশ কুফুরী-শিরকী আকিদা লালন করেছেন। নাউযুবিল্লাহ। কেননা, ইতিহাস, তাফসীর, হাদিস, রাবীদের জীবনীর উপর লেখা এমন কোন কিতাব পাওয়া যাবে না যেখানে এধরনের কারামত নেই। সুতরাং এজাতীয় কারামত লেখা, সেগুলো প্রচার করা যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে সালাফের কেউ এই অপবাদ থেকে বাচবেন কি না সন্দেহ। আমরা এধরনের বিকৃত মানসিকতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

উপর্যুক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করার পর ইমাম বাইহাকী রহ. লিখেছেন,

هذا إسناد صحيح، لا يشك حديثيٌّ في صحته

অর্থ: ঘটনার সনদ সহীহ। এটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন মুহাদ্দিস সন্দেহ করতে পারে না।

ঘটনাটি সালাফীদের অনুসরণীয় শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী তার কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন,

وبالجملة؛ فالقصة صحيحة بلا شك، والله على كل شيء قدير

অর্থ: "মোট কথা, নি:সন্দেহে ঘটনাটি বিশুদ্ধ (সহীহ)। আল্লাহ তায়ালা সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান"

[সিলসিলাতুস জয়ীফা, ৬৬৭৩ নং হাদীসের আলোচনা দ্রষ্টব্য]

ঘটনা -৩:

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির তার তারীখে লিখেছেন,

عن عبد الله بن عتبة الأنصاري ، قال بينما ثم يثورون القتلى يوم مسيلمة إذ تكلم رجل من الأنصار من القتلى ، فقال : محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان الرحيم ثم سكت

আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা আল-আনসারী রা. বলেন, মুসালাইমাতুল কাজ্জাবের সাথে যখন ঘোরতর লড়াই চলছিল, আনসারী এক শহীদ কথা বলে উঠল। সে বলল, "মুহাম্মাদ স. আল্লাহর রাসূল। আবু বকর হলেন সিদ্দিক (সত্যবাদী), উমর রা. হলেন শহীদ। উসমান রা. হলেন নম্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী। এরপর সে চুপ করল।

তারীখে দিমাশক, খ.৩০, পৃ.৪০৮ , মান আশা বা'দাল মাউত, পৃ.১৭, বর্ণনা নং ৮

ঘটনা-৪:

জঙ্গে সিফফীন অথবা জঙ্গে জামালে মৃতের কথোপকথন:

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে লিখেছেন,

عن عبد الله بن عبيد الأنصاري ، قال : بينما هم يثورون القتلى يوم صفين أو يوم الجمل إذ تكلم رجلٌ من الأنصار من القتلى فقال محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الشهيد عثمان الرحيم ثم سكت

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়েদ আল-আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জঙ্গে জামাল অথবা সিফফীনে যখন ঘোরতর লড়াই চলছিল, হঠাৎ এক আনসারী শহীদ কথা বলে উঠল। সে বলল, মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল । আবু বকর হলেন, সত্যবাদী। উমর হলেন শহীদ। উসমান কোমল হৃদয়ের অধিকারী। এরপর সে চুপ করল। "

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৬, পৃ.১৫৮, তারীখে দিমাশক, খ.৩৯, পৃ.২২২]

কারামত অস্বীকারকারীদের বাস্তবতা উপলব্ধির জন্য একটি পরীক্ষা করতে পারেন। এসব শায়খদের কাউকে জিজ্ঞাসা করুন, এক দেওবন্দী আলেম উক্ত ঘটনাটি লিখেছেন। এ ঘটনা সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? কোন কোন কিতাবে আছে, সেটি না বলে এধরনের পরীক্ষা করতে পারেন। তবে যদি

বলেন, শায়খ নাসীরুদ্দীন আলবানী একে নি:সন্দেহে সত্য বলে স্বীকার করেছেন, তাহলে শায়খদের বুলি পাল্টে যাবে। সুতরাং ঘুণাক্ষরে তাদের সামনে এটা বলা যাবে না।

এধরনের কারামতকে অস্বীকার, একে কুফুরী শিরকী বলার ধৃষ্টতা এ পর্যায়ে পৌছেছে যে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত হায়াতুন্নবীর আকিদাকে কুফুরী আকিদা আখ্যা দিচ্ছে। নাউযুবিল্লাহ। এদের এই তাকফিরী মনোভাব উম্মাহকে বিভক্ত করছে। সাধারণ মানুষকে সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে আলেম বিদ্বেষী করছে। আল্লাহ তায়ালা সাধারণ মানুষকে হেফাজত করুন।আমীন।

মৃত্যুর পর হাসি সংক্রান্ত কারামত:

১. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. বর্ণনা করেছেন, হারিস আল-গানাবী বর্ণনা করেন, রবী ইবনে খিরাশ কসম খেয়েছিলেন, তিনি পরকালে তার অবস্থান না জানা পর্যন্ত দাঁত বের করে কখনও হাসবেন না। তার মৃত্যুর পরেই কেবল তিনি হেসেছিলেন। রবী ইবনে খিরাশের ভাই রিবয়ী ইবনে খিরাশও একই কসম খেয়েছিলেন। তিনি জান্নাতী না কি জাহান্নামী সেটা না জানা পর্যন্ত হাসবেন না। হারেস আল-গানাবী বলেন, রিবয়ী ইবনে খিরাশের গোসলদাতা আমাকে বলেছে, আমরা যতক্ষণ তাকে গোসল দিচ্ছিলাম ততক্ষণ তিনি খাটের উপর মুচকী হাসছিলেন।

[মান-আশা বা'দাল মাউত, পৃ.২০, বর্ণনা নং ১২ ।]

শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আজজাম রহ. তার আয়াতুর রহমানে আফগান মুজাহিদগণের অনেক কারামত উল্লেখ করেছেন। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করার পর অনেক শহীদ হেসেছেন। এধরনে কিছু ঘটনা শায়খের কিতাব থেকে,

২. আমার নিকট আরসালান বর্ণনা করেছে, মুজাহিদ আব্দুল জলিল ত্বালিবে ইলম (ছাত্র) ছিল। খুব নেককার ছেলে ছিল। বোম্বিং এ সে শাহাদাৎ বরণ করে। আসর সময় তার জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। আসরের পরে তাকে তার পিতার ঘরে দাফনের জন্য নেয়া হয়। সকাল পর্যন্ত তার লাশ সেখানে ছিল। মুজাহিদগণ তার কাছেই ছিল। সকাল পর্যন্ত সে চোখ খুলছিল, আর মুচকী হাসছিল। মুজাহিদগণ আরসালানের নিকট এসে বলল, আব্দুল জলিল তো মৃত্যুবরণ করেনি। আরসালান বললেন, সে শহীদ হয়েছে। অন্যরা বলল, তার মৃত্যু নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে কীভাবে দাফন

করব? সে জীবিত থাকলে তার উপর নতুনভাবে জানাযা পড়তে হবে। আরসালান বললেন, সে গতকালই ইন্তেকাল করেছে। তবে এটি শহীদের বিশেষ কারামত।

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৭

৩. বাগমানের প্রধান কমান্ডার মুহাম্মদ উমর আমার কাছে বর্ণনা করেছে, আমাদের সাথী হামিদুল্লাহ শহীদ হল। দাফনের সময় আমি তাকে হাসতে দেখলাম। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম, এটা আমার চোখের ভুল। পরবর্তীতে ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম, সে আসলেই হাসছিল।

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৭

৪. বিখ্যাত কমরান্ডার ফাতহুল্লাহ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, মুজাহিদ সুহাইত খানের দাফনের চার দিন পর আমরা তার কবর উন্মুক্ত করি। কবর খুড়ে দেখি, সে মুচকী হাসছে। আল্লাহু আকবার, আমি দেখেছি, সে চোখ খুলে আমাদেরকে দেখছিল।

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৭

কারামত অস্বীকারকারী ভাইয়েরা এসব কারামত থেকে নিশ্চয় শিরকের গন্ধ পেয়ে গেছেন। ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, ইবনে কাসীর, ইবনে আসাকির, আব্দুল্লাহ আজ্জাম উম্মতের মাঝে শিরক প্রচার করেননি। আবার তারা নিজেরাও এসব বিশ্বাস করে শিরক করেননি। এধরনের কারামতে বিশ্বাস যদি শিরক হয়, তাহলে ইবনে কাসীর রহ. শিরকে লিপ্ত ছিলেন, এই ফতোয়া দিয়ে দিন। তাফসীরে ইবনে কাসীর পড়া নিষিদ্ধ করুন। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া নিষিদ্ধ করুন। কারণ আল-বিদায়াতে এধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। আমরা পর্বে পর্বে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। যেসব সহীহ আকিদার কারামত অস্বীকারকারী ভাইয়েরা ফাজায়েলে আমলের এধরনের ঘটনা থেকে শিরকের গন্ধ পান, তারা কি আল-বিদায়ার একই ঘটনা থেকে তাউহীদের গন্ধ পান? তাদের এই স্ববিরোধী আচরণ আমাদেরকে বিস্মিত করে। শুধু বিরোধীতার জন্যই যে বিরোধীতা হয়, এই বাস্তবতা আরও প্রকট করে তোলে। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দীনের সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন।

মৃত্যুপরবর্তী কার্যক্রম ও দুনিয়াতে এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিয় কারামত

'আর রুহ' ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর বিখ্যাত একটি কিতাব। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ইন্তেকালের পরে তিনি কিতাবটি লিখেছিলেন।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. কিতাবুর রুহে লিখেছেন,

وأما من حصل له الشفاء بإستعمال دواء رأى من وصفه له في منامه فكثير جدا وقد حدثنى غير واحد ممن كان غير مائل إلي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه بالصواب

وبالجملة فهذا أمر لا ينكره إلا من هو أجهل الناس بالأرواح وأحكامها وشأنها وبالله التوفيق

অর্থ: স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত ওষুধের দ্বারা আরোগ্য লাভের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ভক্ত ছিল না, এমন অনেকেই আমার কাছে বর্ণনা করেছে, তার মৃত্যুর পরে তাকে স্বপ্নে দেখেছে। তার কাছে বিভিন্ন জটিল মাসআলা-মাসাইল জিজ্ঞাসা করেছেন। যেমন, উত্তরাধিকার (ফারাইজ) বন্টন সম্পর্কিত মাসআলা। তিনি এগুলোর সঠিক উত্তর দিয়েছেন। মোটকথা, এ বিষয়গুলি যারা অস্বীকার করে, তারা রুহ ও এর বিভিন্ন কার্য সম্পর্কে সবচেয়ে মূর্খ।

[কিতাবুর রুহ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, পৃ.৪৮]

http://islamport.com/w/qym/Web/3173/30.htm

মৃত্যুপরবর্তী কার্যক্রম ও এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন,

ومما ينبغي أن يعلم أن ما ذكرنا من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والكبر والصغر، فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن هو دونها. وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم تفاوت بحسب تفارق الأرواح في كيفياتها وقواها وإبطائها وإسراعها والمعاونة لها، فللروح المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ والهمة وسرعة الصعود إلى الله والتعلق بالله ما ليس للروح المهينة المحبوسة في علائق البدن وعوائقه، فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تجردت وفارقته واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنها روحا علية زكية كبيرة ذات همة عالية، فهذه لها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر على مثله حال اتصالها بالبدن من هزيمة الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد القليل ونحو ذلك، وكم قد رئي النبي (صلى الله عليه وسلم) ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هزمت أرواحهم عساكر الكفر والظلم فإذا بجيوشهم مغلوبة مكسورة مع كثرة عَدَدهم وعُدَدهم وضعف المؤمنين وقلتهم

অর্থ: জেনে রাখা উচিৎ যে, পূর্বে আমরা রুহের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। রুহের বিভিন্ন অবস্থা যেমন, শক্তি, ছোট-বড় হওয়া বা অন্যান্য অবস্থার প্রেক্ষিতে রুহের কার্যক্রম ভিন্ন ভিন্ন হয়। তুমি দেখে থাকবে, দুনিয়াতে রুহের অবস্থার কারণে কার্যক্রমের মাঝেও ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। রুহের শক্তি ও অবস্থার করণে এর গতি, কার্যক্রম, চলাচল ও প্রতিক্রিয়ার মাঝে পার্থক্য দেখা যায়। দেহের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মর্যাদাসম্পন্ন রুহের ব্যাপক কার্যক্রম, শক্তি, গতিশীলতা, হিম্মত ও আল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার ক্ষমতা থাকে, যেটা দেহের বন্ধনে আবদ্ধ বন্দী রুহের থাকে না। দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকার পরও রুহের অনেক অপ্রাকৃতিক কার্যক্রম দেখা যায়, সুতরাং এটি দেহের বন্ধ মুক্ত হয়ে এর পরিপূর্ণ শক্তি ও প্রকৃত বাস্তবতায় যখন ফিরে যায়, পবিত্র ও অধিক শক্তিসম্পন্ন এসব রুহের কার্যক্রম তাহলে কেমন হবে? দেহের বন্ধনে আবদ্ধ রুহের কার্যক্রম থেকে দেহের বন্ধ মুক্ত রুহের কার্যক্রম ভিন্ন। রুহের কার্যক্রম সম্পর্কে এতো অধিক বর্ণনা রয়েছে যে, এগুলো অস্বীকারের উপায় নেই। মৃত্যুর পরে রুহের কার্যক্রম সম্পর্কে অসংখ্য স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে। মৃত্যুর পরে রুহের মাধ্যমে এমন সব ঘটনা ঘটেছে, যেটি জীবিত থাকা অবস্থায় সম্ভব নয়। যেমন, একজন, দু'জন অথবা সামান্য কিছু লোক বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা। অসংখ্য লোক রাসূল স. কে স্বপ্নে দেখেছে, তার সাথে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা. রয়েছেন। তাদের রুহ কাফেরদের সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছে। কাফেরদের পরাজিত ছিন্ন-ভিন্ন সেনাদের লাশ ছড়িয়ে থাকে। অথচ তাদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছিল। মুসলমানরা সংখ্যা ও শক্তিতে ছিল খুবই নগন্য ।

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. মৃত্যুর পর রুহের কার্যক্রম ও এর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এজাতীয় কিছু ঘটনা নীচে উল্লেখ করা হল।

ঘটনা - ১

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. 'আর-রুহ' কিতাবে লিখেছেন,

في كتاب المنامات لابن أبي الدنيا عن

شيخ من قريش قال : رأيت رجلاً بالشام قد أسود نصف وجهه وهو يغطيه ، فسألته عن ذلك فقال : قد جعلت لله على أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به ، كنت شديد الوقيعة في علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت في منامي فقال لي : أنت صاحب الوقيعة فيّ ؟ فضرب شق وجهي ، فأصبحت وشق وجهي أسود كما ترى

অর্থ: ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. এর আল-মানামাত গ্রন্থে রয়েছে, জনৈক কুরাইশি ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শামে এক ব্যক্তিকে দেখলাম, তার চেহারার অর্ধেক অংশ কালো হয়ে গেছে। সে এই অংশটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করছে। আমি তাকে চেহারা কালো হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, আমি আল্লাহর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, এ বিষয়ে কেউ আমাকে প্রশ্ন করলে আমি তাকে বিষয়টি বলব। আমি হযরত আলী রা. খুব গালাগালি করতাম। আমি এক রাতে ঘুমিয়েছিলাম। স্বপ্নে এক ব্যক্তি আমার কাছে এল । এসে আমাকে বলল, তুমি কি আমাকে গালাগালি করো? এরপর তিনি আমার মুখে চড় মারলেন। সকালে উঠে দেখি মুখের একাংশ কালো হয়ে আছে।

কিতাবুর রুহ, পৃ.১৮৯

ঘটনাটি স্পষ্ট। হযরত আলী রা. তার ইন্তেকালের পরে একজনের স্বপ্নে আগমন করলেন। তাকে চড় মারার কারণে তার মুখে চড়ের প্রভাব রইল । ঘটনাটি সালাফীদের ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. লিখেছেন। এধরনের বিশ্বাস শরীয়ত বিরোধী না কি শরীয়ত সম্মত? এটা যদি শরীয়ত বিরোধী হয়, তাহলে তার অবস্থান কী? এটা কুফুরী, শিরকী, না কি বিদয়াত?

কিছু সালাফী ভাই বলবেন, আমরা ইবনুল কাইয়্যিমকে মানি না। ভালো কথা। আপনারা শুধু ইবনুল কাইয়্যিম নয়, আরও অনেক আলেম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। সেই সময়টাও আসছে ইনশাআল্লাহ। এই তালিকা দীর্ঘ হতে থাকবে। তবে আমাদের প্রশ্ন হল, তিনি ভুল করেছেন, তাকে অনুসরণ করি না, এগুলো আমরা শুনতে চাই না? এধরনের বিশ্বাস রাখার কারণে ইবনুল কাইয়্যিম সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য দিন। তিনি কি কুফুরী না কি শিরকী করেছে?

দেওবন্দী আলেম যখন রাসূল স. কে স্বপ্ন দেখল, এবং সেই স্বপ্নের বাস্তব প্রভাব পরবর্তীতে দেখা গেল, সেটা তো আপনাদের কাছে মহা শিরক। তাহলে এই ঘটনা শিরক নয় কেন? রাসূল স. স্বপ্নে দারুল উলুম দেওবন্দের পরিধি একে দিলেন, বাস্তবে তার প্রভাব দেখা গেল, এটা আপনাদের কাছে শিরক। তাহলে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. যে ঘটনা লিখলেন সেটা শিরক নয় কি?

ঘটনা-২:

ইবনুল কাইয়্যিম রহ. কিতাবুর রুহে লিখেছেন,

: وذكر ابن أبي الدنيا عن أبي حاتم الرازي ، عن محمد بن علي ، قال : كنا بمكة في المسجد الحرام قعوداً ، فقام رجل نصف وجهه أسود ونصفه أبيض ، فقال : يا أيها الناس اعتبروا بي ، فإني كنت أتناول الشيخين وأشتمهما ، فبينما أنا ذات ليلة نائم إذ أتاني آت ، فرفع يده فلطم وجهي وقال لي : يا عدو الله ، يا فاسق ، ألست تسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ، فأصبحت وأنا على هذه الحالة .

অর্থ: বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. আবু হাতিম রাজী রহ. থেকে বর্ণনা করেছে, তিনি মুহাম্মাদ বিন আলী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমরা মক্কায় মসজিদুল হারামে বসা ছিলাম। সেখানে এক ব্যক্তি দাড়াল, যার চেহারার অর্ধেক কালো ও অর্ধেক সাদা ছিল। লোকটি দাড়িয়ে বলল, লোক সকল, আমাকে দেখে শিক্ষা গ্রহণ করো। আমি হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রা.কে অসম্মান ও গালাগালি করতাম। আমি এক রাতে ঘুমিয়েছিলাম। আমার কাছে এক ব্যক্তি এল। সে হাত উঠিয়ে আমার মুখে চড় মারল। আমাকে বলল, হে আল্লাহর শত্রু, ফাসিক, তুমি কি আবু বকর রা. ও উমর রা. কে গালাগালি করো না? আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার মুখের এই অবস্থা।

[কিতাবুর রুহ, পৃ.২১৭, মাকতাবাতুস সফা]

ঘটনা - ৩

এধরনের একটি ঘটনা ইবনে কাসির রহঃ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া এ বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি কিতাবুর রুহ এও আছে।

ঘটনাটি নিম্নরুপ - "জনৈক বুযুর্গ বলেন এক রাতে আমি গভির রাতে অচেতন।চারিদিক নিরব নীস্তব্দ। গোটা দুনিয়া যেন ঘুমিয়ে আছে। ঠিক তখন আমি স্বপ্নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামকে দেখলাম। তার চারপাশ ঘিরে বসে আছেন আবু বকর রাযিঃ, উমর রাযিঃ, আলী রাযিঃ , মুয়াবিয়া রাযিঃ।

তখন এক ব্যাক্তি এসে সে মজলিসে হাজির হল। উমর রাযিঃ তাকে দেখে বলুলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ এই লোকটি আমাদের দুর্ণাম করে বেড়ায়।উওমর রাযিঃ এর এ কথার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম ঐ ব্যাক্তিকে শাসালেন। লোকটি বললো ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি তাদের কারো দুর্ণাম করি না। এরপর মুয়াবিয়া রাযিঃ এর দিকে আঙ্গুল দিয়ে বললেন আমি শুধু তার দুর্ণাম করি।

লোকটির এ কথা শুনে রাসালুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। অগ্নিঝড়া কণ্ঠে বললেন তুই ধংশ হ। সে কি আমার সহীহ নয়। তিনবার এ কথা বললেন। তারপর একটি বর্শা নিলেন এবং মুয়াবিয়া রাযিঃ কে বললেন- এর কণ্ঠ নালীতে এটা এঁটে দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের নির্দেশ মত মুয়াবিয়া রাযিঃ ঐ লোককে আঘাত করলেন। এরপর আমার ঘুম ভেঙে গেল।

সেদিন ভোরে সব কাজের আগে সেই লোকটির বাড়িতে গেলাম। গিয়ে দেখি তার লাশ পড়ে আছে। তাকে জবেহ করা হয়েছে। হতভাগ্য সেই লোকটির নাম রাশেদ কিন্দি"।

(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৮/১৪২)

এধরনের আরও অনেক ঘটনা কিতাবুর রুহে রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে এ'কয়টিই যথেষ্ট। স্বপ্নে বা রুহের জগতে কোন কিছু সংঘঠিত হওয়া এবং বাস্তবে এর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনার জন্য আর-রুহ কিতাবটি দেখতে পারেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দীর্ঘ সংশ্রবের পর ইবনুল কাইয়্যিম রহ. যে কিতাব সংকলন করেছেন, সেগুলোতে এসব ঘটনা রয়েছে। এসব ঘটনা তিনি কিতাবে উল্লেখ করেছেন। এগুলো থেকে রুহের বিভিন্ন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের প্রশ্ন হল, হুবহু একই বিষয় দেওবন্দী আলেমের কিতাবে থাকার পরেও সেটি যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাব কীভাবে সহীহ আকিদা হয়? তাহলে কি দেওবন্দী আলেমদের বক্তব্য পরিমাপের দাড়িপাল্লা একটি, আর সালাফী আলেমদের বক্তব্য মাপার দাড়িপাল্লা আরেকটি? স্বপ্নে কিছু সংগঠিত হওয়া এবং বাস্তবে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হওয়া যদি কুফুরী-শিরকী হয়, তাহলে এই ফতোয়াটি ইবনুল কাইয়্যিমের উপর আরোপ করুন। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কুফুরী-শিরকী আকিদা নামে লেকচার তৈরি করুন। আমরা দেখতে চাই, সহীহ আকিদার দাবীদারগণ কতটা নিরপেক্ষ এবং তারা সত্যিকার দাওয়াতী মেহনত করছে না কি পেট্র-ডলার অপছায়া তাদেরকে গ্রাস করেছে?

পরিশেষে আমরা একটা নিবেদন রাখতে চাই, যে বিষয়গুলো সম্পূর্ণ শরীয়ত সম্মত, যেখানে শরীয়ত বিরোধী কোন কিছুরই সম্পৃক্ততা নেই, সেটা কীসের ভিত্তিতে কুফুরী শিরকী বলেন? আল্লাহ তায়ালা কি বলেছেন, স্বপ্নের ঘটনার বাস্তব প্রতিক্রিয়ায় কেউ বিশ্বাস করলে সে কাফের? রাসূল স. কী বলেছেন, তোমরা স্বপ্নের ঘটে যাওয়া কোন কিছুর বাস্তব প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাস করবে না। কারণ এটি শিরক? শরীয়তের কোন দলিলের ভিত্তিতে এটা কুফুরী বা শিরকী? আপনারা যেহেতু কুরআন ও হাদীস ছাড়া কিছুই দলিলযোগ্য মনে করেন না, তাহলে বলুন, কুরআন ও হাদীসের কোথায় এগুলোকে কুফুরী-শিরকী বলা আছে। সুস্পষ্ট বক্তব্য আনুন। যদি কুরআন ও হাদীসের এধরনের সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য দেখাতে পারেন, তাহলে ফতোয়া দিন। আর সেই ফতোয়াটি শুধু দেওবন্দী

আলেমের বিরুদ্ধে নয়, সেটা নিজেদের ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ও ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর উপর আগে আরোপ করতে হবে। এটাই ইনসাফের দাবী।

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ সম্পর্কিয় কারামত

মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা কোরআন ও হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। কোরআন থেকে এর দুটি নমুনা উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারায় মূসা আঃ সম্পর্কে বলেন -

"অতঃপর আমি বললামঃ গরুর একটি খন্ড দ্বারা মৃতকে আঘাত কর। এভাবে আল্লাহ মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদের তার নিদর্শণ সমূহ প্রদর্শন করেন-যাতে তোমরা চিন্তা কর।" (সূরা বাকারা-৭৩)

দুনিয়ায় একবার মৃত হওয়ার পর তাকে গরুর খন্ড দিয়ে আঘাত করায় সেই মৃত ব্যাক্তি পুনরায় জীবন লাভ করলো। এটা ছিলো মূসা আঃ এর মোজেজা যা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা র হুকুমেই হয়েছে এখানে মূসা আঃ এর নিজস্ব কোন ক্ষমতা কাজ করেনি।

ঈসা আঃ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে -

"আমি জীবিত করি মৃতকে আল্লাহর হুকুম" (সূরা আলে-ইমরান - ৪৯)

এটা ছিলো ঈসা আঃ এর মোজেজা।

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা চাইলে তার বান্দাদের থেকে এ ধরণের ঘটনা ঘটাতে পারেন। কোরআনে উল্লেখিত মূসা আঃ ও ঈসা আঃ এর সাথে সংগঠিত মৃতের জীবিত হওয়ার ঘটনা যদি শির্ক না হয় তাহলে ফাযায়েলে আমাল বা ওলামায়ে দেওবন্দের লিখিত কোন কিতাবে মৃতের জীবিত হওয়ার ঘটনা উল্লেখ করা হলে সেটা শির্ক হবে কেন ???

ইবনে তাইমিয়া রহ. তার কিতাব আন-নুবুওয়াত এ লিখেছেন

"كما وقع لطائفة من هذه الأمة وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء (ع),

কখনও নবীদের অনুসারী উম্মতের হাতেও মৃতকে জীবিত করার ঘটনা ঘটতে পারে। যেমন, রাসূল স. এর উম্মতের অনেকের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে। "[আন-নুবুওয়াত, পৃ.২৯৮]

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর এই ফতোয়ার কারণে কিন্তু এসব সালাফী শায়খরা কখনও এই ফতোয়া দেননি যে, ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিজের নামায হত না, এবং তার পিছে যারা নামায পড়ত তাদেরও নামায হত না। সেই সাথে ইবনে ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিতাবও পড়া জায়েজ নয়, কারণ এগুলো মানুষের আকিদা নষ্ট করে এবং এতে কুসংস্কার রয়েছে। মৃত ব্যক্তি নড়া-চড়া করা তো দূরে থাক, ওলী-বুজুর্গের হাতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হলেও তাদের নিকট আকিদা নষ্ট হয় না। তবে শর্ত হল, উক্ত আলেম তাদের ঘরানার হতে হবে। কিন্তু অন্য কোন মতের অনুসারী কোন আলেম যদি এই কথা লিখত, তাহলে ঠিকই মুফতী বোর্ড ফতোয়া বের করত, অমুকের কিতাব পড়া জায়েজ নয়। তার কিতাব বাতিল আকিদা ও কুসংস্কারে ভরা। কিন্তু তাদের অনুসরণীয় ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর চেয়েও মারাত্মক কোন বিষয় লিখলেও সেগুলো সহীহ আকিদা হিসেবেই বিবেচিত হয়। আসলে এখানে হিন্দু সমাজে প্রচলিত প্রবাদই প্রতিপাদ্য। যত দোষ নন্দ-ঘোষ।

এবার হাদীসের কিতাবে বর্ণিত মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার কিছু ঘটনা বর্ণনা করছি।

ঘটনা - ১

আব্দুল্লাহ ইবন আওন রাহ সূত্রে বায়হাকী রাহ ও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন হযরত আনাস রাযি বলেছেন ..... একদা আমরা আহলে সূফফার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী অসাল্লাম এর সাথে বসে ছিলাম। এমন সময় একজন মুহাজির মহীলা নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী অসাল্লাম এর খেদমতে আসে। তার সাথে তার একটি ছেলেও ছিল।সে ছিল বালিগ বা ব্যঃপ্রাপ্ত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী অসাল্লাম ছেলেটিকে মদীনার মহিলাদের হাতে সোপর্দ করে দিলেন এবং ছেলেটিকে আমাদের (আহলে সুফফাদের) অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন। কিছুদিন পর ছেলেটি মদীনার মহামারিতে আক্রান্ত হয় এবং কিছুদিন রুগ্ন অবস্থায় থেকে মৃত্যুবরণ করেন। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী অসাল্লাম তার চোখ বন্ধ করে দিলেন এবং আমাদের তার জানাজা তৈরি করার হুকুম দিলেন। যখন আমরা তাকে গোসল দেওয়াতে চাইলাম , তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহী অসাল্লাম বললেনঃ তোমরা কেও গিয়ে তার মাকে এই সংবাদ দাও। সুতরাং আমি গিয়ে তাকে এই সংবাদ দিলাম। সে এল, তার ছেলের পায়ের কাছে বসল এবং তার দু পা জড়িয়ে ধরে এ দোয়া করলো, হে আল্লাহ ! আমি সনান্দ চিত্তে মুসলমান হয়েছি এবং মূর্তিদের প্রতি আমার মনে যে অনুরাগ ছিলো, তা সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে। তাই আমি

তাদেরকে ত্যাগ করেছি এবং তোমার ভালোবাসার কারনে হিযরত করেছি। অতএব তুমি আমার উপর বিপদ ঢেলে দিয়ে মূর্তি পুজারকদের সন্তুষ্ট করো না, এবং আমার উপর এমন বিপদ ঢেলে দিও না যা বহন করা আমার সাধ্যের বাইরে।

আনাস রাযি বলেন ছেলেটির মায়ের দোয়া শেষ হয় নি, এমন সময় সে পা নাড়াল, আপন চেহারার উপর থেকে কাপড় সরিয়ে দিল এবং জীবিত হয়ে বসে গেল। এরপর সে দীর্ঘদিন জীবিত ছিলো।, এমনকি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাহী অসাল্লাম ইনতিকাল করেন এবং তার মাও তারই সামনে ইনতিকাল করেন।

এভাবে আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়ায় (৬/১৫৬ ও ২৫৯) বর্ণিত হয়েছে। ইবন কাসীর রাহ বলেছেন , এ সনদের রাবিরা নির্ভর যোগ্য। আনাস রাযি এর সূত্রে ইবন আবিদ দুনইয়া রাহঃ এটা বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়াও ছাবিত ইবনে আনাস রাযিঃ এর সূত্রে সাহেলের পন্থায় আবূ নুয়ায়ম দালায়িলে(পৃ-২২৪) বর্ননা করেছেন।

ঘটনাটি ভিন্ন সনদেও বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি নিম্নরুপ -

ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়ার সূত্রে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. নিজ সনদে বর্ণনা করেন, রবীয়া ইবনে কুলসুম জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, উক্ত ব্যক্তির এক বৃদ্ধা প্রতিবেশী ছিল। তিনি অন্ধ ও কিছুটা বধির ছিলেন। হাটা-চলা করতে পারতেন না। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি তার দেখা-শোনা করতো। ছেলেটি মৃত্যুবরণ করল। আমরা এসে বৃদ্ধাকে বললাম, মুসীবতে আল্লাহর উপর সবর করুন। তিনি বললেন, কী হয়েছে? আমার ছেলে কি মারা গেছে? হে আমার মাওলা, আমার উপর রহম করো। আমার থেকে আমার ছেলেকে নিও না। আমি অন্ধ, বধির ও অচল। আমার দুনিয়াতে আর কেউ নেই। মাওলা, আমার উপর রহম করুন।

আমি বললাম, বৃদ্ধার স্মৃতিভ্রম হয়েছে। এই বলে আমি বাজারে গেলাম। আমি তার কাফনের কাপড় ক্রয় করে নিয়ে এলাম। ফিরে এসে দেখি সে জীবিত হয়ে বসে আছে।

১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৬, পৃ.১৫৪।
২.দালাইলুন নুবুওয়া, খ.৬, পৃ.৫০-৫১

ঘটনা - ২

ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে নীচের ঘটনাটি লিখেছেন। ঘটনাটি ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. মান আশা বা'দাল মাউত কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

এক দল লোক ইয়ামান থেকে আল্লাহর পথে বের হল। পথিমধ্যে তাদের একজনের গাধা মৃত্যুবরণ করল। তার সহযাত্রীরা তাকে অন্য গাধার উপর আরোহরণের অনুরোধ জানাল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। সে উঠে উজু করল। নামায আদায় করে দুয়া করল,

" হে আল্লাহ, আমি দাফিনা শহর থেকে আপনার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমি একমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এসেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি মৃতকে জীবিত করেন। আপনি কররবাসীকে পুনরায় জীবন দান করবেন। সুতরাং আমাকে কারও অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী করবেন না। আমি আপনার কাছে দুয়া করছি, আপনি আমার গাধা জীবিত করে দিন। এরপর সে গাধার কাছে গেল। গাধাকে উঠার জন্য একটি আঘাত করল। গাধাটি দাড়িয়ে কান ঝাড়তে শুরু করল। সে পুনরায় গাধায় তার সফরের পাথেয় উঠিয়ে যাত্রা করল। কিছুদূর গিয়ে তার সঙ্গীদের সাথে মিলিত হল। তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, এটা কীভাবে হল?

সে বলল, আল্লাহ তায়ালা আমার গাধা জীবিত করে দিয়েছেন। ইমাম শা'বী বলেন, আমি সেই গাধাটি কান্নাসা নামক বাজারে বিক্রি হতে দেখেছি।

সূত্র: ১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৬, পৃ.১৫৪
২. মান আশা বা'দাল মাউত, বর্ণনা নং ২৯।
৩. দালাইলুন নুবুওয়াহ, খ.৬, পৃ.৪৯

ঘটনা - ৩

এধরনের একটি ঘটনা ***ইবনে তাইমিয়া রহ.*** তার **মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া-তে** লিখেছেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. লেখেন,

ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه : هلم نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم : أمهلوني هنيئة ، ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا حماره فحمل عليه متعاه .

অর্থ: নাখ' এর অধিবাসী এক ব্যক্তির একটি গাধা ছিল। যাত্রাপথে গাধাটি মৃত্যুবরণ করে। তার সহযাত্রীরা বলল, আমরা তোমার মাল-সামানা ও পাথেয় আমাদের গাধাগুলোতে বন্টন করে নেই।

সে তাদেরকে বলল। আমাকে কিছুক্ষণ সময় দাও। এরপর সে উত্তমরূপে ওজু করল। দু'রাকাত নামায আদায় করে আল্লাহর কাছে দুয়া করল। আল্লাহ তায়ালা তার গাধা জীবিত করে দিলেন। এরপর সে গাধার উপর তার পাথেয় উঠালো।

মাজমুউল ফাতাওয়া, খ.১১, ২৮১।

একই ধরনের একটি ঘটনা ইমাম শা'বী থেকে **ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তার আল-ইসাবা** গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি হযরত উমর রা. এর সময় সংগঠিত হয়। এক্ষেত্রে শাইবান নামক এক ব্যক্তির গাধা মৃত্যুবরণ করলে পরবর্তীতে সে নামায আদায় করে দুয়া করে। আল্লাহ তায়ালা তার গাধাটি জীবিত করে দেন। [আল-ইসাবা, খ.৩, পৃ.২২৭, বর্ণনা নং ৩৯৮৮]

মৃত ব্যাক্তির কবর থেকে আওয়াজ (সালামের জবাব) আসা সম্পর্কিত কারামত

১ হযরত হামজা রা. এর কবর থেকে সালামের উত্তর:

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে ঘটনাটি লিখেছেন। হযরত আত্তাফ বিন খালিদ তার খালা থেকে বর্ণনা করেন, এক দিন আমি উহুদের শহীদগণের কবরের দিকে যাই। (তিনি প্রায়ই তাদের কবর জিয়ারত করতেন)। তিনি বলেন, আমি হযরত হামজা রা. এর কবরের নিকট বাহন থেকে নামলাম। আল্লাহর তৌফিকে সেখানে কিছু নামায আদায় করলাম। উপত্যকায় আর সাড়া-শব্দ দেয়ার মতো কেউ ছিল না। আমার বাহনের লাগাম ধরে ছিল ছোট্র একটি ছেলে । আমি কবরের উদ্দেশ্যে আস-সালামু আলাইকুম বললাম। আমি স্পষ্ট মাটির নীচ থেকে সালামের উত্তর পেলাম। ওয়ালাইকুমুস সালাম। আমার কাছে উত্তরটি এতটা স্পষ্ট ও সুনিশ্চিত যেমন, আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন, এটা সুনিশ্চিত। রাত্র-দিনের পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট, এই সালামের উত্তরও তেমনি সুস্পষ্ট। সালামের উত্তর শুনে আমার প্রত্যেকটি লোমকূপ দাড়িয়ে গেল। আমার শরীর ভয়ে শিহরিত হল।

[আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৪, পৃ.৪৫, দালাইলুন নুবুওয়াহ, ইমাম বাইহাকী রহ. খ.৩, পৃ.৩০৮]

হযরত হামজা রা. এর কবর থেকে সালামের উত্তর আসার ঘটনাটি কারামত অস্বীকারকারীদের নিকট শিরক। মৃত্যুর পরে কবর থেকে কীভাবে সালামের উত্তর দেয়? সুতরাং এটি ইবনে কাসীর রহ. উল্লেখ করলেও তাদের নিকট এটি শিরক। ইমাম বাইহাকী, ইবনে কাসীর ও ইবনে আবিদ

দুনিয়া রহ. এর থেকে শিরকের গন্ধ না পেলেও কারামত অস্বীকারকারী সালাফী আহলে-হাদীসরা ঠিকই এর থেকে শিরকের গন্ধ পায়।

২. ইমাম লালকায়ী রহ. এর শরহুস সুন্নাহ কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাব। ইমাম লালকায়ী নিজ সনদে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনে মাইন বলেন, আমাকে কবর খননকারী বলেছে, আমি কবরে অনেক আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছি। এর মাঝে সবচেয়ে আশ্চর্যের হল, এক কবর থেকে মৃদু কান্নার আওয়াজ শুনেছি, যেমন অসুস্থ রোগী কেঁদে থাকে। আর এক মুয়াজ্জিনের কবর থেকে আমি আজানের জওয়াব দিতে শুনেছি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রাহঃ বলেন -

বর্ণিত আছে, অনেকেই রাসূল স. এর কবর থেকে সালামের উত্তর শুনেছেন। অথবা অন্যান্য বুজুর্গদের কবর থেকে সালামের উত্তর পেয়েছেন। একইভাবে বর্ণিত আছে, হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. (বিখ্যাত তাবেয়ী) হাররা এর ফেতনার সময় রাসূল স. এর কবর থেকে আজান শুনতেন। এসবই সত্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় এটি নয়। বরং আমাদের আলোচ্য বিষয় এর চেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ।

-ইকতেজাউস সিরাতিল মুস্তাকীম। খ.২, পৃ.২৫৪ (শামেলা)

http://shamela.ws/browse.php/book-11620/page-792

রাসূল স. এর কবর থেকে সালামের উত্তর শুনতে পাওয়া সত্য। রাসূল স. এর কবর থেকে আজান শুনে নামায আদায় করা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিকট সত্য। অথচ তার অনুসারী সালাফীদের নিকট এটি কুফুরী-শিরকী। তাহলে কি ইবনে তাইমিয়া রহ. ও কুফুরী-শিরকীতে লিপ্ত ছিলেন? সালাফীদের মনস্তত্ব অনুযায়ী ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনে কাসীর, ইবনে রজব হাম্বলী ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী সকলেই কবর পূজারী ও কুফুরী-শিরকীতে লিপ্ত ছিলেন। নতুবা একই বিষয় দেওবন্দী আলেমদের কিতাবে থাকলে শিরক হয, অথচ এসব শায়খদের কিতাবে থাকলে শিরক হবে না কেন?

কবর থেকে আওয়াজ আসার সাহাবীদের থেকে আরাকটি ঘটনা দেখুন -

-"ইয়াহইয়া ইবন আইয়ূব খাযাঈ (রহঃ) সূত্রে হাকিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, (সংক্ষেপে)

উমর রাযি এর খিলাফত আমলে এক অতি ইবাদাতকারী যুবক ছিল।সে সব সময় মসজিদে পড়ে থাকতো।হযরত উমররাযিঃ তাকে খুব মুহাব্বত করতেন।

এই যুবক ইশার সালাত পড়ে তার বৃদ্ধ পিতার খেদমতের জন্য চলে যেত। কিন্তু তার যাওয়ার পথে একযুবতীর ঘর ছিলো এবং এই যুবতী ঐ যুবকের উপর আসক্ত হয়ে পড়েছিলো। সে ঐ যুবককে ফুসলাতেথাকে। একদিন শেষ পর্যন্ত যুবকটি তার সাথে চলতে থাকে । যখনই যুবক ঐ যুবতীর ঘরের কাছে এল তখন আল্লাহর ধ্যান চলে এল এবং কোরআনের এই আয়াত পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে পড়েগেল।

কোরয়ানে আয়াতটি হল-

“যারা তাকওয়ার অধিকারী হয় , তাদের শয়তান যখন কু মন্ত্রনা দেয় , তখন তারা আত্মসচেতন হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায়” (৭:২০১)

এরপর ঐযুবতী আর তার বাদী মিলে যুবকটিকে তার ঘরের সামনে ফেলে রেখে আসে আর তাদের ঘরে টোকাদিয়ে কেটে পড়ে। যুবকটির নিজের পরিবারের লোকেরা ঐ তাকে ধরে ঘরে নিয়ে তুলে। মাঝ রাতেতার যখন জ্ঞান ফিরে তখন তাকে ঘটনা জিজ্ঞাস করা হয়। তিনি ঘটনা বলে। তার বাবা বললেন, তুমি কোন আয়াত পড়েছিলে? তখন যুবকটি এ আয়াত আবার পড়ে এবং আবার চেতনা হারিয়ে ফেলে।এরপর যুবকটিকে নাড়িয়ে চাড়িয়ে দেখা হয়েছে যে যুবকটি মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছে। এরপররাতেই তার গোসল ও দাফনের কাজ শেষ করা হল। ... পরের দিন উমর রাযিঃ এ ঘটনা শুনে তারপিতাকে বললেন আমাকে তার কবরের কাছে নিয়ে চল। অতএব , হযরত উমর রাযিঃ ও তার সংগীরা কবরের কাছে গেলেন। হযরত উমর রাযিঃ যুবকটিকেডেকে বললেনঃ হে অমুক “ যে ব্যাক্তি আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্যরয়েছে দুটি উদ্যান। ” (৫৫:৪৬)

তখন ঐ যুবকটি কবরের ভিতর থেকে যবাব দিল এবং দুবারবললো, “হে উমর ! আমার রব আমাকে জান্নাতের দুটি উদ্যান দিয়েছেন।”

সূত্র ও সনদের মানঃ

এভাবে কানযুল উম্মাহ এ (১/২৬৭) আছে। তাফসীরে ইবনেকাসীরে (২/২৭৯) বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বাইহাকী রাহ হাসান সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।(কানয ১/২৬৭) ।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. মৃত্যুর পরে জীবন লাভের উপর পৃথক একটি কিতাব লিখেছেন। এখানে তিনি সনদসহ ৬৪ টি ঘটনা ও বর্ণনা এনেছেন। তার বিখ্যাত কিতাবের নাম হল, মান আশা বা'দাল মাউত (মৃত্যুপর পরে যারা জীবন লাভ করেছে)। এই কিতাব থেকে ইবনে কাসীর রহ, ইমাম বাইহাকি রহ, ইমাম সূয়ূতী রহ, ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. তাদের কিতাবে বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এসকল কারামতকে কুফুরী-শিরকী আখ্যা দিয়ে এসকল সালাফী ও আহলে হাদীস ভাইয়েরা এসব ইমাম ও মুহাদ্দিসকে কুফুরী -শিরকীর অপবাদ দিয়েছে। এধরনের তাকফিরী মানসিকতা থেকে অধিকাংশ ইমামই মুক্ত নয়। আল্লাহ তায়ালা সালাফী -আহলে হাদীসদের তাকফিরের ফেতনা থেকে উম্মাহকে হেফাজত করুন। আমীন।

মৃত্যুর পর বিভিন্ন আমল সম্পর্কিত কারামত

বিখ্যাত ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. কবরের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে বিখ্যাত একটি কিতাব লিখেছেন। 'আহওয়ালুল কুবুর' কিতাবের নাম। রুহ, বারজাখ ও কবর সম্পর্কে অনেকেই কিতাব রচনা করেছেন। এর মধ্যে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবিদ দুনিয়া রহ. 'আল-কুবুর' কিতাবটি সবচেয়ে প্রাচীন। এছাড়া ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. 'আজ-জুহদ' কিতাবে এসম্পর্কিত বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে। এ বিষয়ে পৃথক কিতাব লিখেছেন, ইবনুল কাইয়্যিম রহ.। ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর 'আর-রুহ' কিতাবটি বিখ্যাত। এছাড়াও জালালুদ্দীন সূয়ূতী রহ. 'শরহুস সুদুর' নামে বারজাখ বা কবরের জীবনের উপর কিতাব লিখেছেন। জালালুদ্দীন সূয়ূতী রহ. এর কিতাবটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, এতে পূর্ববর্তী লিখিত বিভিন্ন কিতাবের সার নির্যাস তুলে ধরেছেন।

মৃত্যুর পর বিভিন্ন আমল সম্পর্কে উপর্যুক্ত কিতাবগুলোর প্রত্যেকটিতেই আলোচনা রয়েছে। আমরা ইবনে রজব হাম্বলী রহ. এর কিতাব থেকে আলোচনার মৌলিক অংশটি তুলে ধরব।

মৃত্যুপরবর্তী আমল সম্পর্কে আমাদের আকিদা:

এ বিষয়ে ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন,

بعض أهل البرزخ يكرمه الله بأعماله الصالحة عليه في البرزخ وإن لم يحصل له ثواب تلك الأعمال لانقطاع عمله بالموت لكن إنما يبقى عمله عليه ليتنعم بذكر الله وطاعته كم يتنعم بذلك الملائكة وأهل الجنة في الجنة وإن لم يكن لهم ثواب على ذلك لأن نفس الذكر والطاعة نعيما عند أهلها من نعيم جميع أهل الدنيا ولذاتها

অর্থ: আল্লাহ তায়ালা কিছু কিছু কবরবাসীকে কবরে নেক আমল করার সুযোগ দিয়ে সম্মানিত করেন। তারা এসব আমলের কোন সওয়াব পান না। মৃত্যুর মাধ্যমে তারা আমলের সওয়াব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে (তিনটি ব্যতিক্রম ব্যতীত)। তবে কবরের জীবনে তাদেরক আমলের সুযোগ দেয়া হবে। এসব আমল তথা আল্লাহর জিকির ও আনুগত্যের মাধ্যমে তারা বিশেষ স্বাদ পেতে থাকবে। যেমন ফেরেশতা ও জান্নাতবাসীগণ আল্লাহর ইবাদত ও জিকিরের মাধ্যমে বিশেষ স্বাদ আস্বাদন করে থাকে। যদিও তারা এর কোন সওয়াব পান না। কেননা মূল জিকির ও ইবাদতও অনেক বড় নেয়ামত। দুনিয়ার সকল ইবাদত ও স্বাদ এর তুলনায় নগন্য ও তুচ্ছ।

-আহওয়ালুল কুবুর, পৃ.৬৮, ৬৯।

এ সম্পর্কে **ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,**

" هذه الصلاة ونحوها مما يتمتع بها الميت ويتنعم بها كما يتنعم أهل الجنة بالتسبيح ، فإنهم يلهمون التسبيح كما يلهم الناس في الدنيا النَّفَس ؛ فهذا ليس من عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل ، بل نفس هذا العمل هو من النعيم الذي تتنعم به الأنفس وتتلذذ به "

অর্থ: এধরনের নামায ও ইবাদত দ্বারা মৃত্য ব্যক্তি বিশেষ স্বাদ উপভোগ করে থাকে। যেমন জান্নাতবাসীগণ তাসবীহ পড়ার মাধ্যমে স্বাদ উপভোগ করবে। দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষ যেমন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়, তেমনি জান্নাতে মানুষ তাসবীহ পাঠ করবে। এগুলো তাদের উপর অপরিহার্য কোন শরয়ী নির্দেশনা নয়। এর জন্য পৃথক কোন সওয়াবও থাকবে না। বরং মূল আমলই বিশেষ নেয়ামত, যার মাধ্যমে অতুলনীয় স্বাদ আস্বাদন করবে।

[মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া, খ.৪, পৃ.৩৩০]

এ বিষয়ে ইমাম কুরতুবী রহ. সহ আরও অনেক ইমামের বক্তব্য রয়েছে। ইবনে রজব রহ. হাম্বলী রহ. মৃত্যুর পর ইবাদত সম্পর্কে বেশ কিছু ঘটনা উল্লেখ করেছেন। আমরা এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি।

১. আল্লামা আবু নুয়াইম নিজ সনদে ইয়াসার ইবনে হুবাইশ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন,

عن يسار بن حبيش عن أبيه قال أنا والذي لا إله إلا هو أدخلت ثابت البناني في لحده ومعي حميد ورجل غيره فلما سوينا عليه اللبن سقطت لبنه فإذا به يصلي في قبره فقلت للذي معي ألا تراه قال اسكت فلما سوينا عليه وفرغنا أتينا ابنته فقلنا

لها ما كان عمل ثابت قال وما رأيتم فأخبرناها فقالت كان يقوم الليل خمسين سنة فإذا كان السحر قال في دعائه اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطينها فما كان الله ليرد ذلك الدعاء

অর্থ: একমাত্র ইলাহ আল্লাহ তায়ালার শপথ, আমি, হুমাইদ ও আরেক ব্যক্তি সাবেত আল-বুনানীকে দাফন করার উদ্দেশ্যে তার কবরে অবতরণ করি। আমরা যখন দাফন সমাধা করে কবরে ইট বিছিয়ে দিলাম। উপর থেকে একটি ইট সরে গেল। আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম যে সে কবরে নামায আদায় করছে। আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, তুমি তাকে দেখছো? সে বলল, চুপ করো। আমরা সঠিকভাবে দাফন সম্পন্ন করে তার মেয়ের নিকট এলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সাবেতের আমল কী ছিল? আমরা যা দেখেছি, তার কাছে বলা হল। সে বলল, সে পঞ্চাশ বছর যাবৎ রাত জেগে নামায আদায় করতো। ফজর হলে সে দুয়া করতো, হে আল্লাহ, আপনি যদি কবরে কাউকে নামায পড়ার সুযোগ দেন, তাহলে আমাকে সেই সুযোগ দিন। সুতরাং আল্লাহ তার দুয়া প্রত্যাখ্যান করেননি।

-আহওয়ালুল কুবুর, পৃ.৭০
-শরহুস সুদুর, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, পৃ.১৮৮ ।
-মুখতাসারু সাফওয়াতিস সাফওয়া, খ.১, পৃ.২৯৬।

আশ্চর্যের বিষয় হল, সালাফীদের অনুসরণীয় শায়খ **মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী** তার 'আহকামু তামান্নিল মাউত' কিতাবে এই বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। আহকামু তামান্নিল মাউত শায়খ নজদীর নিজের হাতের লেখা। এটি তাহকীক করেছে আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ সাদহান ও শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে জিবরীন। সৌদি থেকে আব্দুল ওহাব নজদীর সকল বই ও রচনা একত্রে প্রকাশ করা হয়েছে মুয়াল্লাফাতুশ শাইখিল ইমাম নামে। মুহাম্মাদ বিন সউদ ইউনিভার্সিটিতে শায়খ আব্দুল ওহাব নজদীর উপর একটি সেমিনার করা হয়। শায়খের বিভিন্ন রচনা ও চিঠি ইত্যাদি সংকলনের উদ্দেশ্যে বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে তার রচনাসমগ্র ১৩ খন্ডে প্রকাশিত হয়। রচনা সমগ্রের ৩ খন্ডে আহকামু তামান্নিল মাউত কিতাবটি রয়েছে। যে কেউ ডাউন লোক করতে পারবেন নীচের লিংক থেকে। http://waqfeya.com/book.php?bid=3697

أحكام تمني الموت

تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب

رحمه الله

صححه وقابله على النسخة المصورة ٧٧١ / ٨٦

بالمكتبة السعودية بالرياض

الشيخ عبد الرحمن بن محمد السدحان و الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

في أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج بثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين من أقاربه » .

أخرج مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به مرَّ بموسى صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في قبره .

ولأحمد عن عفان عن حماد عن ثابت أنه قال : اللهم إن كنت أعطيت أحداً الصلاة في قبره ، فأعطني الصلاة في قبري .

ولأبي نعيم عن جبير قال : أنا – والله الذي لا إله إلا هو – أدخلت ثابتاً البناني في لحده ، ومعي حميد الطويل ، فلما سوينا عليه اللبن ، سقطت لبنة ، فإذا أنا به يصلي في قبره .

وله ولابن جرير عن إبراهيم بن (١) المهلبي قال : حدثني الذين كانوا يمرون بالجص بالأسحار ، قالوا : كنا إذا مررنا بجبانة قبر ثابت البناني سمعنا قراءة القرآن .

وللترمذي وحسنه عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر ، وهو لا يحسب أنه قبر ، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هي المانعة ، هي المنجية ، تنجيه من عذاب القبر » .

---

(١) بياض بالأصل .

www.ideabd.org

এই কিতাবের চল্লিশ পৃষ্ঠায় শায়খ আব্দুল ওহাব নজদী লিখেছেন,

ইমাম আবু নয়াইম নিজ সনদে জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আমি ও হুমাইদ আত-তবীল সাবেত আল-বুনানী রহ. এর কবরে প্রবেশ করি। আমরা দাফন শেষে যখন ইট বিছিয়ে দিচ্ছিলাম।, একটি ইট পড়ে গেল। আমি দেখলাম, সাবেত আল-বুনানী কবরে নামায আদায় করছে।

-আহকামু তামান্নিল মাউত, পৃ.৪০, শায়খ আব্দুল ওহাব নজদী।

তিনি আরও লিখেছেন, ইমাম আবু নুয়াইম ও ইমাম ইবনে জারীর নিজ সনদে ইব্রাহীম আল-মুহাল্লাবী থেকে বর্ণনা করেছেন, জাস নামক স্থান দিয়ে ভোরে যাতায়াতকারীরা আমার কাছে বর্ণনা করেছে যে, আমরা যখন ভোরে সাবেত আল-বুনানীর কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতাম, তার কবর থেকে কুরআন তেলাওয়াতের শব্দ শুনতে পেতাম।

-আহকামু তামান্নিল মাউত, পৃ.৪০, শায়খ আব্দুল ওহাব নজদী।

ইমাম তিরমিজী রহ. ইবনে আব্বাস রা. থেকে নীচের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রাসূল স. এর এক সাহাবী একটি কবরের উপর তাবু গাড়ল। তিনি জানতেন না যে সেখানে কবর রয়েছে। হঠাৎ তিনি কবর থেকে শুনতে পেলেন, এক ব্যক্তি সূরা মুলুক তেলাওয়াত করছে। সে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করল। সাহাবী এসে রাসূল স. কে ঘটনাটি বলল। রাসূল স. বললেন, সূরা মুলুক করবের আজাব থেকে মুক্তিদানকারী, করবের আজাব থেকে প্রতিরোধক।

ইমাম তিরমিজী রহ. এর হাদীসটি দুর্বল। এরপরও শায়খ আব্দুল ওহাব নজদী এটি প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এবং ইমাম তিরমিজীর হাসান হওয়ার বক্তব্যটি গ্রহণ করেছেন। *এই ঘটনা ও হাদীস দেওবন্দী কোন আলেমের কিতাবে থাকলে তাকে নিশ্চিত কবরপূজারী উপাধি দেয়া হতো। শুধু নয়, তাকে কুফুরী-শিরকের অপবাদও দেয়া হতো। অথচ সালাফীদের ইমাম শায়খ আব্দুল ওহাব নজদী এটি তার কিতাবে লিখেছেন। তার সম্পর্কে যখন প্রশ্ন করবেন, তখন একেবারে মুখে কুলুপ এঁটে থাকবে।*

বর্তমানে কিছু সালাফী তো নিজেদেরকে বাচানোর জন্য এগুলো অস্বীকার করা শুরু করেছে। এদের এই অস্বীকারনীতির তালিকা অনেক লম্বা। ইমাম বোখারী রহ. সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতে আল্লাহর ওয়াজহ বা চেহারার ব্যাখ্যা করেছেন রাজত্ব। এটি বোখারীর সকল নুসখা বা কপিতে

রয়েছে। যেহেতু এটি সালাফীদের মতের বিরোধী এজন্য আলবানী সাহেব ইমাম বোখারীর বক্তব্যটাই অস্বীকার করে বসেছেন। একে অমুসলিমদের কথা আখ্যা দিয়েছেন।

কিতাবুর রুহ ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর কিতাব। এটি ইবনে তাইমিয়া রহ. এর ইন্তেকালের পরে লেখা। প্রথম দিকে এরা অপপ্রচার চালাতো ইবনে তাইমিয়া রহ. এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বে এটি তিনি লিখেছেন। এই অপপ্রচার যখন মিথ্যা প্রমাণিত হল, তখন কিতাবটি ইবনুল কাইয়্যিমের লেখা নয় বলে মিথ্যাচার শুরু করল। এই হল সহীহ আকিদার ভাইদের আমানত। আস্তাগফিরুল্লাহ। অথচ কিতাবটি ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এর হওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

'আহকামু তামান্নিল মাউত' কিতাবটি শায়খ আব্দুল ওহাব নজদীর নিজ হাতে লেখা। তার হস্তলিপির কপি এখনও সংরক্ষিত আছে। এটি শায়খ সালেহ আলুশ শায়খ স্বীকার করেছেন। কিন্তু কিতাবে বর্তমান সালাফীদের মতবাদের বিরোধী অনেক বক্তব্য থাকায় কেউ কেউ এটি অস্বীকার করা শুরু করেছে। এটি শায়খ নজদীর কিতাব নয়। যেমন শায়খ সালেহ আল-ফাউজান এটি অস্বীকার করে কিতাব লিখেছেন। শায়খ আব্দুর রাজ্জাক বদরও এটি অস্বীকার করেছেন, এই যুক্তিতে যে, এতে অনেক বাতিল দলিল ও আশ্চর্যজনক ঘটনা রয়েছে। এগুলো বিদয়াতের প্রতি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং এটি শায়খ নজদীর কিতাব হতে পারে না।

যদি মুহূর্তের জন্য ধরেও নেই যে, এটি নজদীর কিতাব নয়, তাহলে যেসব শায়খ একে শায়খ নজদীর কিতাব মনে করেন, তাদের ব্যাপারে কী ফয়সালা হবে? তারা সকলেই কি কবরপূজারী? যেমন শায়খ ইবনে জিবরী ও শায়খ আব্দুর রহমান ইবনে সাদহান? এছাড়াও যারা শায়খের রচনাসমগ্র প্রকাশ করেছে তাদের ব্যাপারে কি ফতোয়া হবে? তারা কুফুরী-শিরকী প্রচার করছে? হকপন্থী আলেমদেরকে নির্দ্বিধায় কুফুরী শিরকের অপবাদ দিলেও সালাফী আলেমদের ব্যাপারে তারা বরাররই নীরবতা ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছে। এটি তাদের মারাত্মক খিয়ানত ও দ্বিমুখী চরিত্র আরও প্রকট করে তুলছে।

২. ইবনে রজব হাম্বলী রহ. ইমাম খাল্লাল রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাল্লালের আস-সুন্নাহ কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাব। ইমাম সূয়ূতী বর্ণনাটি ইবনে মান্দা রহ. থেকে উল্লেখ করেছেন। ইবনে মান্দা রহ. এর আত-তাউহীদ কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাব। ইমাম খাল্লাল নিজ সনদে হাম্মাদ আল-হাফফার থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

আমি এক জুমুয়ার দিনে কবর স্থানে প্রবেশ করলাম। আমি যতোগুলো কবরের নিকটে গিয়েছি প্রত্যেকটি কবর থেকে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনেছি।

-আহওয়ালুল কুবুর, ইবনে রজব হাম্বলী রহ, পৃ.৭০।
-শরহুস সুদুর, সূয়ূতী রহ, পৃ.১৮৮-১৮৯

৩. ইবনে রজব হাম্বলী রহ. আবুল হাসান ইবনুল বারা এর আর-রওজা কিতাব থেকে নীচের ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। ইবনুল বারা নিজ সনদে ইব্রাহীম আল-হাফফার থেকে বর্ণনা করেন, " আমি একটি কবর খনন করলাম। সেখানে একটি ইট বেরিয়ে এল। ইট বের হওয়ার সাথে সাথে সেখান থেকে মেশকের সুঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি একজন বৃদ্ধ তার কবরে বসে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছে।

-আহওয়ালুল কুবুর, ইবনে রজব হাম্বলী রহ, পৃ.৭১।
-শরহুস সুদুর, সূয়ূতী রহ, পৃ.-১৮৯

৪. ইমাম লালকায়ী রহ. এর শরহুস সুন্নাহ কিতাবটি সালাফীদের মৌলিক আকিদার কিতাব। ইমাম লালকায়ী নিজ সনদে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাইন থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম ইবনে মাইন বলেন, আমাকে কবর খননকারী বলেছে, আমি কবরে অনেক আশ্চর্যজনক জিনিস দেখেছি। এর মাঝে সবচেয়ে আশ্চর্যের হল, এক কবর থেকে মৃদু কান্নার আওয়াজ শুনেছি, যেমন অসুস্থ রোগী কেঁদে থাকে। আর এক মুয়াজ্জিনের কবর থেকে আমি আজানের জওয়াব দিতে শুনেছি।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

ولا يدخل في هذا الباب: ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبور غيره من الصالحين. وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة. ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن فيه، والأمر أجل من ذلك وأعظم.

অর্থাৎ রাসূল স. এর হাদীস রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার জায়গা বানিয়েছে। এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, হাদীসের আলোচনায় নিম্নের বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত হবে না।

বর্ণিত আছে, অনেকেই রাসূল স. এর কবর থেকে সালামের উত্তর শুনেছেন। অথবা অন্যান্য বুজুর্গদের কবর থেকে সালামের উত্তর পেয়েছেন। একইভাবে বর্ণিত আছে, হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব রহ. (বিখ্যাত তাবেয়ী) হাররা এর ফেতনার সময় রাসূল স. এর কবর থেকে আজান শুনতেন। এসবই সত্য। আমাদের আলোচ্য বিষয় এটি নয়। বরং আমাদের আলোচ্য বিষয় এর চেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ।

-ইকতেজাউস সিরাতিল মুস্তাকীম। খ.২, পৃ.২৫৪ (শামেলা)

http://shamela.ws/browse.php/book-11620/page-792

রাসূল স. এর কবর থেকে সালামের উত্তর শুনতে পাওয়া সত্য। রাসূল স. এর কবর থেকে আজান শুনে নামায আদায় করা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর নিকট সত্য। অথচ তার অনুসারী সালাফীদের নিকট এটি কুফুরী-শিরকী। তাহলে কি ইবনে তাইমিয়া রহ. ও কুফুরী-শিরকীতে লিপ্ত ছিলেন? সালাফীদের মনস্তত্ব অনুযায়ী ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনে কাসীর, ইবনে রজব হাম্বলী ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী সকলেই কবর পূজারী ও কুফুরী-শিরকীতে লিপ্ত ছিলেন। নতুবা একই বিষয় দেওবন্দী আলেমদের কিতাবে থাকলে শিরক হয, অথচ এসব শায়খদের কিতাবে থাকলে শিরক হবে না কেন?

মৃত ব্যক্তি একে-অপরের সাথে সাক্ষাৎ

(যদিও এটি কারামতের বিষয় নয় বরং ইসলামি আক্বিদার অংশ তারপরও কারামত সম্পর্কিত ঘটনা সমূহের সমলাচোনার সময় কারামত অস্বিকারকারীরা এ সম্পর্কিত ঘটনারও সমান ভাবে সমালোচনা করে থাকে। বিশেষ করে এ ধরণের ঘটনা যখন ওলামায়ে দেওবন্দের কিতাবে কিংবা ফাযায়েলে আমলে বর্ণিত হয় তখন এগুলোর সমালোচনা করা যেন তাদের ঈমানি দায়িত্ব হয়ে যায় (নাউযুবিল্লাহ।) এজন্য হাদীস থেকে এ সম্পর্কিত আক্বিদার প্রমান নিচে পেশ করা হল।ল-সংকলক)

মৃত ব্যক্তি একে -অপরের সাথে সাক্ষাতের বিষয়টি রাসূল স. এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। রাসূল স.বলেন,

" إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه , فإنهم يبعثون في أكفانهم و يتزاورون في أكفانهم "

অর্থ: তোমরা যখন তোমাদের মৃত ভাইকে বিদায় করবে, তখন তার কাফন সুন্দর করো। কেননা তাদের কাফনে তারা পুনরুত্থিত হবে এবং তাদের কাফনে তারা একে-অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে।

হাদীসটিকে শেইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী সহীহ বলেছেন। সিলসিলাতুস সহীহা, খ.৩, পৃ.৪১১

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়টি যদিও আমাদের জ্ঞানের উর্ধ্বে, তবুও আমরা এটি বিশ্বাস করি।

কবরের বিভিন্ন নেয়ামত ও সংক্রান্ত কারামত:

এ বিষয়ে ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন,

و ما شوهد من نعيم القبر و كرامة أهله فكثير أيضا

অর্থ: কবরের বিভিন্ন নেয়ামত ও কবরবাসীর কারামতের উপর বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

-আহওয়ালুল কুবুর, পৃ.১২১

এরপর এ বিষয়ে তিনি অনেক কারামত ও ঘটনা উল্লেখ করেছেন তার 'আহওয়ালুল কুবুর' কিতাবে।

এ বিষয়ে আমরা শায়খ ইবনে উসাইমিন রহ. এর বর্ণিত একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। কবরের আজাব রুহের উপর হবে না কি দেহের উপর ? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,

মূল হল, রুহের উপর আজাব হবে। তবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, রুহ দেহের সাথে সম্পর্ক রাখে বা মিলিত থাকে। তখন দেহও রুহের সাথে সাথে শাস্তি ও নেয়ামত ভোগ করতে থাকে। এ বিষয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আরেকটি বক্তব্য রয়েছে। সেটি হল, কবরের আজাব দেহের উপর হবে। রুহের উপর নয়। এক্ষেত্রে তাদের দলিল হল, বাস্তবে এটি প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। অনেক কবর উন্মোচিত হলে দেখা গেছে, দেহের উপর শাস্তির চিহ্ন রয়েছে। কারও কারও দেহের উপর নেয়ামতের চিহ্ন দেখা গেছে। আমার কাছে কিছু লোক বর্ণনা করেছে। তারা উনাইজাতে ড্রেন খননের কাজ করতো। খনন করতে করতে তারা একটি কবর পেল। কবরে একটি লাশ দেখতে পেল। মাটি লাশের কাফন খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু দেহটি এখনও তরু-তাজা রয়েছে। তারা বলেছে, তারা এ ব্যক্তির দাড়ীতে মেহেদী দেখেছে। তার কবর থেকে এতো সুঘ্রাণ বের হচ্ছিল যে, এটি মেশকের চেয়েও উন্নত ছিল। তারা এটি রেখে জনৈক শায়খের কাছে গেল। তিনি তাদেরকে এভাবে রেখে আশে-পাশে খনন করতে বললেন।

-মাজমুউ ফাতাওয়া ও রাসাইল, পৃ.৬৬ ।

http://kl28.com/house_of_knowledge/page/Mjmwa_Ftawa_Wrsaail_Abn_Athymyn_page_66

এধরনের ঘটনা বর্ণনা তথাকথিত আহলে হাদীস ও সালাফীদের নিকট কুসংস্কার প্রচার। মতিউর রহমান মাদানী , তাউসিফুর রহমান রাশেদী, মুরাদ বিন আমজাদ, আকরামুজ্জামানের নিকট এগুলো হল খুরাফাত। এগুলোকে উপলক্ষ্য করে তারা তাবলীগ জামাত ও দেওবন্দী আলেমদেরকে কুফুরী-শিরকীর অপবাদ দিয়ে থাকে। এসব পাতি সালাফীদের বিকৃত মানসিকতার কারণে আজ যেসব কারামত ছিল তাউহীদের প্রমাণ, সেগুলি হয়েছে আজগুবি গল্প, কুফুরী-শিরকী বিশ্বাস। নাউযুবিল্লাহ।

কবরে বিভিন্ন নেয়ামত ও কারামতের কথা অসংখ্য আলেম লিখেছেন। সম্প্রতি আফগান মুজাহিদদের এধরনের কারামত সংকলন করেছেন শায়খ আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহ.। তিনি এজাতীয় বেশ কিছু কারামত উল্লেখ করেছেন তার কিতাবে। আমরা আলোচনার শেষে সেগুলো উল্লেখ করবো।

ইবনে রজব হাম্বলী রহ. কবরের বিভিন্ন নেয়ামত সংক্রান্ত যেসব কারামত লিখেছেন, এগুলো থেকে কয়েকটি নীচে উল্লেখ করা হল।

১. খতীব বাগদাদী রহ. নিজ সনদে মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার মা ইন্তেকাল করেন। আমি তাকে দাফন করার জন্য কবরে অবতরণ করলাম। হঠাৎ পাশের কবরের দিকে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হল। আমে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তির লাশ রয়েছে। তার কাফনটি একেবারে নতুন। তার বুকের উপর ইয়াসমীন নামক সুগন্ধির একটি পাত্র রয়েছে। আমি সেটি উঠালাম। আমি ও অন্যান্যরা এর সুঘ্রান পাচ্ছিলাম। এটি মেশক থেকে বেশি সুগন্ধিময় ছিল। আমার সাথে একদল লোক ছিল। তারা সকলেই এর ঘ্রাণ শুকেছে। আমি পাত্রটি পূর্বের জায়গায় রেখে দিলাম। আর গর্তটি বন্ধ করে দিলাম।

-আহওয়ালুল কুবুর, পৃ.১২১

২. ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. নিজ সনদে আবু জা'ফর আস-সাররাজের উস্তাদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. এর কবরের কাছে এক ব্যক্তির কবর উন্মোচিত হল। মৃত ব্যক্তির বুকের উপর একটি প্রস্ফুটিত ফুল দেখা গেল।

৩. ইমাম ইবনে সায়াদ তার ত্বাবাকাতে নিজ সনদে আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জান্নাতুল বাকীতে সায়াদ ইবনে মুয়াজ রা. এর কবর খননকারীদের একজন ছিলাম। আমরা যখনই কবর থেকে সামান্য মাটি তুলছিলাম, সেখান থেকে মেশকের ঘ্রাণ বের হচ্ছিল।

-আহওয়ালুল কুবুর, পৃ.১২২

৪. ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া নিজ সনদে মুগীরা ইবনে হাবিবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে গালিব আল-হাররানীকে যখন দাফন করা হয়, তখন তার কবর থেকে মেশকের ঘ্রাণ বের হচ্ছিল।

-শরহুস সুদুর, পৃ.১৫৬

সাম্প্রতিক কারামত :

ড. আব্দুল্লাহ আজ্জাম রহ. তার 'আয়াতুর রহমান' কিতাবে একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দিয়েছেন, রাইহাতুশ শুহাদা (শহীদদের সুঘ্রাণ)। এ পরিচ্ছেদে তিনি অনেকগুলো কারামত উল্লেখ করেছেন।

১. আমার কাছে নাসরুল্লাহ মানসুর বর্ণনা করেছে, তিনি বলেন, আমার কাছে হাবীবুল্লাহ বর্ণনা করেছে, তিনি বলেন, আমার ভাই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করে। তিন মাস পর আমার আম্মা তাকে স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নে মাকে বলল, আমার সব ক্ষত সেরেছে, কিন্তু মাথার একটি ক্ষত এখনও শুকায়নি। পরবর্তীতে আমার আম্মা কবর খনেনর জন্য খুব জোরাজুরি করেন। আমরা কবর খুড়তে শুরু করি। আমার ভাইয়ের কবরটি আরেক ব্যক্তির কবরের পাশে ছিল। খননের সময় একটি গর্ত হয়ে পাশের কবরটি বের হয়ে গেল। আমরা লাশের উপর একটি সাপ দেখতে পেলাম। আমার আম্মা বললেন, এ কবরটি আর খুড়ো না। আমি বললাম, আমার ভাই শহীদ হয়েছে। সুতরাং তার কবরে কখনও সাপ থাকতে পারে না। আমরা যখন ভাইয়ের কবরটি খুড়লাম, সেখান থেকে সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের নাকে ঘ্রাণ মৌ মৌ করছিল। ঘ্রাণের আতিশয্যে আমরা মাতাল হয়ে যাচ্ছিলাম। আমরা ভাইয়ের মাথায় ক্ষত দেখতে পেলাম। সেখান থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। আমার মা তার রক্তে আঙ্গুল দিলেন। তার আঙ্গুল সুগন্ধিময় হয়ে গেল। তিন মাস গত হয়েছে, এখনও আমার মায়ের আঙ্গুল থেকে সুঘ্রাণ বের হয়।

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৫ ।

২. মুহাম্মাদ শিরীন আমার কাছে বর্ণনা করেছে, আমাদের চারজন মুজাহিদ বুত ওরদাক নামক জায়গায় শাহাদাত বরণ করল। চার মাস পরে আমরা তাদের থেকে মেশকের মতো সুগন্ধি পেলাম।
-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৫ ।

৩. আমার কাছে আরসালান বর্ণনা করেছে, "আমি অন্ধকার রাতে শহীদ আব্দুল বাসীরকে তার সুগন্ধির মাধ্যমে খুজে বের করেছি।"

-আয়াতুর রহমান, পৃ.১২৪

এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত ও কারামত। এগুলো কোন কাল্পনিক গল্প নয়। এগুলো বাস্তব সত্য। যাদের কাছে এগুলো গাজাখুরী গল্প ও সূফীদের ভন্ডামি মনে হয়, তারা মূলত: পশ্চিমাদের মতো বস্তুপূজার অতল তলে নিমজ্জিত। আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতায় বিশ্বাসী কোন মু'মিন এগুলোকে কখনও গাজাখুরী বলতে পারে না। তবে বস্তুপূজা ও পশ্চিমাদের বিকৃত চেতনায় গড়ে ওঠা ব্যক্তিরাই কেবল এগুলো নিয়ে তামাশা ও হাসি ঠাট্রা করে। আল্লাহ সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন।

অল্প সময়ে অধিক ইবাদাত সংক্রান্ত কারামত

অল্প সময়ে অধিক আমল সম্পর্কিত কিছু মৌলিক আলোচনাঃ

বোখারী শরীফে এ বিষয়ে রাসূল স. এর একটি হাদীস রয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স.বলেন,

خُفِّفَ على داود القرآنُ، فكان يأمر بداوبِّه، فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يده

অর্থ: হযরত দাউদ আ. এর জন্য তেলাওয়াত হালকা করে দেয়া হয়। তিনি তার বাহনের জিন প্রস্তুত করতে বলতেন। বাহনে জিন লাগানোর পূর্বেই তিনি যাবুর পড়ে শেষ করতেন। তিনি শুধু নিজ হাতের উপার্জনই ভক্ষণ করতেন।

-বোখারী শরীফ, হাদীস নং ৩৪১৭

এই হাদীস থেকে স্পষ্ট, হযরত দাউদ আ. খুব অল্প সময়ে যবুর পড়ে শেষ করতেন। তিনি খুব দ্রুত পড়তেন বিষয়টি এমন নয়। সুললিত কণ্ঠে ধীর-স্থিরভাবে তেলাওয়াতের জন্য তিনি বিখ্যাত। ঘোড়ার জিন লাগাতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়। এই অতি অল্প সময়ে তিনি সম্পূর্ণ যবুর পড়ে শেষ করতেন।

উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় **ইবনে হাজার আসকালানী রহ.** বলেন,

وَفِي الْحَدِيث أَنَّ الْبَرَكَة قَدْ تَقَع فِي الزَّمَن الْيَسِير حَتَّى يَقَع فِيهِ الْعَمَل الْكَثِير . قَالَ النَّوَوِيّ : أَكْثَر مَا بَلَغَنَا مِنْ ذَلِكَ مِنْ كَانَ يَقْرَأ أَرْبَع خَتَمَات بِاللَّيْلِ وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ،

অর্থ: হাদীস থেকে প্রমাণিত, কখনও খুব অল্প সময়ে ব্যাপক বরকত হয়। ফলে অল্প সময়ে অধিক কাজ করা সম্ভব হয়। ইমাম নববী রহ. বলেন, এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা আমাদের নিকট পৌছেছে যে, অনেকে এক রাতে চার খতম ও এক দিনে চার খতম কুরআন তেলাওয়াত করেছেন।

-ফাতহুল বারী, খ.৬, পৃ.৪২৪

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় **আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহ.** উমদাতুল কারীতে লিখেছেন,

وفيه الدلالة على أن الله تعالى يطوي الزمان لمن يشاء من عباده كما يطوي المكان وهذا لا سبيل إلى إدراكه إلا بالفيض الرباني ... ولقد رأيت رجلاً حافظاً قرأ ثلاث ختمات في الوتر في كل ركعة ختمة في ليلة القدر

অর্থ: হাদীসে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যে কোন বান্দার জন্য সময়কে সংকোচন করতে পারেন। যেমন স্থানকেও সংকোচন করতে পারেন। আল্লাহর পাকের পক্ষ বিশেষ ফয়জ ও অনুগ্রহ ছাড়া এটা অনুধাবন করা সম্ভব নয়....। আমি নিজে এক হাফেজকে দেখেছি, শবে কদরে বিতর নামাযের তিন রাকাতে তিন খতম কুরআন তেলাওযাত করেছে।

-উমদাতুল কারী, খ.২৩, পৃ.৩৬৮

ইমাম নববী রহ. বলেন,

ينبغي أن يحافظ على تلاوته ، ويكثر منها . وكان السلف رضي الله عنهم لهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه .

فروى ابن أبي داود عن بعض السلف رضي الله عنهم ، أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة ، وعن بعضهم في كل شهر ختمة ، وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة ، وعن بعضهم في كل ثمان ليال ، وعن الأكثرين في كل سبع ليال ، وعن بعضهم في كل ست ، وعن بعضهم في كل خمس ، وعن بعضهم في كل أربع ، وعن بعضهم في كل ليلتين ، وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة ، ومنهم من كان يختم ثلاثا ، وختم بعضهم ثمان ختمات ، أربعا بالليل وأربعاً بالنهار .

فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم : عثمان بن عفان رضي الله عنه و تميم الداري و سعيد بن جبير و مجاهد و الشافعي وآخرين.

ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات : سليم بن عمر رضي الله عنه قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه ، وروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات ، وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات.

قال الشيخ الصالح أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه : سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول : كان ابن الكتاب رضي الله عنه يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات ، وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة.

وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زادان من عباد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين ، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل.

وروى أبو داود بإسناده الصحيح : أن مجاهدا كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء.

وعن منصور قال : كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان.

وعن إبراهيم بن سعد قال : كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن.

وأما الذي يختم في ركعة ، فلا يحصون لكثرتهم ، فمن المتقدمين : عثمان بن عفان و تميم الداري و سعيد بن جبير رضي الله عنهم ختمة في كل ليلة في الكعبة.

অর্থ: কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি মনযোগী হওয়া উচিৎ। অধিক কুরআন তেলাওয়াত মু'মিনের বিশেষ কর্তব্য। কতো দিনে কুরআন খতম করতে হবে, এ বিষয়ে সালাফে -সালেহীনের বিভিন্ন আমল ছিল। ইবনে আবি দাউদ কিছু সালাফ থেকে বর্ণনা করেছেন, তারা প্রতি দু'মাসে একবার কুরআন খতম করতেন। কোন কোন সালাফ এক মাসে একবার খতম করতেন। কেউ কেউ প্রতি দশরাতে একবার খতম করতেন। কেউ কেউ আট রাতে। তবে অধিকাংশ থেকে সাত রাতে খতমের কথা বর্ণিত আছে। কিছু সালাফ থেকে ছয়দিন, পাচ দিন ও চার দিনে খতমের কথা বর্ণিত আছে। কিছু সালাফ দু'রাতে খতম করতেন। কেউ কেউ এক দিন ও একরাতে এক খতম করতেন। কিছু সালাফ একদিনে ও একরাতে তিন খতম তেলাওযাত করেছেন। কোন কোন সালাফ আট খতম তেলাওয়াত করেছেন। চার খতম দিনে ও চার খতম রাতে।

সালাফে-সালেহীনের মাঝে যারা একদিন ও একরাতে কুরআন খতম করেছেন, তাদের কয়েকজন হলেন, ১. হযরত উসমান রা ২, তামীম দারী রা. ৩. তাবেয়ী সাইদ ইবনে জুবাইর রহ. ৪.ইমাম মুজাহিদ রহ. ৫. ইমাম শাফেয়ী রহ. সহ অন্যান্য সালাফগণ।

যারা দিনে তিন খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন, এদের মাঝে রয়েছেন, সুলাইম বিন উমর রা. । তিনি হযরত মুয়াবিয়া রা. এর সময় মিশরের বিচারপতি ছিলেন। ইমাম আবু বকর ইবনে আবি

দাউদ বর্ণনা করেন-তিনি এক রাতে চার খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। আবু বকর আল , তিনি রাতে চার খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ,বইয়ে লিখেছেন 'কুজাতু মিসর' কিন্দী তার

শায়খ আবু আব্দুর রহমান সুলামী বলেন, আমি শায়খ আবু উসমান মাগরিবীকে বলতে শুনেছি, "ইবনুল কাতিব রহ. দিনে চার খতম ও রাতে চার খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।"

আমার (ইমাম নববী) জানা মতে এটি সর্বোচ্চ পরিমাণ।

ইমাম আহমাদ দাওরাকী নিজ সনদে বিখ্যাত তাবেয়ী ও আবেদ ইমাম মানসুর ইবনে যাজান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মানসুর ইবনে যাজান রহ.যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ে কুরআন খতম করতেন। তিনি রমজান মাসে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি রমজানে রাতের এক চতুর্থাংশের পরে ইশার নামায আদায করতেন।

ইমাম আবু দাউদ সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন, ইমাম মুজাহিদ রহ. মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

ইমাম মানসুর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী আল-আজদী রহ. রমজান মাসে প্রত্যেক রাতে মাগরিব থেকে ইশার মধ্যবর্তী সময়ে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

হযরত ইব্রাহীম ইবনে সায়াদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা মাঝে মাঝে লোকান্তরে যেতেন। এসময়ে তিনি এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

সালাফের মাঝে এক রাকাতে কুরআন খতম কারীদের সংখ্যা এতো বেশি যে গণনা করে শেষ করা যাবে না। এদের মাঝে অগ্রণী ছিলেন, হযরত উসমান রা, হযরত তামীম দারী রা ও হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর রহ. ।তিনি কা'বা শরীফে এক রাকাতে এক খতম তেলাওয়াত করেছেন।

[আত-তিবয়ান, পৃ.৫৯-৬০]

এধরনের বক্তব্য ইমাম নববীর কিতাবুল আজকারেও রয়েছে।

বিখ্যাত **ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রহ.** বলেন,

(النوع الرابع والعشرون: ما سُهِّلَ لكثير من العلماء من التصانيف في الزمن اليسير، بحيث وزع زمان تصنيفهم على زمان اشتغالهم بالعلم إلى أن ماتوا فوجد لا يفي به نسخاً، فضلاً عن التصنيف، وهذا قسم من نشر الزمان الذي قدمناه،

فقد اتفق النقلة على أن عُمُرَ الشافعي رحمه الله لا يفي بعشر ما أبرزه من التصانيف، مع ما يثبت عنه من تلاوة القرآن كل يوم ختمة بالتدبر، وفى رمضان كل يوم ختمتين كذلك، واشتغاله بالدرس، والفتاوى والذكر والفكر والأمراض التي كانت تعتوره، بحيث لم يخلُ رضي الله عنه من علة أو علتين أو أكثر، وربما اجتمع فيه ثلاثون مرضاً.

وكذلك إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله، حُسِبَ عُمُرُه وما صنفه مع ما كان يلقيه على الطلبة، ويُذَكِّرُ به في مجالس التذكير فوجد لا يفي به.

وقرأ بعضهم ثماني ختمات في اليوم الواحد، وأمثال هذا كثير.

وهذا الإمام الرباني الشيخ محيى الدين النووي رحمه الله، وُزِّعَ عُمُرُه على تصانيفه، فوجد أنه لو كان ينسخها فقط لما كفاها ذلك العمر، فضلاً عن كونه يصنفها، فضلاً عما كان يضمه إليها من أنواع العبادات وغيرها.

وهذا الشيخ الإمام الوالد رحمه الله إذا حُسِبَ ما كتبه من التصانيف مع ما كان يواظبه من العبادات، ويمليه من الفوائد، ويَذْكُرُه في الدروس من العلوم، ويكتبه على الفتاوى، ويتلوه من القرآن، ويشتغل به من المحاكمات، عرف أن عمره قطعاً لا يفي بثلث ذلكن فسبحان من يبارك لهم ويطوى لهم وينشر

অর্থ: কারামতের চব্বিশতম প্রকার হল, অল্প সময়ে ইমামগণের অধিক গ্রন্থ রচনা। ইমামগণ যে পরিমাণ কিতাব লিখেছেন, যে সময় তারা ইলম শিখেছেন, এবং যতো দিন বেচে ছিলেন, এগুলো যদি হিসেব করা হয়, তাহলে এই সময়ে এতো কিতাব লেখা সম্ভব নয়। এটি মূলত: সময়কে প্রশস্ত করে দেয়ার একটি উদাহরণ। পূর্বে এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বর্ণনাকারীগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইমাম শাফেয়ী রহ. যে পরিমাণ জীবন পেয়েছিলেন, এই সময়ে স্বাভাবিকভাবে তার লিখিত গ্রন্থের দশভাগের একভাগও লেখা সম্ভব নয়। অথচ তার থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি প্রতি দিন এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন অত্যন্ত ধীর-স্থির ও মর্ম অনুধাবন করে। রমজানে একইভাবে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। নিয়মিত দরস, ফতোয়া, জিকির ও গবেষণা করতেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত থাকতেন। তিনি সব সময় দু'একটি রোগে ভুগতনে। কখনও ত্রিশটিও রোগও দেখা দিতো।

একইভাবে ইমামুল হারামাইন আবুল মায়ালী জুয়াইনী রহ. তিনি যে পরিমাণ কিতাব লিখেছেন, দরস, নসীহত ও দীনের কাজে সময় দিয়েছেন, তার জীবনে স্বাভাবিকভাবে এটি সম্ভব নয়।

কোন কোন সালাফ দিনে আট খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এজাতীয় অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।

তুমি ইমাম নববীর কথা চিন্তা করো। তার জীবনের সময়টা যদি তার লিখিত গ্রন্থ দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে তার পক্ষে এগুলো শুধু কপি করেই শেষ করাই সম্ভব নয়। অথচ গবেষণা করে এগুলো

লেখা তো অনেক কঠিন বিষয়। অথচ গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তিনি সর্বদা বিভিন্ন ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।

আমার পিতা তকীউদ্দীন সুবকী রহ. কে দেখো। গ্রন্থ রচনা, বিভিন্ন ইবাদত, সূক্ষ্ম বিষয়ে গবেষণা, ইলমের বিভিন্ন শাখায় নিয়মিত দরস প্রদান, নিয়মিত ফতোয়া প্রদান, কুরআন তেলাওয়াত, বিচার কার্য পরিচালনাসহ তিনি যেসব কাজে ব্যস্ত থাকতেন, এগুলো দিয়ে যদি তার জীবনের সময়কে ভাগ করা হয়, তাহলে এর এক তৃতীয়াংশও সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। সেই মহান সত্তার জন্য পবিত্রতা, যিনি তাদের জীবনে বরকত দিয়েছেন। তাদের জন্য সময় সংকুচিত ও বিস্তৃত করেছেন।

[ত্বাবাকাতুশ শাফিইয়্যা আল-কুবরা, খ.২, পৃ.৩৪২]

(এবার আমরা অল্প সময়ে অধিক আমল করা সংক্রান্ত কিছু রেওয়ায়েত বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ। যেমন এক রাকাতে সম্পূর্ণ কোরআন খতম বা এরচেয়ে অল্প সময়ে সম্পূর্ণ কোরআন খতম। তবে প্রথমে সারা রাত্রি ইবাদাত করা সংক্রান্ত কিছু রেওয়াত উল্লেখ করে নিবো যেন মানুষের মধ্যে এ বিভ্রান্তি না থাকে যে সারারাত ইবাদাত করা বেদায়াত।-সংকলক)

এক রাকায়াতে সম্পূর্ণ কোরআন খতম করা সংক্রান্ত কারামতঃ

হযরত উসমান রা. এর ইবাদত:

ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. তার বিখ্যাত কিতাব সিফাতুস সাফওয়া-তে হযরত উসমান রা. এর জীবনী আলোচনা করেছেন। ইমাম ইবনে সিরীন রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

"খারেজীরা যখন হযরত উসমান রা. কে হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন হযরত উসমান রা. এর স্ত্রী বলেন, তোমরা তাকে হত্যা করো বা ছেড়ে দাও, তিনি এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। আর সারা রাত নামায আদায় করতেন। "

[সিফাতুস সাফওয়া, খ.১, পৃ.২০০]

সারা রাত ইবাদত করা ও এক রাকাতে কুরআন খতমের বিষয়টি হযরত উসমান রা. থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত। ইমাম ইবনে কাসীর রহ. তার ফাজাইলুল কুরআনে একে সহীহ বলেছেন। হযরত উসমান রা. এর এক রাতে কুরআন খতমের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন,

১. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ.২, পৃ.৫০২
২.মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক।
৩. ইমাম বাইহাকী, শুয়াবুল ইমান ও সুনানুল কুবরা।
৪.ইমাম দারে কুতনী, সুনানে দারে কুতনী।
৫.ইমাম ত্ববরানী, মু'জামুল কাবীর।
৬. ইমাম বাগাবী শরহুস সুন্নাহ।

উসমান রা. এর তেলাওয়াতের বিষয়টি সহীহ বলেছেন, ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী ফাতহুল বারীতে। (খ.২, পৃ.৪৮২)

এছাড়াও আহলে হাদীস আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী হযরত উসমান রা. এর আমলটি উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে আরও অনেক ইমামের কুরআন খতমের বিষয় উল্লেখ করেছেন। তুহফাতুল আহওয়াজী, খ.৮, পৃ.২১৯।

হযরত তামীম দারী রা. এর আমল :

ইমাম ইবনে আব্দুল বার তার আল-ইস্তেজকার কিতাবে লিখেছেন,

وقد كان عثمان وتميم الداري وعلقمة وغيرهم يقرؤون القرآن كله في ركعة وكان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثر في ليلة

অর্থ: *হযরত উসমান রা, তামীম দারী রা, হযরত আলকামা সহ অন্যান্যরা এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর ও একদল তাবেয়ী একই রাতে দু'বার বা এর চেয়ে বেশি কুরআন খতম করেছেন।*

আল-ইস্তেজকার, খ.২, পৃ.৪৭৫

ইমাম ত্বহাবী রহ. হযরত উসমান রা, হযরত তামীম দারী রা, আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. সাইদ ইবনে জুবাইর সম্পর্কে শরহু মায়ানিল আসারে উল্লেখ করেছেন যে, তারা সকলেই এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন।

-শরহু মাযানিল আসার, খ.১, পৃ.৩৪৮ ।

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে আবি শাইবা রহ. মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাতে তামীম দারী রা. এর একই রাকাতে কুরআন খতমের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ.১, পৃ.৩২৩।

তিরমিজী শরীফের ২৯৪৬ নং হাদীসের মন্তব্যে ইমাম তিরমিজী রহ. লিখেছেন,

و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُقْرَأُ الْقُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوتِرُ بِهَا وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الْكَعْبَةِ وَالتَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ

অর্থ: কোন কোন আলেম বলেন, তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা হবে না। এ বিষয়ে রাসূল স. এর হাদীস রয়েছে। আবার কিছু আলেম এর অনুমতি দিয়েছেন। হযরত উসমান রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বিতরের এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করতেন। হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি কা'বা ঘরে এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করেছেন। আলেমদের নিকট তারতীলের সাথে কুরআন তেলাওয়াত অধিক পছন্দনীয়।

ইমাম তিরমিজীর এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে আহলে হাদীস আলেম আব্দুর রহমান মুবারকপুরী তুহফাতুল আহওয়াজীতে লিখেছে,

" (وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ) أَيْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ : وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ , وَكَانَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَيَصُومُ الدَّهْرَ . وَكَانَ أَبُو حَرَّةَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ . (وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوتِرُ بِهَا) رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ , وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ فِي رَكْعَةٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الْبَيْتِ , وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ : وَخَرَجَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ إِلَى الْحَجِّ فَرُبَّمَا خَتَمَ الْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ بَيْنَ شُعْبَتَيْ رَحْلِهِ , وَكَانَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ خَفِيفَ الْقِرَاءَةِ , وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى , وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ وَيَخْتِمُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , وَكَانَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ , وَكَانَ إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ خَتَمَ الْقُرْآنَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ خَتْمَتَيْنِ ثُمَّ يَقْرَأُ إِلَى الطَّوَاسِينِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ . وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يُؤَخِّرُونَ الْعِشَاءَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رُبْعُ اللَّيْلِ اِنْتَهَى مَا فِي قِيَامِ اللَّيْلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ , وَلَوْ تَتَبَّعْت تَرَاجِمَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ لَوَجَدْت كَثِيرًا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ , فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامَ لَمْ يَحْمِلُوا النَّهْيَ عَنْ

قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ عَلَى التَّحْرِيمِ , وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَغَيْرُهُمَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ".

অর্থ: কিছু আলেম তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতমের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নসর তার কিয়ামুল লাইল কিতাবে লিখেছেন, তাবেয়ী হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যিব দু'দিনে কুরআন খতম করতেন। হযরত সাবেত বুনানী রহ. একদিন ও এক রাতে কুরআন খতম করতেন এবং লাগাতার রোজা রাখতেন। হযরত আবু হাররা প্রত্যেক রাত ও দিনে কুরআন খতম করতেন। হযরত আতা ইবনে সায়েব দু'রাতে কুরআন খতম করতেন। (হযরত উসমান রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বিতরের এক রাকাতে কুরআন খতম করতেন।) মুহাম্মাদ ইবনে নসর তার কিয়ামুল লাইল কিতাবে এটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম ত্বহাবী রহ. নিজ সনদে ইবনে সিরীন রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, সাহাবী হযরত দামীম দারী রা. এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন এবং সারা রাত নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি এক রাকাতে কুরআন খতম করেছেন। হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর রহ. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি কাবা ঘরে এক রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন। **ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে নসর তার কিয়ামুল লাইল গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ইমাম সালেহ ইবনে কাইসান হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কখনও বাহনে আরোহী অবস্থায় একই রাতে দু'বার কুরআন খতম করতেন। হযরত মানসুর ইবনে যাজান রহ. ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। কখনও তিনি চাশতের নামাযে কুরআন খতম করতেন। তিনি যোহর ও আসরের মাঝে কখনও কুরআন খতম করতেন। তিনি এক দিনে দু'বার কুরআন খতম করতেন। সারা রাত জেগে তিনি নামায আদায় করতেন। যখন রমজান মাস আসতো, মাগরিব ও ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে দু'বার কুরআন খতম করতেন। এরপর ইশার নামাযের পূর্বে তাসিন পর্যন্ত তেলাওয়াত করতেন। রমজানে তিনি ইশার নামায একটু বিলম্বে রাতের এক চতুর্থাংশের পরে আদায় করতেন। তুমি যদি মুহাদ্দিসগণের জীবনী দেখো, তাহলে তাদের অনেকের জীবনীতে পাবে, তারা তিন দিনের কম সময়ে কুরআন খতম করতেন।** সুতরাং স্পষ্ট কথা হল, যে হাদীসে তিন দিনের কমে কুরআন খতম করতে নিষেধ করা হয়েছে, এসব মুহাদ্দিস সেটা দ্বারা হারাম নিষেধাজ্ঞা উদ্দেশ্য নেননি। আমার নিকট প্রাধান্য মত হল, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহ ও অন্যদের মত। আল্লাহ তায়ালা ভালো জানেন।

-তুহফাতুল আহওয়াজী খ.৮, পৃ.২১৯।

পূর্বের আলোচনায় অনেক সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে বর্ণণা করা হয়েছে যে, তারা একই রাকাতে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করেছেন। কেউ কেউ মাগরিব থেকে ইশার নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কুরআন খতম করেছেন। প্রশ্ন দেখা দেয়, এটি কীভাবে সম্ভব।

সালাফে-সালেহীনের কুরআন তেলাওয়াত:

অল্প সময়ে অধিক কোরআন খতম সংক্রান্ত কারামত

১. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে কাসিম (মৃত:১৯১ হি:) রহ. প্রতি দিন দু'বার কুরআন খতম করতেন।

[ওফায়াতুল আ'য়ান, খ.১, পৃ.২৭৬, তাজকিরাতুল হুফফাজ, খ.১, পৃ.২৫৬, হুসনুল মুহাজারা, খ.১, পৃ.৩০৩]

২. ইমাম আবু বকর ইবনে আয়্যাশ রহ. ত্রিশ বছর যাবৎ প্রতি দিন একবার কুরআন খতম করতেন। এ সম্পর্কে ইমাম নববী রহ. বলেন,

وروينا عن إبراهيم بن أبي بكر بن عياش أنه (أي إبراهيم) قال: قال لي أبي: إنَّ أباك لم يأت فاحشة قط ، و إنَّه يختم القرآن منذ ثلاثين سنة كلَّ يوم مرَّة .

و روينا عنه أنَّه قال لابنه : يا بني ! إيَّاك أن تعصي الله في هذه الغرفة فإنِّي ختمت فيها اثني عشر ألف ختمة .

و روينا عنه أنَّه قال لبنته عند موته و قد بكت : يا بنية لا تبكي ، أتخافين أن يعذبني الله و قد ختمت في هذه الزَّاوية أربعة و عشرين ألف ختمة ؟

অর্থ: হযরত ইব্রাহীম ইবনে আবু বকর আয়্যাশ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বললেন, নিশ্চয় তোমার পিতা কখনও ফাহিশা (গর্হিত, যিনা-ব্যভিচার) কাজ করেনি। আর সে ত্রিশ বছর যাবৎ প্রতি দিন এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করেছে।

ইমাম আবু বকর আয়্যাশ থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি তার ছেলেকে বলেন, বৎস!, এই ঘরে আল্লাহর নাফরমানী থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকবে। আমি এই ঘরে বার হাজার বার কুরআন খতম করেছি।

তাঁর থেকে আরও বর্ণিত, মৃত্যুর সময়ে তার মেয়ে কাঁদছিলো। তিনি মেয়েকে বললেন, কেদো না। তুমি কি ভয় করছো, আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন; অথচ আমি ঘরের এই কোণে চব্বিশ হাজার খতম দিয়েছি?

-শরহে মুসলিম, ইমাম নববী রহ, খ.১, পৃ.৭৯

৩. ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া-তে লিখেছেন,

ذكر ابن عساكر في ترجمة سليم بن عنز التجيبي قاضي مصر، و كان من كبار التابعين ... و كان من الزهادة و العبادة على جانب عظيم ، و كان يختم القرآن في كل ليلة ثلاث ختمات في الصلاة و غيرها .اهـ .

অর্থ: ইমাম ইবনে আসাকির মিশরের বিচারপতি হযরত সুলাইম বিন হানাজ আত-তুজাইবির জীবনীতে লিখেছেন, তিনি একজন বড় তাবেয়ী ছিলেন। দুনিয়া বিরাগী ও অধিক ইবাদত বন্দেগীকারীদের প্রথম সারিতে ছিলেন। তিনি প্রতি নামায ও নামাযের বাইরে তিন খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

-আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৯, পৃ.১৩৬

৪. ইমাম ইবনে কাসীর রহ. ইমাম বোখারী রহ. এর জীবনী লিখেছেন আল-বিদায়াতে। ইমাম বোখারীর আমল সম্পর্কে লিখেছেন,

قد كان يصلي في كل ليلة ثلاث عشرة ركعة ، و كان يختم القرآن في كل ليلة من رمضان ختمة

অর্থ: তিনি প্রত্যেক রাতে তেরো রাকাত নামায আদায় করতেন। আর রমজান মাসে প্রত্যেক রাতে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.১১, পৃ.৩১

৫. ইবনে কাসীর রহ. লিখেছেন,

محمد بن علي بن أحمد بن العباس الكرخي الأديب ، كان عالماً زاهداً ورعاً ، يختم القرآن كل يوم ، و يديم الصيام

অর্থ: সাহিত্যিক মুহাম্মাদ বিন আলী বিন আহমাদ বিন আব্বাস আল-কারখী, তিনি বড় আলেম, যাহিদ (দুনিয়াত্যাগী) ও খোদাভীরু ছিলেন। প্রত্যেক দিন কুরআন খতম করতেন। আর লাগাতার রোজা রাখতেন।

-আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.১১, পৃ.২৫৯

৬. ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে হযরত ইব্রাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন,

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ :

كَانَ الأَسْوَدُ بن يزيد يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ ، وَ كَانَ يَنَامُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ ، وَ كَانَ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ فِي كُلِّ سِتِّ لَيَالٍ .

অর্থ: হযরত আসওয়াত ইবনে ইয়াজীদ রহ. রমজানের প্রতি দু'রাতে কুরআন খতম করতেন। তিনি মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে নিদ্রা যেতেন। রমজান ব্যতীত অন্য সময়ে ছয় রাতে তিনি কুরআন খতম করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৪, পৃ.৫১

৬.ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে উল্লেখ করেছেন,

عَنْ وِقَاءِ بنِ إِيَاسٍ ، قَالَ :كَانَ سَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِيْمَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العَشَاءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَ كَانُوا يُؤَخِّرُوْنَ العِشَاءَ

অর্থ: হযরত বিকা ইবনে ইয়াস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবেয়ী হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর রহ. রমজান মাসে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে কুরআন খতম করতেন। রমজানে তাঁরা ইশার নামায বিলম্বে আদায় করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৪, পৃ.৩২৪

৭. ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

قَالَ سَلاَمُ بنُ أَبِي مُطِيْعٍ : كَانَ قَتَادَةُ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي سَبْعٍ ، وَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ ، خَتَمَ فِي كُلِّ ثَلاَثٍ ، فَإِذَا جَاءَ العَشْرُ ، خَتَمَ كُلَّ لَيْلَةٍ .

অর্থ: সালাম ইবনে আবী মুতী বলেন, ইমাম কাতাদা রহ. সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। রমজান মাস এলে তিন দিনে কুরআন খতম করতেন। রমজানের শেষ দশকে প্রতি রাতে কুরআন খতম করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৫, পৃ.২৭৬

৮. ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

قَالَ يَزِيْدُ بنُ هَارُوْنَ : كَانَ مَنْصُوْرُ بنُ زَاذَانَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كُلَّه فِي صَلاَةِ الضُّحَى ، وَ كَانَ يَخْتِمُ القُرْآنَ مِنَ الأُوْلَى إِلَى العَصْرِ ، وَ يَخْتِمُ فِي اليَوْمِ مَرَّتَيْنِ ، وَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّه .وَ عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّانٍ ، قَالَ :

كَانَ يَخْتِمُ فِيْمَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَ العِشَاءِ مَرَّتَيْنِ ، وَ الثَّالِثَةُ إِلَى الطَّوَاسِيْنَ ، وَ كَانَ يَبُلُّ عِمَامَتَه مِنْ دُمُوْعِ عَيْنَيْهِ .

অর্থ: ইমাম ইয়াজিদ ইবনে হারুন রহ. বলেন, ইমাম মানসুর ইবনে জাযান চাশতের নামাযে সম্পূর্ণ কুরআন খতম করতেন। তিনি যোহরের সময় থেকে আসর পর্যন্ত কুরআন খতম করতেন। দিনে দু'বার কুরআন খতম করতেন। তিনি সারা রাত জেগে নামায আদায় করতেন।

হিশাম ইবনে হাসসান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম মানসুর ইবনে জাযান রহ. মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে দু'খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তৃতীয় খতমে ত্বসীন পর্যন্ত পড়তেন। তার চোখের অশ্রুতে সামনের পাগড়ী ভিজে যেত।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৫, পৃ.৪৪১-৪৪২

৯. ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে লিখেছেন,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنِي سَعِيْدٌ أَبُو عُثْمَانَ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُوْلُ : قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : سَأَلَ كُرْزٌ رَبَّهُ أَنْ يُعْطِيَهُ الاسْمَ الأَعْظَمَ ، عَلَى أَلاَ يَسْأَلَ بِهِ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا ، فَأُعْطِيَ ، فَسَأَلَ أَنْ يُقَوَّى حَتَّى يَخْتِمَ القُرْآنَ فِي اليَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

অর্থ: হযরত সাইদ ইবনে আবু উসমান বলেন, আমি ইমাম সুফিয়ান ইবন উয়াইনাকে বলতে শুনেছি, ইমাম ইবনে শুবরুমা বলেন, ইমাম কারজ আল্লাহর কাছে ইসমে আ'জম প্রাপ্ত হওয়ার দুয়া করলেন। তিনি ওয়াদা করেছিলেন, এর দ্বারা দুনিয়ার কোন কিছু কামনা করবেন না। আল্লাহ তায়ালা তাকে এটি দান করলেন। তিনি আল্লাহর কাছে ইসমে আ'জমের মাধ্যমে দুয়া করলেন, আল্লাহ যেন তাকে দিনে ও রাতে তিন বার কুরআন খতমের ক্ষমতা দান করেন ।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৬,পৃ.৮৫

১০. ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আতা ইবনে সাইব রহ. আল্লাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বান্দা ছিলেন। তিনি প্রতি রাতে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৬, পৃ.১১২

১১. অনেক সনদ দ্বারা প্রমাণিত, হযরত আবু বকর আয়্যাশ রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ দিনে ও রাতে একবার কুরআন খতম করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৮, পৃ.৫০৩

১২.ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ جَعْفَرِ بنِ خَاقَانَ : سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ عَلِيٍّ يَقُوْلُ : كَانَ يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ القَطَّانُ يَخْتِمُ القُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ ، يَدعُو لأَلفِ إِنْسَانٍ ، ثُمَّ يَخْرُجُ بَعْدَ العَصْرِ ، فَيُحَدِّثُ النَّاسَ .

অর্থ: আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন খাকান বলেন, আমি আমর বিন আলীকে বলতে শুনেছি, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাইদ আল-কাত্তান রহ. প্রত্যেক দিনে ও রাতে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এক হাজার মানুষের জন্য দুয়া করতেন। এরপর আসরের পরে বের হয়ে মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৯, পৃ.১৭৮

১৩.ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

قَالَ الرَّبِيْعُ بنُ سُلَيْمَانَ مِنْ طَرِيْقَيْنِ عَنْهُ ، بَلِ أَكْثَرَ : كَانَ الشَّافِعِيُّ يَخْتِمُ القُرْآنَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سِتِّيْنَ خَتْمَةً .و رَوَاهَا ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْهُ ، فَزَادَ : كُلُّ ذَلِكَ فِي صَلاَةٍ .

অর্থ: ইমাম রবী ইবনে সুলাইমান থেকে দু'টি বা দুয়ের অধিক সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ইমাম শাফেয়ী রহ. রমজানে ষাট খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ইমাম ইবনে আবী হাতেম এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি এর সাথে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, ষাট খতমই তিনি নামাযে তেলাওয়াত করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১০, পৃ.৩৬

১৪. ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

كَانَ بقي بن مخلد يَخْتِمِ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ، فِي ثلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّهَارِ مائَةِ رَكْعَةٍ ، وَ يَصُوْمُ الدَّهْرَ

অর্থ: ইমাম বাকী ইবনে মাখলাদ প্রত্যেক রাতে তেরো রাকাত নামাযে কুরআন খতম দিতেন। দিনে এক শ রাকাত নফল নামায পড়তেন এবং লাগাতার রোজা রাখতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৩, পৃ.২৯৮

১৫. ইমাম যাহাবী রহ. ইমাম হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন,

قَالَ الحَاكِمُ : سَمِعْتُ طَاهِرَ بنَ أَحْمَدَ الوَرَّاق يَقُوْلُ : تُوُفِّيَ أَبُو العَبَّاسِ بنُ شَادَل ، وَ كَانَ يختمُ القُرْآنَ كُلَّ يَوْم

অর্থ: ইমাম হাকেম রহ. বলেন, আমি ত্বাহের ইবনে আহমাদ আল-ওররাককে বলতে শুনেছি, আবুল আব্বাস বিন শাদাল ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রত্যেক দিন কুরআন খতম করতেন।

১৬.ইমাম আবুল ওয়ালীদ মুরসী রহ. সম্পর্কে আবু উমর ইবনুল হাজ্জা বলেন,

مَا لَقَيْتُ أَتمَّ وَرَعاً وَ لاَ أَحْسَنَ خُلُقاً وَ لاَ أَكْمَلَ عِلْماً مِنْهُ ، كَانَ يَخْتِمُ القُرْآنَ عَلَى قَدَمِيْه فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ ليلَةٍ .

অর্থ: আমি আবুল ওয়ালীদ এর চেয়ে খোদাভীরু, সুন্দর চরিত্র ও পরিপূর্ণ ইলমের অধিকারী কাউকে দেখিনি। তিনি প্রত্যেক দিন ও রাতে দাড়িয়ে দাড়িয়ে (নামাযে) কুরআন খতম করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.১৭, পৃ.৫৮৬

১৭. খতীব বাগদাদী রহ. তারীখে বাগদাদে উল্লেখ করেছেন,

* عن محمد بن زهير بن محمد قال : كان أبي يجمعنا في وقت ختمة القرآن في وقت شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث مرات تسعين ختمة في شهر رمضان

অর্থ: মুহাম্মাদ ইবনে যুহাইর ইবনে মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রমজান মাসে আমার পিতা প্রত্যেক কুরআন খতম শেষে আমাদেরকে একত্র করতেন। এভাবে প্রত্যেক দিন ও রাতে তিনি আমাদেরকে তিনবার ডাকতেন। অর্থাৎ রমজানে তিনি নব্বই খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

[তারীখে বাগদাদ, খ.৮, পৃ.৪৮৫]

আমরা যেসব ইমামের কথা উল্লেখ করেছি, তারা সত্যিকার অর্থেই সালাফে-সালেহীন ছিলেন। অধিকাংশই খাইরুল কুরুন তথা প্রথম তিন যুগের। তাদের এই ইবাদতের কথা এতো অধিক সংখ্যক কিতাবে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, এগুলো অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাদের পদাংক অনুসরণের তৌফিক দান করেন। আমীন।

ইশার ওজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করা

সালাফী শায়খ ইবনে জিবরীন রহ. বলেন,

هكذا حرص هؤلاء الصحابة- رضي الله عنهم- على أن يأتوا بهذه العبادات، فهذا، هؤلاء وغيرهم من الصحابة كثيرون يحرصون على قيام الليل.

كذلك التابعون فيهم كثير يصلون الليل كله، ويجدون لصلاة الليل نشاطا وإقبالا من نفوسهم.

ذكروا عن سعيد بن جبير -رضي الله عنه- أنه بقي عشرين سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء، إذا توضأ لصلاة العشاء وصلى استمر يصلي حتى يطلع الفجر، لا يضع جنبه طوال الليل، يتقلب، ويصلي من صلاة إلى قراءة إلى ذكر، هذه حالتهم.

وكذلك -أيضا- أُثر عن أبي حنيفة الإمام -رحمه الله- أنه بقي نحو أربعين سنة أو ثلاثين سنة لا ينام طوال الليل، بل يصلي الليل كله، أو يصلي جل الليل ويتلذذ بقيامه وتهجده.

وكذلك ذُكر عن بعض السلف أنه قال: كابدت قيام الليل عشرين سنة، وتلذذت به عشرين سنة. أي أربعون سنة وهو يقوم الليل كله، العشرون الأولى كأنه يلاقي تعبا ومشقة، والعشرون الأخيرة يجد لقيام الليل لذة، ويجد له راحة، ويحبه ويتمنى أنه يطول، حتى قال بعضهم: ما أحزنني منذ عشرين سنة إلا طلوع الفجر.

كيف يحزنه؟ كيف يسوءه؟ كيف يستاء؟

لأنه يقطع التذاذه، تلذذه بالعبادة يقطعها، ينقطع عن تلذذه بالقراءة وبالذكر وبالصلاة وما أشبه ذلك.

ويقول بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ويريد بأهل الليل أهل التهجد، وأهل قيام الليل، والأمثلة على ذلك كثيرة.

অর্থ: এটাই ছিলো সাহাবীদের ইবাদতের প্রতি আগ্রহ-উদ্দীপনার দৃশ্য। অনেক সাহাবী এভাবে রাত জেগে তাহাজ্জুদ আদায়ের প্রতি যারপর নাই যত্নবান ছিলেন।

তেমনিভাবে তাবেয়ীগণও তাহাজ্জুদের ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। তাদের মাঝে অনেকেই সারা রাত নামায আদায় করতেন। রাতে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নিজেদের ভিতর থেকে একধরনের শক্তি, উদ্দীপনা ও পুলক অনুভব করতেন। মুহাদ্দিসগণ তাবেয়ী হযরত সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ. সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি বিশ বছর যাবৎ ইশার ওজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। তিনি যখন ইশার জন্য ওজু করতেন, ইশার নামায শেষ করে নফলে দাড়িয়ে যেতেন। এভাবে ভোর পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। রাতে কখনও বিছানায় পিঠ দিতেন না। তেলাওয়াত, জিকর ও নামাযে তাদের রাত কেটে যেত। এই ছিল তাদের ইবাদতের চিত্র। একইভাবে ইমাম আবু হানিফা রহ. সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, তিনি চল্লিশ বছর অথবা ত্রিশ বছর রাতে ঘুমাতেন না। বরং সারা রাত নামায আদায় করতেন। তাহাজ্জুদের মাধ্যমে বিশেষ স্বাদ আস্বাদন করতেন।

জনৈক সালাফ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বিশ বছর যাবৎ আমি কষ্ট করে তাহাজ্জুদ আদায় করেছি। আর বিশ বছর তাহাজ্জুদের স্বাদ উপভোগ করেছি। অর্থাৎ তিনি মোট চল্লিশ বছর সারা রাত নামায আদায় করেছেন। প্রথম বিশ বছরে কিছুটা কষ্ট ও ক্লান্তি অনুভব করেছেন। পরবর্তী বিশ বছরে শুধু তাহাজ্জুদের স্বাদ উপভোগ করেছেন। তাহাজ্জুদের মাঝে পেয়েছেন অনাবিল প্রশান্তি। তিনি আকাংখ্য ব্যক্ত করেছেন, তার এই প্রশান্তি যেন দীর্ঘ স্থায়ী হয়। এমনকি কোন কোন সালাফ বলেছেন, বিশ বছর যাবৎ ভোরের আলো আমাকে পেরেশান করেছে।

ভোরের আলো কীভাবে চিন্তিত করে? ভোরের আলো কীভাবে পেরেশান করে? এটি কীভাবে তাঁকে কষ্ট দেয়?

কেননা এটি তার তাহাজ্জুদের প্রশান্তি ভঙ্গ করে। ইবাদতের অনাবিল সুখ থেকে বঞ্চিত করে। তেলাওয়াত, জিকর, সালাত এগুলোর স্বাদ থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দেয়।

জনৈক সালাফ বলেছেন, খেলা-ধুলায় মত্ত ব্যক্তি যেমন স্বাদ পায় তাহাজ্জুদ আদায়কারীগণ এর চেয়েও বেশি স্বাদ পেয়ে থাকে। সালাফে-সালিহীনের তাহাজ্জুদের নিমগ্নতা ও প্রশান্তির অসংখ্য উদাহরণ ও বর্ণনা রয়েছে।

সূত্র: http://www.ibn-jebreen.com/books/8-205--7262-.html

তাবেয়ী সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ. এর আমল:

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে বর্ণনা করেছেন,

وقال ابن إدريس: صلى سعيد بن المسيب الغداة بوضوء العتمة خمسين سنة

অর্থ: ইবনে ইদরীস রহ. বলেন, সাইদ ইবনুল মুসায়্যাব রহ. পঞ্চাশ বছর যাবৎ ইশার ওজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৯, সাইদু ইবনুল মুসায়্যাব রহ. এর জীবনী।

বর্ণনাটি ইমাম ইবুনল জাওযী রহ. তার সিফাতুস সাফওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। (সিফাতুস সাফওয়া, খ.২, পৃ.৮০)

একই বর্ণনা ইমাম আবু নুয়াইম হিলয়াতুল আউলিয়াতে এটি সনদসহ বর্ণনা করেছেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.২, পৃ.১৬৩)

সুলাইমান আত-তাইমী রহ [মৃত: ১৪৩] এর আমল:

তাবেয়ী সুলাইমান আত-তাইমী রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ ইশার ওজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায় করতেন। এ বিষয়ে ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে তিনটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকে বর্ণিত,

أقام سليمان التيمي أربعين سنة إمام الجامع بالبصرة يصلي العشاء والصبح بوضوء واحد .

অর্থ: সুলাইমান আত-তাইমী রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ বসরার জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন, তিনি চল্লিশ বছর ইশার ওজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করতেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৬, পৃ.২০০, হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.৩, পৃ.২৯

তাবেয়ী ইমাম আবু হানিফা রহ. এর আমল:

ইমাম আবু হানিফা রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ ইশার ওজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

عن أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة

অর্থ: আসাদ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, ইমাম আবু হানিফা রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ একই ওজু দিয়ে ইশা ও ফজরের নামায পড়েছেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৬, পৃ.৩৯৯

-মানাকিবুল ইমাম আবি হানিফা, ইমাম কারদারী রহ, খ.১, পৃ.২৪১-২৪২

হুশাইম ইবনে বিশর আবু মুয়াবিয়া রহ. (মৃত:১৮৩ হি:) এর আমল:

তিনি বিশ বছর যাবৎ ইশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। ইমাম যাহাবী ও ইবনে কাসীর রহ. তার এই আমল বর্ণনা করেছেন।

ইমাম যাহাবী রহ. লিখেছেন,

مكث هشيم يصلي الفجر بوضوء العشاء قبل أن يموت عشرين سنة .

অর্থ: আমর ইবনে আউন থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুশাইম রহ. মৃত্যুর পূর্বে বিশ বছর যাবৎ ইশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

-সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ.৮, পৃ.২৯০

-আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.১০, পৃ.১৯৮

আবু বকর নাইসাপুরী রহ. এর আমল:

ইমাম আবু বকর নাইসাপুরী রহ. চল্লিশ বছর যাবৎ ইশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

-তাজকিরাতুল হুফফাজ, খ.৩, পৃ.৮২০, শাজারাতুয যাহাব, খ.৪, পৃ.১২৯

আবুল হাসান আশআরী রহ. এর আমল:

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. বিশ বছর যাবৎ ইশার উজু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন।

-আত-ত্ববাকাতুল কুবরা, খ.২, পৃ.১৯০

এছাড়াও আরও অনেক ইমাম থেকে ইশার উজু দিয়ে ফজরের সালাত আদায়ের কথা বর্ণিত আছে। ইবনুল জাওযী রহ. তার সিফাতুস সাফওয়া গ্রন্থে তাদের জীবনী আলোচনা করেছেন। এছাড়াও ইমাম যাহাবী রহ-আল .লামিন নুবালাতে এবং ইমাম ইবনে কাসীর রহ'সিয়ারু আ . বিদায়াতে তাদের জীবনী এনেছেন। এসব ইমামদের মতো উদ্দীপনা ও ইবাদতের স্বাদ আমাদেরকে নসীব করুন। আমীন।

সারা রাত্রি ইবাদাত করা সংক্রান্ত সাহাবীদের কিছু রেওয়ায়েতঃ

হযরত উমর রা. এর ইবাদত:

ইমাম ইবনে কাসীর রহ. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে হযরত উমর রা. এর জীবনী আলোচনা করেছেন। তিনি লেখেন, হযরত উমর রা. লোকাদেরকে ইশার নামায পড়িয়ে নিজ ঘরে প্রবেশ করতনে। এরপর তিনি ফজর পর্যন্ত নামায আদায় করতেন। -আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খ.৭, পৃ.১৩৫

হযরত ইবনে উমর রা. এর রাত্রি জাগরণ:

ইমাম যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুবালাতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. এর ইবাদত সম্পর্কে লিখেছেন,

أنه كان يحيي الليل صلاة ، ثم يقول : يا نافع ، أسحرنا ؟ فأقول : لا . فيعاود الصلاة إلى أن أقول : نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح .

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. সারা রাত নামায আদায় করতেন। তিনি বলতেন, হে নাফে, ভোর হয়েছে কি? আমি (নাফে) বলতাম, না। এরপর তিনি আবার নামায শুরু করতেন। এভাবে আমি হ্যা বলা পর্যন্ত তিনি নামায পড়তে থাকতেন। ফজর হলে তিনি বসে বসে ইস্তেগফার করতেন। এবং সকাল পর্যন্ত দুয়া করতেন।

১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ.৩, পৃ.২৩৫
২. হিলয়াতুল আউলিয়া, খ.১, পৃ.৩০৩।

ইবনে তাইমিয়া রহ. এর কিতাবে বর্ণিত কিছু কারামত

ওলীদের কারামত সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يُجْرِي اللَّهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ فِي أَنْوَاعِ الْعُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ كَالْمَأْثُورِ عَنْ سَالِفِ الْأُمَمِ فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا وَعَنْ صَدْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَسَائِرِ قُرُونِ الْأُمَّةِ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ فِيهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হল, আউলিয়াদের কারামতের সত্যায়ন করা। এবং ইলম, কাশফ, বিভিন্ন প্রকার কুদরত ও তা'ছীরের ক্ষেত্রে তাদের থেকে যেসমস্ত অস্বাভাবিক বিষয় প্রকাশিত হয, তার সত্যায়ন করা। যেমন পূর্ববর্তী উম্মতের মাঝে আসহাবে কাহাফ ও অন্যান্যদের কারামত এবং এ উম্মতের মাঝে সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন ও কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক যুগে কারামত প্রকাশ পেতে থাকবে। সুতরাং এ উম্মতের কারামত কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে"[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--৩, পৃষ্ঠা-১৫৬]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন,

فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْمُتَّقُونَ هُمْ الْمُقْتَدُونَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ بِهِ وَيَنْتَهُونَ عَمَّا عَنْهُ زَجَرَ ؛ وَيَقْتَدُونَ بِهِ فِيمَا بَيَّنَ لَهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوهُ فِيهِ فَيُؤَيِّدُهُمْ بِمَلَائِكَتِهِ وَرُوحٍ مِنْهُ وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنْ أَنْوَارِهِ وَلَهُمْ الْكَرَامَاتُ الَّتِي يُكْرِمُ اللَّهُ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ الْمُتَّقِينَ . وَخِيَارُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ كَرَامَاتُهُمْ لِحُجَّةِ فِي الدِّينِ أَوْ لِحَاجَةِ بِالْمُسْلِمِينَ كَمَا كَانَتْ مُعْجِزَاتُ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ كَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهُ إنَّمَا حَصَلَتْ بِبَرَكَةِ اتِّبَاعِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"মুত্তাকী ওয়ালী আল্লাহগণ যারা রাসূল (সঃ) এর একনিষ্ঠ অনুসারী, রাসূল (সঃ) যা আদেশ করেছেন, তা পালন করে এবং রাসূল (সঃ) যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে, এবং তাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ে আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন সেসমস্ত বিষয়ে আনুগত্য করে, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করেন, এবং তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালা নূর দান করেন। তাদের বিভিন্ন কারামত রয়েছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মুত্তাকী ওলীদেরকে সম্মানিত করেন। শ্রেষ্ঠ ওলী আল্লাহদের কারামত দ্বীনের জন্য হুজ্জত কিংবা মুসলমানদের প্রয়োজনে প্রকাশিত হয়, যেমন নবীদের মু'জিযা প্রকাশিত হয়। ওলী আল্লাহদের কারামত মূলতঃ নবী কারীম (সঃ) এর অনুসরণের বরকতে হাসিল হয়"[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২৭৪]

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর "মাজুমউল ফাতাওয়ায়" ১১ খন্ডের ২৭৬ পৃ. থেকে ২৮২ পৃষ্ঠায় "সাহাবী, তাবেয়ী ও সালেহীনদের কারামত" শিরোনামের অধীনে ওলী আল্লাহদের মোট ২৯ টি কারামত উল্লেখ করেছেন ।আমরা এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি উল্লেখ করছি

জ্যোতি হয়ে ফেরেশতাদের অবতরণ:

হযরত উসাইদ ইবনে হুজাইর রা. সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলেন। আসমান থেকে মেঘ খন্ডের মতো আলোকময় বাতিসদৃশ কিছু উজ্জ্বল প্রদীপ নেমে এলো। এরা ছিলো ফেরেশতা। হযরত উসাইদের তেলাওয়াত শুনে আসমান থেকে নেমে এসেছে। ফেরেশতারা হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন রা. কে সালাম দিতো।

খাবারের পাত্র থেকে আল্লাহর তাসবীহ :

হযরত সালমান ফার্সী ও হযরত আবু দারদা রাজি. খাবার খাচ্ছিলেন। ইতোমধ্যে খাবারের পাত্র অথবা পাত্রের খাবার আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করলো।

আলোকদন্ড:

হযরত আব্বাদ বিন বিশর ও হযরত উসাইদ ইবনে হুজাইর রা. একটি অন্ধকার রাতে স. এর দরবার থেকে বের হলেন। হঠাৎ তাদের জন্য একটি বাতির আবির্ভাব হলো। এটি ছিলো বেতের অগ্রভাগ সদৃশ। তারা যখন পরস্পর থেকে পৃথক হলো আলোটিও তাদের সাথে পৃথক হয়ে গেলো। [বোখারী ও অন্যান্যা হাদীসের কিতাব দ্রষ্টব্য]

খাবার বাড়তেই ছিলো:

বোখারী মুসলিমসহ অন্যন্যা হাদীসের কিতাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ঘটনা রয়েছে, "তিনি তিনজন মেহমান নিয়ে ঘরে উপস্থিত হন। তারা এক লুকমা খেলে নিচের থেকে খাবার বেড়ে যাচ্ছিলো। তারা পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। অথচ খাবার পূর্বের চেয়ে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছিলো। হযরত আবু বকর ও তার স্ত্রী খাবারের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, এটি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি। তারা এই খাবার রাসূল স. এর নিকট নিয়ে গেলো। রাসূল স. এর দরবারে অনেক লোক উপস্থিত হলো। তারা সকলেই সেই খাবার তৃপ্তিসহ আহার করলো।

অদৃশ্য থেকে খাদ্য:

বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে,

হযরত খুবাইব ইবনে আদী রা. মক্কার মুশরিকদের নিকট বন্দী ছিলেন। তিনি বন্দী অবস্থায় আঙ্গুর খেতেন অথচ তখন মক্কায় কোন আঙ্গুর ফল পাওযা যেত না।

শহীদের দেহ আকাশে উত্তোলন:

[বোখারীর বর্ণনায় রয়েছে]

হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা যখন শহীদ হন, তখন তার দেহ আসমানে উঠিয়ে নেয়া হয়। তারা তার দেহ খুজে পায়নি। আমের ইবনে তোফাইল দেখেছেন যে হযরত আমের ইবনে ফুহাইরা রা.

এর দেহ উপরে উঠানো হয়েছিলো। ইমাম উরওয়া বলেছেন, তারা ফেরেশতাদেরকে তার দেহ উঠিয়ে নিতে দেখেছেন।

অদৃশ্য থেকে পানির ব্যবস্থা:

হযরত উম্মে আইমান হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার সাথে কোন পাথেয় বা পানির ব্যবস্থা ছিলো না। তিনি পিপাসার তাড়নায় প্রায় মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তিনি তখন রোজাদার ছিলেন। ইফতারীর সময় তিনি মাথার উপর একটি আওয়াজ শুনলেন। মাথা উঠিয়ে দেখলেন একটি বালতি ঝুলছে। তিনি সে বালতি থেকে পানি পান করলেন। তিনি পরিতৃপ্ত হলেন। এরপর জীবনে কখনও তিনি তৃষ্মার্ত হননি।

সিংহ পথ দেখিয়ে দিলো:

হযরত সাফিনা রা. ছিলেন রাসূল স. এর আজাদ করা গোলাম। তিনি সিংহকে বললেন, আমি আল্লাহর রাসূলের দূত। তখন সিংহ তার সাথে চলতে শুরু করলো এমনকি তাকে গন্তব্যে পৌছে দিলো।

বিষ প্রতিক্রিয়াহীন:

হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. একটি দুর্গ অবরোধ করলেন। তারা বলল, আপনি যদি বিষ পান করেন তাহলে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো। হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালিদ রা. বিষ পান করলেন কিন্তু তার কিছু হলো না।

মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ:

হযরত সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রা. ছিলেন মুস্তাজাবুদ দাওযাহ (যার সব দুয়া কবুল হয়)। তিনি যতো দুযা করেছেন সবগুলোই কবুল হয়েছে। তিনি কিসরার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং ইরাক জয় করেন।

দূর থেকে সম্বোধন:

হযরত উমর রা. মদীনার মেম্বরে খুতবা দেয়ার সময় হযরত সারিয়াকে সম্বোধন করে আওয়াজ দেন। ঘটনাটি বেশ প্রসিদ্ধ।

দুয়ার কারণে অন্ধ হয়ে যাওয়া:

আরওয়া বিনতে হাকাম হযরত সাইদ ইবনে যায়েদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয়। হযরত সাইদ ইবনে যায়েদ তখন বলেন, হে আল্লাহ, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অন্ধ বানিয়ে দিন এবং তার নিজ দেশে তার মৃত্যু দান করুন। এরপর আরওয়া বিনতে হাকাম অন্ধ হয়ে যায় এবং তার নিজ দেশে একটি কুপে পড়ে মৃত্যুবরণ করে।

পানির উপর চলা ও কবর থেকে অদৃশ্য হওয়া:

হযরত আলা ইবনে হাজরমী রা. রাসূল স. এর পক্ষ থেকে নিযুক্ত বাহরাইনের গভর্ণর ছিলেন। তিনি দুয়ার সময় বলতে, ইয়া আলীমু, ইয়া হালীমু, ইয়া আলী, ইয়া আজীমু। অত:পর তিন দুয়া করলে তা কবুল হতো। তিনি আল্লাহর কাছে পানি পান করানো এবং ওযুর পানির ব্যবস্থার জন্য দুয়া করেন। তাদের কাছে তখন কোন পানি ছিল না। আল্লাহ পাক তাদেরকে পানির ব্যবস্থা করেন। তিনি সমুদ্রের পাড়ে এসে সমুদ্র পার হওয়ার জন্য দুয়া করেন। তাদের কাছে সমুদ্র পার হওয়ার কোন বাহন ছিলো না। তারা ঘোড়াসহ সমুদ্র পার হয়ে যান, অথচ তাদের ঘোড়াগুলোর ক্ষুরও পানিতে ভিজেনি। তিনি আল্লাহর কাছে দুয়া করেছিলেন, তার মৃত্যুর পরে কবরে যেন তার লাশ না দেখা যায়। তার মৃত্যুর পরে বাস্তবেও তারা তার কবরে কোন লাশ খুজে পায়নি।

আগুনে দগ্ধ না হওয়া, নদী পার হওয়া এবং বিষ ক্রিয়া না করা:

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী রহ. এর বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে। তিনি কোন বাহন ছাড়া দজলী নদী পার হয়েছে। মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার আসওয়াদ আনাসী তাকে আগুনে নিক্ষেপ করলে তিনি আগুনের মাঝে দাড়িয়ে নামায পড়তে থাকেন। মদীনায় আসার পর তার খাদ্যে একজন বাদী বিষ মিশিয়ে দিলেও তার কিছু হয়নি।

দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হওয়া এবং বদ দূযার কারণে খারেজীদের মৃত্যু:

হযরত হাসান বসরী রহ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ থেকে আত্মগোপন করেন। তাকে খোজার জন্য হাজ্জাজ ছয়বার তার বাড়ীতে লোক পাঠায়। কিন্তু হযরত হাসান বসরীকে তারা একবারও দেখতে পারেনি। হযরত হাসান বসরী রহ. কে কিছু খারেজী কষ্ট দিতো। তিনি তাদের উপর বদ দুয়া করার সাথে সাথে তারা মৃত্যুবরণ করে।

ঘোড়া মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া:

হযরত ওসলাহ বিন আশয়াম র. একটি যুদ্ধে ছিলেন। হঠাৎ তার ঘোড়া মারা যায়। তিনি আল্লাহর কাছে ঘোড়া জীবিত হওযার জন্য দুয়া করেন। অত:পর ঘোড়াটি জীবিত হয়ে যায়। তিনি যখন ঘোড়াটি নিয়ে বাড়ী আসেন, তার ছেলেকে বলেন, ঘোড়ার জিন ধরো। কেননা এটি মৃত ঘোড়ার উপর রয়েছে। ঘোড়ার জিন খুলে নেয়ার সাথে সাথে ঘোড়াটি আবার মৃত্যুবরণ করে।

রাসূল স. এর কবর থেকে আজানের আওয়াজ:

হাররার সময় হযরত সাইদ ইবনে মুসায়্যাব রাসূল স. এর কবর থেকে আজানের আওয়াজ শুনে নামায আদায় করতেন। সেসময় মসজিদে নববীতে আজান হতো না। তিনি রাসুল স. এর কবর থেকে আজানের আওয়াজ শুনে নামায পড়তেন।

মৃতকে জীবিত করা:

“নাখ এর অধিবাসী এক ব্যক্তির একটি গাধা ছিল। পথিমধ্যে সেটি মৃত্যুবরণ করল। তার সাথীরা তাকে বলল, এসো তোমার জিনিসপত্র আমাদের বাহনে বন্টন করে নেই। সে তাদেরকে বলল, আমাকে কিছুক্ষণ সুযোগ দাও! অতঃপর সে উত্তমরূপে ওযু করে দু’রাকাত নামায আদায় করল এবং আল্লাহর নিকট দু’য়া করল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাঁরর গাধাকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর সে তার জিনিসগুলো বাহনের উপর উঠাল”[মাজমুউল ফাতাওয়া, খ--১১, পৃষ্ঠা-২৮১]

প্রস্তুত কবর:

হযরত ওয়েস কুরুনী রহ. যখন ইন্তেকাল করেন,তখন তার কাপড়ের মাঝে একটি কাফনের কাপড় পাওয়া যায়, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। তাকে দাফন দেয়ার জন্য নতুন কবর খোড়ার প্রয়োজন হয়নি। কারণ কারও খনন করা ছাড়াই কবর হযে গিয়েছিলো। লোকেরা তাকে উক্ত কবরে দাফন করে।

চোখের দৃষ্টি পরিমাণ কবর প্রশস্ত হওয়া:

হযরত আহনাফ বিন কায়েস যখন ইন্তেকাল করেন, এক ব্যক্তির একটি টুপি তার কবরে পড়ে যায়। লোকটি টুপি নেয়ার জন্য কবরে ঝুকে দেখে যে কবরটি তার দৃষ্টিসীমা পরিমাণ প্রশস্ত হয়ে গেছে।

কারামত সম্পর্কে অসাধারণ একটি কথোপকথন

(আমিন সফদর উকারবী রাহঃ এর সাথে ওহিদ সাহেবের কথোকপথন।)

আমি (আমিন সফদর উকারবী রাহঃ) তাঁকে বললাম, আপনি যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, এগুলো হলো কারামাত। একে খরকে আদত বা স্বাভাবিক নিয়ম বহির্ভূত বিষয়ও বলা হয়। সাধারণ নিয়ম হলো স্বামী-স্ত্রীর মিলনের মাধ্যমে সন্তান সৃষ্টি হয়। নিয়ম বহির্ভূত বিষয় হলো, কোন পুরুষের স্পর্শ ব্যতীত হজরত মারইয়াম আ: এর সন্তান হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়ম হলো, উটনীর পেট থেকে উট জন্ম নেয়। অস্বাভাবিক বিষয় হলো, পাহাড় থেকে উটনী জন্ম নিয়েছে। সাধারণ নিয়ম হলো, সাপের পেট থেকে সাপ জন্ম নেয়। কিন্তু নিয়ম বহির্ভূত হজরত মুসা আ. এর লাঠি সাপ হয়েছে। সাধারণ নিয়ম হলো ওষুধ ও অপারেশনের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ ভালো হয়ে থাকে।

কিন্তু অস্বাভাবিক ব্যাপার হলো, হজরত ইউসুফ আ. এর জামা ও হজরত ইসা আ. এর হাতের দ্বারা অন্ধ ভালো হয়েছে। সাধারণ নিয়ম হলো, গরু গরুর মতো শব্দ করবে। অস্বাভাবিক হলো, গাভি যদি মানুষের মতো কথা বলে। সাধারণ নিয়মের ক্ষেত্রে মানুষ বা মাখলুকের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্ত কারামত বা নিয়ম বহির্ভূত বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে, তবে তা মানুষ বা অন্য কোন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। পবিত্র কুরআনে হজরত ইসা আ. এর মু'জেযা উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরাও এই মু'জেযাগুলো সত্য মনে করে। তারা এও বিশ্বাস করে, এগুলো হজরত ইসা আ. এর হাতে প্রকাশিত হয়েছে; কিন্তু এগুলো ছিলো, আল্লাহ তায়ালার কুদরতের

বহি:প্রকাশ। মুসলমানরা যখন এগুলোকে আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা বলে বিশ্বাস করে, তখন প্রত্যেকটা মু'জেযায় তারা আল্লাহর একত্ববাদের প্রমাণ দেখতে পায়। কিন্তু খ্রিস্টানরা এগুলোকে হজরত ইসা আ. এর ইচ্ছাধীন মনে করে। তারা বিশ্বাস করে এগুলো হজরত ইসা আ. এর নিজস্ব ক্ষমতা। ফলে তারা প্রত্যেকটা মু'জেযার ক্ষেত্রে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করেছে। এই মু'জেযা থেকে শিরকের অর্থ উদ্দেশ্য নেয়া তাদের ভ্রান্তি। এখানে আল্লাহ তায়ালা ও ইসা আ. এর কোন ত্র"টি নেই। খ্রিস্টীয় ভ্রান্ত ধারণাই এখানে মূল বিষয়। তারা একটা তাউহিদের প্রমাণকে শিরক বানিয়েছে।

একইভাবে আমরা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত যখন কোন কারামত শুনি, তখন একে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের বহি:প্রকাশ মনে করি। একারণে এসব কারামতের ক্ষেত্রে আমরা শুধু একত্ববাদের প্রকাশ দেখি, তাউহিদের প্রমাণ পাই। আপনারা যখন একই কারামতকে খ্রিস্টীয় চেতনা নিয়ে পড়েন, তখন একে শুধু শিরকই মনে করেন। কিছু বান্দাকে আল্লাহর বিশেষ কুদরতের দ্বারা সম্মানিত করার কারণে নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ তায়ালা দোষী নন। আবার এগুলো বিভিন্ন বুযুর্গের হাতে প্রকাশ পাওয়ার কারণে তারাও কোন ত্র"টি করেননি। মূল ত্র"টি হলো, আপনাদের এই খ্রিস্টীয় চেতনা। আপনি এখনও যদি খ্রিস্টীয় চেতনা মুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ ইসলামি চেতনায় এগুলো পড়েন, তবে আপনিও একত্ববাদের প্রমাণ দেখতে পাবেন।

এগুলো হতেই পারে না:

ওহিদ সাহেব খুব চটে গিয়ে বললেন, *এখানে অনেক ঘটনা এমন রয়েছে, যেগুলো হতেই পারে না। একেবারেই অসম্ভব।*

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কার পক্ষ থেকে হতে পারে না? আল্লাহর পক্ষ থেকে না কি সৃষ্টির পক্ষ থেকে? যদি বলেন, সৃষ্টির পক্ষ থেকে হতে পারে না। তাহলে আপনার কথা শতভাগ সত্য। এগুলোকে সৃষ্টির নিজস্ব ক্ষমতা মনে করায় হলো খ্রিস্টীয় চেতনা। আর যদি বলেন, এগুলো আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে হতে পারে না, তাহলে আপনি আল্লাহর ক্ষমতা ও ইলম অস্বীকার করলেন। আপনি যদি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এগুলোকে অসম্ভব মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তায়ালার ততটুকু ক্ষমতা আছে, যতটুকু আপনার আছে, তাহলে আপনার এই তাউহিদ থেকে এখনই তওবা করুন। আপনার এধরনের কথা দ্বারা আল্লাহর ওলিদের কারামত অস্বীকার করা হয় না, বরং আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতা অস্বীকার করা হয়।

শুধু মিথ্যা

ওহিদ সাহেব বললেন, মানুষ বুযুর্গদের নামে বিভিন্ন মিথ্যা ও মনগড়া ঘটনা তৈরি করে থাকে। এগুলো কী গ্রহণযোগ্যতা আছে?

আমি বললাম, কোথায় মিথ্যা বানানো হয়নি? মানুষ মিথ্যা খোদা বানিয়েছে।মিথ্যা নবি বানিয়েছে। মিথ্যা হাদিস তৈরি করেছে। বাজারে জাল টাকা বানিয়েছে। আপনি কি শুধু মিথ্যা খোদাকেই অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য খোদাকেও? শুধু মিথ্যা নবীকে অস্বীকার করবেন, না কি সাথে সত্য নবীকেও? শুধু জাল হাদিস থেকে বেঁচে থাকবেন না কি সহিহ হাদিস থেকেও। জাল নোট থেকে বাঁচতে গিয়ে আসল নোট ব্যবহারও ছেড়ে দিবেন? কারামতের ক্ষেত্রেও আপনাকে মিথ্যা ঘটনা মানতে কে বলেছে? মিথ্যা ঘটনা থাকার কারণে সত্য ঘটনাও অস্বীকার করবেন কোন যুক্তিতে?

বিবেক মেনে নেয় না

এধরনের ঘটনা কীভাবে মেনে নিবো? অনেক বিষয় এমন রয়েছে, যা নবি ও সাহাবিদের ক্ষেত্রেও ঘটেনি। নবি ও সাহাবাদের মর্যাদা তো ওলিদের থেকে অনেক উর্ধ্বে। একটা অসম্ভব ব্যাপার হলো, একজন নবি ও সাহাবির হাতে যেই কারামত প্রকাশিত হয়নি, সেটা একজন ওলির হাতে প্রকাশিত হবে।

আমি বললাম, আজব ব্যাপার। আপনি এখানে যুক্তি দিতে শুরু করলেন। আপনাকে প্রশ্ন করি, আপনি স্বপ্ন দেখেন কি না? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হুবহু সেগুলোই দেখেন যা নবি ও সাহাবিগণ দেখেছেন না কি এর চে' বেশি দেখেন? ওহিদ সাহেব বললেন, এখানে নবি ও সাহাবিদের সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা তাই স্বপ্নে দেখান। কখনও একটা ছোট্র শিশুও স্বপ্ন দেখে। সকালে বলে যে, আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, আজ নানা এসেছে। বাস্তবেও ঐ দিন নানা এসে পড়লো। ফলে স্বপ্ন বাস্তব প্রমাণিত হলো। এই স্বপ্নকে কেউ এই বলে অস্বীকার করে না যে, পরিবারের বড়রা কেউ স্বপ্ন দেখলো না, একটা শিশু কীভাবে দেখলো?

দেখুন, হজরত মারইয়াম আ. আল্লাহর ওলি ছিলেন। তিনি মৌসুম ছাড়া ফল খাচ্ছিলেন। অথচ হজরত যাকারিয়া আ. আল্লাহর নবি হওয়া সত্ত্বেও তার নিকট ফল আসেনি। হজরত আয়েশা রা. নবিজি স. এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার কোন সন্তান হয়নি। এমনকি একটা কন্যা সন্তানও হয়নি। অথচ হজরত মারইয়াম আ. আল্লাহর ওলি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে স্বামী ছাড়া পুত্র সন্তান দিয়েছেন। হজরত ইয়াকুব আ. প্রতিদিন নিজের মুখে হাত লাগিয়েছেন। চোখ ভালো হয়নি। অথচ হজরত ইউসুফ আ. এর শুধু জামার স্পর্শে চোখ সুস্থ হয়েছে। যেই বাতাস হজরত সুলাইমান আ.এর

সিংহাসন উড়িয়ে নিয়ে যেত, তাকে হিজরতের সময় আদেশ দেয়া হয়নি যে, রসুল স. কে এক মুহূর্তে মদিনায় পৌঁছে দাও। হজরত সুলাইমান আ. নবি হওয়া সত্ত্বেও বিলকিসের সিংহাসন এনেছিলো তাঁর এক সাহাবি। এগুলো সব আল্লাহর ইচ্ছা। তিনি চাইলে হাজার মাইল দূরের বাইতুল মুকাদ্দাস চোখের সামনে দেখাতে পারেন। জান্নাত ও জাহান্নাম চোখের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। এর বিপরীতে হুদায়বিয়া সন্ধির সময় উসমান গণি রা. এর শাহাদাতের মিথ্যা সংবাদ আসে। সংবাদটি যাচাইয়ের কোন মাধ্যম ছিলো না। একারণে রসুল স. উসমান রা. এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য বাইয়াত শুরু করে দিয়েছিলেন। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। আল্লাহর ইচ্ছায় শত মাইল দূরের জিনিস দেখতে পেলেও আল্লাহর ইচ্ছা না হওয়ার কারণে কয়েক মাইল দূরের বিষয় জানতে পারেননি। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা না হওযার কারণে হজরত ইয়াকুব আ. সামান্য দূরে কূপের মধ্যে থাকা হজরত ইউসুফ আ. সম্পর্কে জানতে পারেননি। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা হওয়ার কারণে মিশরে অবস্থিত হজরত ইউসুফ আ.এর জামার ঘ্রাণ কিনআনে পেয়েছেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি যে দুনিয়ার সবাইকে মুশরিক মনে করছেন, এ ব্যাপারে দ্বিতীয় বার চিন্তা করুন। আর অন্তর থেকে তওবা করুন।